ALADDIN
আলাদিন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ
এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

The Weekly
সফলতার ২৮ বছরে
Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা
www.banglapatrikausa.com
বর্ষ ২৮ সংখ্যা ৪১ সোমবার আষাঢ় ৩১ ১৪৩১ মহররম ৮ ১৪৪৬ Vol. 28 Issue 42 July 15 USA. Free in NY, Other State $1

যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক সহিংতা

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় প্রতিদিনই বন্দুক সহিংসতায় নিরীহ মানুষের প্রাণ যায়। বন্দুক সহিংসতা থেকে দেশটির বহু প্রেসিডেন্টও রক্ষা

বাকি অংশ দেখুন ১০ এর পাতায়

বিস্তারিত দেখুন বিনোদন পাতায়

অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেন ট্রাম্প

পেনসিলভ্যানিয়ায় নির্বাচনী জনসভায় সাবেক প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর হামলার পর তাঁকে দ্রুত সেখান থেকে সরিয়ে নিচ্ছেন বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। ছবি গেটি ইমেজ

হত্যার উদ্দেশ্যেই এই হামলা-এফবিআই

গুলি চালানো কে এই ম্যাথিউ

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ
অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। সামান্য এদিক-ওদিক হলেই গুলি তার মাথায় বিদ্ধ হতো। কিন্তু তা তার ডান কানে বিদ্ধ হয়ে বেরিয়ে যায়। ভাগ্যক্রমে রক্ষা পান তিনি। তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করেছিল ২০ বছর বয়সী ম্যাথিউ ক্রুকস। এফবিআই বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ট্রাম্পের নিরাপত্তা রক্ষাকারীরা হামলাকারীকে গুলি করে হত্যা করেছে। তার মৃতদেহের কাছ থেকে স্পেশাল বাহিনী উদ্ধার করেছে একটি এআর-১৫ রাইফেল। ধারণা করা হচ্ছে, এটা দিয়েই সে ট্রাম্পকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি ছুড়েছে। ম্যাথিউ ক্রুকস পেনসিলভ্যানিয়ার বাসিন্দা।
সে ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টির নিবন্ধিত একজন ভোটার। ডনাল্ড ট্রাম্প পেনসিলভ্যানিয়ার বাটলার এলাকার বাটলার

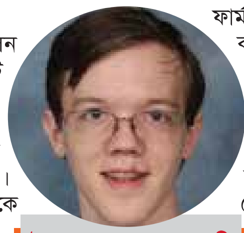

ট্রাম্পের ওপর হামলাকারী তরুণ ম্যাথিউ ক্রুকস

ফার্ম শো গ্রাউন্ডে নির্বাচনী জনসভা করার সময় প্রায় ১৩০ গজ দূরের একটি ভবনের ছাদ থেকে গুলি চালায় ম্যাথিউ ক্রুকস। সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যায় বিশ্বের টেলিভিশন ও অনলাইনের সংবাদ শিরোনাম। নিয়মিত প্রোগ্রাম বাতিল করে ব্রেকিং নিউজ দেয়া শুরু করে তারা। এতে বলা হয়, শনিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটের দিকে ট্রাম্প বক্তব্য দেয়ার কয়েক মিনিট পরেই গুলি চালানো হয়। বেশ কয়েক দফা গুলির শব্দের মধ্যে ট্রাম্প তার বক্তব্য থামিয়ে দিয়ে আকস্মিকভাবে ডানহাত দিয়ে কান চেপে ধরেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাকিং বা ডুব দেয়ার ভঙ্গিতে বসে পড়েন। ছুটে যায় সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরা। নিরাপত্তা রক্ষাকারীরা। তারা গিয়ে ট্রাম্পকে রক্ষা করতে বেষ্টনী তৈরি করেন। ততক্ষণে ট্রাম্পের নিরাপত্তায় থাকা সদস্যরা অন্য *(বাকি অংশ ৬ এর পাতায়)*

এই সময়ে হামলা বদলে যেতে পারে নির্বাচনের চিত্র

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ
চার দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো এমন একজন নেতা হত্যা প্রচেষ্টায় আহত হলেন, যিনি দেশটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। আমেরিকান ইতিহাসের একটি বিপজ্জনক মুহূর্তে রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনাটি ঘটল। সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ, বিল ক্লিনটন, জর্জ ডব্লিউ বুশ এবং বারাক ওবামা তাদের মেয়াদের সময় বা তার পরে ব্যর্থ হামলার শিকার হয়েছিলেন। *(বাকি অংশ ২৩ এর পাতায়)*

ট্রাম্পের ওপর হামলা

বিশ্বনেতাদের নিন্দার ঝড়

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ
যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ায় নির্বাচনি জনসভায় বক্তৃতা দেয়ার সময় সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় নিন্দার ঝড় উঠেছে বিশ্বজুড়ে। ট্রাম্পের ওপর হামলার ঘটনায় 'বিস্ময়, হতাশা ও শঙ্কা' প্রকাশ করেছেন বিশ্বনেতারা। তারা বলেছেন, গণতন্ত্রে এ ধরনের রাজনৈতিক সহিংসতা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। *(বাকি অংশ ২৩ এর পাতায়)*

আমার পিয়নও ৪০০ কোটি টাকার মালিক

-প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা ডেস্কঃ
পিএসসির গাড়িচালক সৈয়দ আবেদ আলী অঢেল সম্পদের মালিক। গাড়িচালক কিভাবে এত টাকার মালিক হলেন? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'আমার বাসার পিয়ন ছিল। সেও নাকি ৪০০ কোটি টাকার মালিক। হেলিকপ্টার ছাড়া চলে না। পরে তাকে ধরা হয়েছে। খোঁজখবর নেয়া হয়েছে।' সরকারপ্রধান বলেন, 'ড্রাইভার কিভাবে এত কোটি কোটি টাকার মালিক হলো, সেটা কিভাবে বলব। তাদের অপকর্ম আমরা ধরছি বলেই তো এখন জানতে পারছেন। এত দিন তো আপনারা *(বাকি অংশ ৮ এর পাতায়)*

প্যাটারসনের ইতিহাসে বাংলাদেশীদের সর্ববৃহৎ সমাবেশ

কাউন্সিলম্যান শাহীন খালিককে 'মেয়র' প্রার্থী ঘোষণা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ
নিউজার্সী ষ্টেটের প্যাটারসন সিটির ইতিহাসে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সর্ববৃহৎ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো। টানা তৃতীয়বারের মতো বাংলাদেশী-আমেরিকান 'শাহীন খালিক' প্যাটারসন সিটির কাউন্সিলম্যান নির্বাচিত হওয়ায় এই বিজয় উৎসব সমাবেশের আয়োজন করা হয়। উৎসবে সর্বস্তরের ৪ হাজারের বেশি মানুষের অংশগ্রহণে বিজয় উৎসবটি মিলনমেলায় পরিণত হয়। কাউন্সিলম্যান 'শাহীন খালিক সমর্থক পরিষদ'-এর আয়োজনে শনিবার (১৩ জুলাই) বিজয় উৎসব ও ফ্যামিলী নাইটে শাহীন খালিককে আগামী নির্বাচনে 'মেয়র' প্রার্থী ঘোষণা দেওয়া হয়। তার নির্বাচন পরিচালনা পরিষদের প্রেসিডেন্ট মনুসর আহমদ সবার উপস্থিতিতে এ ঘোষণা দেন। এ সময় উপস্থিত সকলে এ ঘোষণার সমর্থন জানিয়ে আগামীতে তারা নিজেদের পছন্দের প্রার্থী হিসেবে মেয়র পদে 'শাহীন খারিককে দেখতে চান বলে একাত্মতা পোষণ করেন।

কাউন্সিলম্যান 'শাহীন খালিক সমর্থক পরিষদ'-এর আয়োজনে বিজয় উৎসবের উদ্বোধন করছেন প্যাটারসন সিটির মেয়রসহ অতিথিরা।

শাহীন খালিক টানা তৃতীয় বারের মতো নিউজার্সীর প্যাটারসনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ায় শনিবার প্যাটারসনের হিন্সলাইফ স্টেডিয়ামে এই বিজয় উৎসব ও ফ্যামিলী নাইট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিকেল ৬টায় বিজয় উৎসব ও ফ্যামিলী নাইটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মনসুর আহমেদের সভাপতিত্বে এবং মেহাম্মদ ওয়াহেদ আসগর চৌধুরী আরজু'র সঞ্চালনায় প্যাটারসন সিটি মেয়র আন্দ্রে সায়া, কাউন্সিল সভাপতি *(বাকি অংশ ১৭ এর পাতায়)*

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না?
তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs · Inquiries · Collections · Garnishment · Bankruptcy · Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St. Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাধিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO.B03152
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৮৯+
917-396-4140, 917-592-7828
QATAR ARC
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

MUNA CONVENTION
AUGUST 9TH - 11TH, 2024
ISLAM
PEACE & JUSTICE FOR HUMANITY
Join Us this Summer with families & friends at MUNA CONVENTION 2024
SCAN ME TO REGISTER
INQUIRIES? EMAIL US
CON.INFO@MUNA.US
DR. YASIR QADHI
DR. OMAR SULEIMAN
IMAM SIRAJ WAHHAJ
SHAYKH ABDUL NASIR JANGDA
SHAUN KING
HARUN O RASHID
DR. ABUL KALAM AZAD BASHAR
MUFTI HUSSAIN KAMANI
SR. USTADHA TAIMIYYAH ZUBAIR
DR. ALTAF HUSAIN
IMAM SULEIMAN HANI
IMAM DR. MOHAMED ABU TALEB
SR. ISMAHAN ABDULLAHI
IMAM DALOUER HOSSAIN
DR. AYMAN HAMMOUS
DR. MOHSIN ANSARI
DR. OSAMA ABU IRSHAID
ABDOOL RAHMAN KHAN
NIHAD AWAD
OUSAMA JAMAL
DR. MAHERA RUBY
BARRISTER HAMID HOSSAIN AZAD
DR. CHOWDHURY MAHMUDUL HASSAN
HAFIZ DR. ZAKIR AHMED
AZHAR AZEEZ
ABU AHMED NURUZZAMAN
DR. SYEDUR RAHMAN CHOWDHURY
QARI HASSAN SALEH
SHAYKH AHMED MABROUK
AND MORE SPEAKERS...
CONVENTION HIGHLIGHTS
Separate Youth Conferences
Children's Learn & Fun
Lecture Series
Parallel Sessions
Young Sisters Programs
Separate women's cultural event
Sisters Programs
Matrimonial Services
Health Clinic
Cultural Events
Bazaar and Expo
Halal Food Counter
Discounted Hotels
PENNSYLVANIA CONVENTION CENTER
119 North Broad Street, Philadelphia, PA 19107
FOR BAZAAR BOOKING
MUNACONVENTION.COM
BAZAAR@MUNA.US
+1 (888) 824-MUNA

সৌহার্দ-সম্প্রীতির বন্ধনকে আরো জোরার করার উপর গুরুত্বারোপ

উৎসবমুখর পরিবেশে ‘টাঙ্গাইল সোসাইটি’র বনভোজন

‘টাঙ্গাইল সোসাইটি’র বনভোজনে পরিবার পরিজন নিয়ে দিনব্যাপী আনন্দ উচ্ছ্বাসে খেলাধুলাসহ নানা ইভেন্টে অংশ নেন নিউইয়র্কে বসবারত টাঙ্গাইলবাসী প্রবাসীরা।

নিউইয়র্ক (ইউএনএ):
যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী টাঙ্গাইল জেলাবাসীদের সামাজিক সংগঠন ‘টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ ইনক’র বার্ষিক বনভোজন উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গাছ-গাছালিতে ঘেরা সবুজ চত্ত্বর আর বিশাল লেকের ধারে নিউইয়র্কের কিংসল্যান্ড পয়েন্ট পার্কে গত ৭ জুলাই রোববার এই বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজকদের দাবী এতে আমন্ত্রিত অতিথিসহ পাঁচ শতাধিক প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী সপরিবারে অংশ নেন। ফলে বনভোজনস্থল হয়ে উঠে এক টুকরো ‘টাঙ্গাইল জেলা’। টাঙ্গাইলের আঞ্চলিক ভাষায় আড্ডা, শুভেচ্ছা বিনিময়, সুখ-দু:খের আলাপ, বিভিন্ন খেলাধুলা, মধ্যাহ্ন ভোজ, সঙ্গীত প্রভৃতি কর্মকান্ডে মুখরিত হয়ে উঠে ‘টাঙ্গাইল সোসাইটি’র বনভোজন। এতে অংশগ্রহণকারীরা প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীদের সৌহার্দ-সম্প্রীতির বন্ধনকে আরো জোরার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। উল্লেখ্য, এই বনভোজন অনুষ্ঠানে প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ছাড়াও শেরপুর, বরিশাল, ফেনী, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলার প্রবাসীরাও সপরিবারে অংশ নেন এবং বনভোজন অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেন। খবর ইউএনএ’র।

নিউইয়র্ক সিটির অদূরে জ্যামাইকা থেকে এক ঘন্টার ড্রাইভিং দূরত্বে স্লিপি হলো এলাকার কিংসল্যান্ড পয়েন্ট পার্কে সকাল ৯টা থেকেই প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীরা প্রাইভেট কারযোগে সমবেত হতে থাকেন। আগতদের স্বাগত জানান আয়োজক সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ শামসুজ্জামান খান ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ এ ভূইয়া টনি ও কোষাধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক সহ কার্যকরী কমিটির কর্মকর্তাগণ। বেলা ১১টার দিকে লাইনে দাঁড়িয়ে পরিবেশন করা হয় সকালের নাস্তা। দুপুরে প্রচন্ড গরমে মিষ্টি তরমুজ খেতে ভীড় ছিলো খাবার স্থলে। অপরাহ্নে আনুষ্ঠানিকভাবে বনভোজন ও র‌্যাফল ড্র’র টিকিট বিক্রি উদ্বোধন করেন সভাপতি মোহাম্মদ শামসুজ্জামান খান। এসময় সংগঠনের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

দুপুরে জোহরের নামাজের পর অনুষ্ঠিত হয় শিশু-কিশোর-কিশোরীদের দৌড়, পদ্মা আর যমুনা দলের ফুটবল আর এবং মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতীর পর অনুষ্ঠিত হয় মহিলাদের মিউজিক্যাল পিলো। আরো ছিলো যেমন খুশী তেমন সাজ। এছাড়াও কেউ কেউ ক্রিকেট আর ব্যাটমিন্টন খেলে আনন্দ উপভোগ করেন। বিকেলে ছিলো দই-রসগোল্লার পর চা-পানের পাশাপাশি প্রবাসের জনপ্রিয় কন্ঠশিল্পী কৃষ্ণা তিথি সহ প্রবাসের শিল্পীদের সঙ্গীত। মধ্যহ্ন ভোজে ছিলো জ্যামাইকার সুপরিচিত সাগর রেষ্টুরেন্টের মজাদার খাবার।

বিকেলে মনোজ্ঞ *(বাকি অংশ ২১ এর পাতায়)*

Editor: **Abu Taher**
The Weekly Bangla Patrika
Tel: 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

আবার কোভিডের নতুন ভ্যারিয়েন্ট

সতর্কতা জরুরী

গত ২ মাসে কোভিড কেস ২৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্য অনুসারে ২২ জুন পর্যন্ত গড়ে প্রতিদিন ৬৮৭ জন ব্যক্তি কোভিডে আক্রান্ত হয়েছে, যার মধ্যে একটি মৃত্যুর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মহামারী বিশেষজ্ঞরা জানান, গ্রীষ্মে কোভিডের সংক্রমণ বাড়তে পারে। এছাড়া প্রাপ্তবয়ষ্ক এবং গুরুতর রোগ আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য কোভিডের উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে। এছাড়া প্রাপ্তবয়ষ্ক এবং গুরুতর রোগ আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য কোভিডের উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে।

নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রে আবার কোডিভের নতুন ভ্যারিয়েন্ট উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। বিশেষ করে নিউইয়র্কে ব্যাপক আকারে কভিডের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছে। গভর্নর ক্যাথি হোকুল কোভিডের প্রাদুর্ভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সেই সাথে তিনি সতর্কতা অবলম্বনেরর আহ্বান জানিয়েছেন।

গভর্ণর ক্যাথি হোকুল বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র জুড়েই কোডিডের নতুন ভ্যারিয়েন্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নিউইয়র্কও এর বাইরে নয়। সামার মৌসুমে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নাম জনসমাগম বেড়ে যাওয়ায় কভিড নতুন করে বেড়ে গেছে। বিশেষ করে প্রচন্ড গরম জনগণকে ঘরের বাইরে নিয়ে আসছে। এছাড়াও নিউইয়র্কের স্বাস্থ্য বিভাগ এক বিবৃতিতে একটি সতর্কতা নির্দেশিকা জারি করে জানায় যে, চলতি মাসের মে এবং জুন মাসে নিউইয়র্কসহ পুরো দেশে কোভিডের নতুন ভ্যারিয়েন্ট 'ফ্লার্ট এর সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

খবরে প্রকাশ, নিউইয়র্ক সিটির তথ্য অনুসারে, গত ২ মাসে কোভিড কেস ২৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্য অনুসারে ২২ জুন পর্যন্ত গড়ে প্রতিদিন ৬৮৭ জন ব্যক্তি কোভিডে আক্রান্ত হয়েছে, যার মধ্যে একটি মৃত্যুর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মহামারী বিশেষজ্ঞরা জানান, গ্রীষ্মে কোভিডের সংক্রমণ বাড়তে পারে। এছাড়া প্রাপ্তবয়ষ্ক এবং গুরুতর রোগ আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য কোভিডের উচ্চ ঝুঁকি রয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগের নির্দেশকায় কোভিডের লক্ষণ দেখা দিলে আলাদা থাকার আহ্বান করা হয়েছে। এছাড়া ওই সময় সিডিসির স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

এখন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রীষ্মকাল অর্থাৎ চলছে। এই সামারে মূলত: জুলাই-আগষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। ফলে সন্তান-সন্ততি নিয়ে আমেরিকানরা ঘুরে-বেড়িয়ে থাকেন। প্রবাসী বাংলাদেশীরাও এর বাইরে নয়, বরং প্রবাসীরা আরো এক ধাপ এগিয়ে বনভোজন সহ বারবিকিউ পার্টি সহ নানা অনুষ্ঠানে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে জনসমাগম বেড়ে যায়। যা অনেক সময় কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধি করে। তাই সচেতনতার বিকল্প নেই।

আমরা আর মহামারী করোনাকালে ফিরে যেতে চাই না, দেখতেও চাই না। যদিও বলা হয় করোনা'র মতো মহামারী ১০০ বছর পর পর আসে বা দেখা যায়। যদিও প্রকৃতির উপর আমাদের কোন হাত নেই। কিন্তু নানা কারণে প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়। তাই প্রকৃতি আর সৃষ্টিকর্তা আমাদের ভুলের কারণে যেনো এমন কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি না করেন, যা আমরা সইতে না পারি। তাই জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সতর্কতা আর সচেতনতার বিকল্প নেই বলেই আমরা মনে করি।

তিব্বতকেও কি অস্থির করবে যুক্তরাষ্ট্র

মাসুম খলিলী

বার্মা আইন' পাস করার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'তিব্বত সমাধান আইন' পাস করে কি চীনকে নতুন কোনো বার্তা দিতে চাইছে? দেশটি এমন একসময় এই আইন পাস করেছে, যখন দক্ষিণ চীন সাগর ও মিয়ানমার ফ্রন্টে চীনকে কনটেইন করার আমেরিকান প্রচেষ্টা নিয়ে তাইওয়ান প্রবল উত্তেজনার মধ্যে রয়েছে। এই আইন পাসের অর্থ দৃশ্যত তিব্বতের ওপর চীনের অধিকারের স্বীকৃতি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সরে আসা। ভূরাজনীতি বিশেষজ্ঞরা এটিকে চলতি দশকের শেষভাগে এশীয় অঞ্চলে চীন-মার্কিন সঙ্ঘাতের লক্ষণ হিসেবেও দেখছেন; যা ঘটলে এ অঞ্চলের কোনো দেশ এর উত্তাপ থেকে রক্ষা পাবে বলে মনে হয় না।

গত ফেব্রুয়ারীতে মার্কিন হাউজে প্রমোটিং এ রেজুলিউশন টু তিব্বত-চীন বিরোধ আইন পাসের পর সম্প্রতি এটি সিনেটে পাস করা হয়। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অনুমোদন করায় 'তিব্বত সমাধান আইন' কার্যকর হয়। এ আইনের লক্ষ বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী তিব্বত-চীন বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান করা। কোনো পূর্বশর্ত ছাড়াই আলোচনার মাধ্যমে তা সম্পন্ন করতে হবে।

তিব্বত সমাধান আইন ২০২৪

তিব্বত নীতি আইন (২০০২) এবং তিব্বত নীতি ও সহায়তা আইন (২০২০) এর পর এটি ২০২৪ সালের জুনে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে পাস করা তৃতীয় উল্লেখযোগ্য আইন। এর লক্ষ্য তিব্বতে মার্কিন অবস্থান শক্তিশালী করা এবং দালাই লামার সাথে আলোচনা শুরুর জন্য চীনকে চাপ দেয়া।

এর মাধ্যমে ওয়াশিংটন আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে হারিয়ে যাওয়া তিব্বতি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও মানবাধিকারের ইস্যু আবার সামনে নিয়ে আসতে চায়। বাহ্যত এর মাধ্যমে তিব্বতের জনগণের স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও ভাষাগত পরিচয়ের স্বীকৃতি দেয়া এবং এড্রেস করা হবে; যা বেইজিংয়ের জন্য নতুন বিপত্তির কারণ হতে পারে।

২০০২ আইনে যুক্তরাষ্ট্র তিব্বতের ওপর চীনের দাবি স্বীকার করে নিয়েছিল। ২০০২ সালের আইনটিতে দালাই লামার সাথে সংলাপকে উৎসাহিত করা হয়েছিল শুধু একজন আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে, রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে নয়। এর বিপরীতে, নতুন আইনে চীনকে দালাই লামা বা তার গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে কোনো পূর্বশর্ত ছাড়াই রাজনৈতিক সংলাপে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

২০২০ সালের তিব্বত নীতি ও সমর্থন আইনেও গঠনমূলক আলোচনার জন্য চাপ দেয়া হয় আর এবারের তিব্বত সমাধান আইনে বলা হচ্ছে, এ আলোচনার লক্ষ্য করা উচিত পক্ষগুলোর মধ্যে 'পার্থক্য নিরসন'।

তিব্বতের সোয়া শ' বছর

ব্রিটিশরা উপমহাদেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে থেকে হিমালয়ান জনপদ তিব্বত একটি বিরোধপূর্ণ অঞ্চল ছিল। বিশ শতকের শুরুর দিকে কর্নেল ইয়ংহাসব্যান্ডের নেতৃত্বে তিব্বতে ব্রিটিশ সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়, যার লক্ষ্য ছিল এ অঞ্চলে ব্রিটিশ উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করা এবং ক্রমবর্ধমান রুশ প্রভাব প্রতিহত করা। এখানে তিব্বতীয় বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে ব্রিটিশদের জয় হয় এবং ১৯০৪ সালের লাসা কনভেনশন স্বাক্ষর হয়। এরপর ১৯০৭ সালে অ্যাংলো-রাশিয়ান কনভেনশন চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়, যার লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে বিশেষ ঔপনিবেশিক বিরোধ নিষ্পত্তি করা। সেই চুক্তিতে চীন সরকারের মধ্যস্থতা ছাড়া তিব্বতের সঙ্গে দুই বৃহৎ শক্তি কোনো আলোচনা করবে না বলে উল্লেখ করা হয়।

তিব্বতের সাথে ভারতের সম্পর্ক

চীন-ভারত বিরোধের সাথে তিব্বত সঙ্কটটি যুক্ত। ভারত থেকে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার এবং প্রভাবশালী বৌদ্ধ মঠের উপস্থিতি দু'টি অঞ্চলের মধ্যে শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংযোগ গড়ে তোলে। এর মধ্যে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ, বিশেষ করে লাদাখ এবং অরুনাচল প্রদেশ অঞ্চলের বিরোধ ভারত ও চীনের মধ্যে সংঘাতের একটি প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তিব্বতের মর্যাদা ও ভারতের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে এই চলমান বিরোধের কেন্দ্রে। উভয় দেশই বিতর্কিত অঞ্চলের ওপর সার্বভৌমত্ব দাবি করে।

অবশ্য ২০০৩ সাল থেকে ভারত ও চীনের মধ্যে সম্পর্ক ও ব্যাপক সহযোগিতার নীতির ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করার পর ভারত তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলকে চীনের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। যদিও ১৯৫৯ সালে ভারত ব্যর্থ বিদ্রোহের পর দালাই লামাকে আশ্রয় দেয়।

চীন-তিব্বত বিরোধের পটভূমি

তিব্বত হলো তিব্বত মালভূমির একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, যেখানে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, ভাষা এবং ধর্মীয় ঐতিহ্য রয়েছে। ১৯১৩ সালে, ১৩তম দালাই লামা কিং রাজবংশের পতনের পর তিব্বতের প্রকৃত স্বাধীনতা ঘোষণা করে দাবি করা হয় যে, তিব্বত কখনোই চীনের অংশ ছিল না। তবে ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত পিপলস রিপাবলিক অব চায়না (পিআরসি) তিব্বতের ওপর সার্বভৌমত্ব দাবি ও কার্যকর করেছে। ১৯১২ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত, তিব্বত কোনো চীনা সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল না, দালাই লামার সরকার এ অঞ্চল শাসন করে।

১৯৫১ সালে চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ) তিব্বত আক্রমণ করে এবং তিব্বতের নেতারা সতেরো দফা চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন, যাতে নামমাত্র তিব্বতের স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চয়তা দেয়া হয় এবং তিব্বতের রাজধানী লাসায় চীনা বেসামরিক ও সামরিক সদর দফতর স্থাপনের ব্যবস্থা থাকে। দালাই লামা এই চুক্তির বৈধতা প্রত্যাখ্যান করে এবং এটিকে জাবরদখল বলে অভিহিত করে।

তিব্বত ও চীনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা ১৯৫৯ সালে বড় অভ্যুত্থানের দিকে পরিচালিত করে। এ সময় দালাই লামা এবং হাজার হাজার তিব্বতি ভারতে আশ্রয় নেন। তিব্বতি নির্বাসিতরা ভারতের ধর্মশালায় অবস্থিত একটি নির্বাসিত সরকার, 'সেন্ট্রাল তিব্বতি প্রশাসন' গঠন করে।

১৯৫৯ সালের বিদ্রোহের পর চীন তিব্বতের ওপর নিয়ন্ত্রণ কঠোর করে বাক, ধর্ম ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে সীমিত করে। সেখানে জাতিগত হান চীনাদের আগমনের মাধ্যমে জনসংখ্যাগত পরিবর্তন করে। একই সাথে তিব্বতে অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক বিনিয়োগ করে।

চীন-তিব্বত ইস্যুতে বৈশ্বিক অবস্থান

চীন দাবি করে যে, ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে তিব্বত চীনা ভূখন্ডের অংশ। চীন তিব্বতকে একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল বলে দাবি করে এবং দালাই লামাকে বিচ্ছিন্নতার জন্য অভিযুক্ত করে। দালাই লামার ভবিষ্যৎ নির্বাচন নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে চীন। এটি আশঙ্কা করছে যে, তিব্বতে তার কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জ করার জন্য দালাই লামার উত্তরসূরি বেছে নেয়া হতে পারে।

দালাই লামার নেতৃত্বে নির্বাসিত তিব্বত সরকার ভারতসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি পায়নি। অনেক দেশ, বিশেষ করে যারা চীনের সাথে সম্পর্কযুক্ত, একটি নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখে এবং চীনের সাথে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতায় অগ্রাধিকার দেয়। নেপাল ও ভুটানের মতো প্রতিবেশী দেশগুলো চীনের সাথে উত্তেজনা এড়াতে সতর্ক অবস্থান নেয়।

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মতো কিছু পশ্চিমা দেশ তিব্বতের স্বায়ত্তশাসন এবং মানবাধিকারের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেছে। জাতিসঙ্ঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো তিব্বতে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক দমনের বিধিনিষেধসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

তিব্বত আইন কী করবে

তিব্বত-চীন বিরোধ নিষ্পত্তি আইনে একটি সমাধানের কথা উল্লেখ করে বলা হয় যে, নতুন আমেরিকাননীতি অনুসারে তিব্বত ও চীনের মধ্যে বিরোধ আন্তর্জাতিক আইন মতে অমীমাংসিত রয়ে গেছে। তিব্বতের জন্য বিশেষ সমন্বয়কারীকে সক্রিয়ভাবে এবং সরাসরি চীনা সরকার ও কমিউনিস্ট পার্টির কাছ থেকে তিব্বত সম্পর্কে বিভ্রান্তি মোকাবেলা করার ক্ষমতা দেয়া হয়; যাতে তিব্বত সম্পর্কে কথিত বিভ্রান্তি দূর করে সমাধান নিশ্চিত করা যায়।

নতুন আইনে চীনের দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলা হয় যে, তিব্বত আগে থেকে চীনের অংশ এ বক্তব্য 'ভুল'। তিব্বতের ওপর একটি আলোচনা ও চুক্তির লক্ষ্যের দিকে বহুপাক্ষিক প্রচেষ্টায় অন্যান্য সরকারের সাথে সমন্বয় করার জন্য স্টেট ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব নিশ্চিত করা হয় আইনে।

বৈশ্বিক অঙ্গনে চীনের সাথে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার নাটকীয়ভাবে তিব্বতের প্রতি সমর্থন বাড়িয়েছে। সাম্প্রতিক আনিগুলি এরই অংশ।

তিব্বত-চীন বিরোধ সমাধান আইনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের উচিত চীনা সরকার এবং দালাই লামা বা তার প্রতিনিধি বা তিব্বতি সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নেতাদের মধ্যে পূর্বশর্ত ছাড়াই সংলাপের ব্যবস্থা করা।

চীনা সরকার তিব্বতের অর্ধেকেরও কম এলাকাকে তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করে। তবে আমেরিকান আইনে বলা হয় যে, তিব্বতে গানসু, কিংহাই, সিচুয়ান ও ইউনান প্রদেশের তিব্বত অঞ্চলও অন্তর্ভুক্ত।

প্রতিক্রিয়া কী হবে?

নতুন আইন কার্যকর হওয়ার পর আমেরিকান আইনপ্রণেতাদের একটি প্রতিনিধিদল তিব্বতের আধ্যাত্মিক নেতা দালাই লামার সাথে দেখা করতে ভারত সফর করে। এ সময় আমেরিকান প্রতিনিধিদলটি তিব্বতের আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য মামলা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তিব্বতের জনগণের আকাঙ্খা ও বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে বেইজিংকে মোকাবেলা করতে একটি অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির চেয়ে বেশি কিছু করার প্রস্তাব করে।

ভারতে এই সর্বশেষ বৈঠকের প্রতিক্রিয়ায় চীন কী করবে সেটি গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম উইঘুরদের স্বাধীনতার আহ্বানে রাষ্ট্রপতি বাইডেন সমর্থন দিয়েছিলেন। কিন্তু উইঘুরদের ওপর বেইজিংয়ের নির্মম দমন প্রতিকারে ওয়াশিংটন কিছুই করেনি। তিব্বতিদের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হওয়ার কোনো লক্ষণ এখনো স্পষ্ট নয়।

প্রকৃত সমর্থন ছাড়া তিব্বতে আমেরিকান সম্পৃক্ততা আরেকটি ব্যর্থ চাল হিসেবে স্মরণ করা হবে, যা একটি বৃহত্তর ভূরাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবে প্রতিপক্ষকে দুর্বল করার জন্য জনগণকে আত্মনিয়ন্ত্রণের দিকে উৎসাহিত করে। এখানে প্রথম হতাহতরা আমেরিকান বা চীনারা হবে না, হবে সাধারণ তিব্বতিরা।

ইরাক, সিরিয়া, ইরান ও আফগানিস্তানে আমেরিকার সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে এর আগে দেখা গেছে, যেখানে লোকেরা শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উৎসাহিত হয়েছিল। আর প্রতিশোধ বা স্বার্থ সম্পন্ন হওয়ার পর তাদের আর মনে রাখা হয়নি।

অন্যান্য পরিস্থিতিতে যেমন সার্ব জাতীয়তাবাদীদের গণহত্যা নীতির বিরুদ্ধে বসনিয়াক ও কসোভারদের সমর্থনে আমেরিকার হস্তক্ষেপগুলো যথাযথভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। কারণ হুমকিগুলো সহিংসতায় পরিণত হলে এটি সামরিক প্রতিক্রিয়া জানাতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু পরমাণু শক্তিধর চীন অনেক কঠিন প্রতিপক্ষ।

যুক্তরাষ্ট্র যদি তিব্বতীদের চীনা দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে রক্ষা করতে চায়, তবে এটিকে অবশ্যই টেকসই সাহায্য এবং নিরাপত্তার গ্যারান্টিসহ বাস্তব পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সেটি না করে শুধু একটি অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া উসকে দিলে প্রতিক্রিয়া ভালো কিছু হওয়ার কথা নয়।

চীনের আঞ্চলিক দাবি ইতোমধ্যে তাইওয়ান এবং দক্ষিণ চীন সাগরের বিস্তৃত অংশে বিরাজিত। এর ফলে উত্তেজনাপূর্ণ নৌ স্থবিরতা দেখা দিয়েছে এ অঞ্চলে। এসব দাবি প্রশমিত করার জন্য, যুক্তরাষ্ট্র প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে একটি শিথিল চুক্তিকে সমর্থন করে, যাতে চীনা অগ্রগতি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

ভারত সাড়া দেবে কি

তিব্বতকে কেন্দ্র করে চীনের বিরুদ্ধে কিছু করতে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে পাশে পেতে চাইবে। কিন্তু নয়াদিল্লি হিসাব না করে ওয়াশিংটনের পাশে দাঁড়াবে বলে মনে হয় না। 'বার্মা আইন' বাস্তবায়নের ব্যাপারে ভারত মিয়ানমারের অখণ্ডতাকে সমর্থন ও জান্তা সরকারের পাশে থেকেছে। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের বিষয়ে কোয়াডে আমেরিকার অংশীদার হলেও একই সাথে দিল্লি ব্রিকস ও সাংহাই সহযোগিতা সংস্থায় চীন রাশিয়ার সাথে যৌথ উদ্যোক্তা হয়েছে। কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনের যুক্তি দেখিয়ে বৈশ্বিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের একান্তভাবেই লেজুড় ধরে থাকার নীতি নেয়নি।

(বাকি অংশ বাঁ পাশে)

তিব্বতকেও কি অস্থির

(ডান পাশের অংশ থেকে) অধিকন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় চীনা আধিপত্য ঠেকাতে আমেরিকার সাথে থাকার ভাব নিলেও কৌশলগত একান্ত সমীকরণ কখনো তৈরি করেনি ভারত। ফলে দুই দেশ একে অন্যকে স্বার্থগত সমীকরণে বন্ধু হিসেবে দেখলেও কৌশলগত মৈত্রী সেভাবে গড়ে ওঠেনি। এটি শুধু মিয়ানমারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে তাই নয়, সেই সাথে বাংলাদেশেও ভেতরে ভেতরে আমেরিকার প্রভাব ঠেকাতে বেইজিং-দিল্লি এক হয়ে কাজ করেছে বলে মনে করেন অনেক বিশ্লেষক।

তাদের ধারণা, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি আমেরিকা মিয়ানমারের অংশ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে খ্রিষ্টান রাষ্ট্র গঠন করতে চায় বলে যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি এই রাষ্ট্র গঠনের চিন্তা থেকে মনিপুর মিজোরাম নাগাল্যান্ডকে বাদ দিলেও এ অঞ্চলের 'জো সম্প্রদায়' যে রাষ্ট্র গঠনের মানচিত্র প্রকাশ করেছে, সেটিতে তিন দেশের অঞ্চলই রয়েছে।

আমেরিকান বার্মা আইন পাস করার সাথে উল্লিখিত এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একটি সম্পর্ক রয়েছে বলে কৌশলবিদরা মনে করেন। এই সমীকরণ থেকে এ অঞ্চলের তিন দেশ চীন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি অঘোষিত সমঝোতা হয়ে থাকতে পারে। প্রধানমন্ত্রী যেটির কিছুটা ইঙ্গিতও দিয়েছেন ঘাঁটি করার কথা উল্লেখ করে। মিয়ানমারে সরাসরি হস্তক্ষেপের জন্য ভারত থাইল্যান্ড বা বাংলাদেশের ভূখণ্ড একান্তভাবে ব্যবহার করার মতো সুযোগ এখনো পায়নি যুক্তরাষ্ট্র। যে কারণে এটি পায়নি সেই একই কারণে তিব্বত আইনের ক্ষেত্রেও পাবে বলে মনে হয় না।

ভারতের এ ব্যাপারে নেতিবাচক সাড়া দেখেই হয়তো বা চীন ভারত সমঝোতার ব্যাপারে এক বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশন। গত ২ জুলাই তানভি মদনের লেখা এই নিবন্ধের শিরোনাম, 'ভারত-চীন চুক্তি কি হতে চলেছে?' এটি নিয়ে পরে কোনো কলামে আলোচনা করার ইচ্ছা থাকল। তবে আমেরিকা-চীনের দ্বন্দ্বের সুবিধা দিল্লি পেতে চাইলেও নিজের ভূখণ্ড বা দোরগোড়ায় সঙ্ঘাতের ক্ষেত্র বানাতে চাইবে বলে মনে হয় না।

e-mail: mrkmmb@gmail.com

কুকি চিনের উত্থান এবং বাংলাদেশ অংশে পশ্চিমাদের স্বাধীন রাষ্ট্র বানানোর ষড়যন্ত্র

প্রদীপ মালাকার

গত ২৩ মে চৌদ্দদলীয় এক সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিলা কাঁপানো চাঞ্চল্যকর এক বক্তব্য দেন। প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, বঙ্গোপসাগরে একটি শক্তিশালী দেশ ঘাঁটি বানাতে চায়। এটি হতে দিচ্ছেন না বলেই কিছু সমস্যা হচ্ছে। তিনি বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও মিয়ানমারকে নিয়ে একটি খ্রিস্টান রাষ্ট্র বানানোর ষড়যন্ত্র চলছে। সেই চক্রান্ত এখনও আছে। পূর্ব তিমুরের (ইন্দোনেশিয়া ভেঙে গড়ে ওঠা) মতো বাংলাদেশের একটা অংশ নিয়ে (পার্বত্য চট্টগ্রাম) মিয়ানমার মিলে একটা খ্রিষ্টান রাষ্ট্র বানাবে। বঙ্গোপসাগরে একটা ঘাঁটি করবে বলে শেখ হাসিনা বলেন, ষড়যন্ত্র ছিল বাংলাদেশের নির্বাচনই হতে দেবে না। তবে দেবে, আর আমারও ক্ষমতায় আসতে অসুবিধা হবে না; যদি আমি বাংলাদেশে কারও বিমান ঘাটি করতে দেই। তাহলে আমার কোনও অসুবিধা নেই। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, কোন এক সাদা চামড়ার লোক তাকে এই প্রস্তাবটি দেন।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পর অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুধুই কি রাজনৈতিক কৌশল, নাকি সত্যিই এর কোন ভিত্তি রয়েছে? পাঠক ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বাংলাদেশকে ঘিরে বিদেশি রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্র, হস্তক্ষেপ নূতন নয়। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঠেকাতে পাকিস্তানকে অস্ত্র, অর্থ দিয়ে সহায়তা করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্ররা। বাঙালীদের গণহত্যাকে সমর্থন করেছে। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীকে পরাজিত করে বিজয় অর্জনকে ঠেকিয়ে দিতে জাতিসংঘে প্রস্তাব এনেছে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান দখলদার বাহিনী গণহত্যা শুরুর দুই দিন আগে পাকিস্তানে দায়িত্বরত তৎকালীন আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করে সেন্ট মারটিন দ্বীপের বিনিময়ে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দেন। উক্ত প্রস্তাবের জবাবে বঙ্গবন্ধু ফারল্যানডকে বলেছিলেন, মিস্টার ফারল্যনড, আমি শিয়ালের কাছ থেকে নিয়ে দেশটা বাঘের হাতে তুলে দিতে পারব না। স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরও ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। বিদেশি ওই রাষ্ট্র স্বাধীনতা নস্যাৎ করতে বঙ্গবন্ধু সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র করে। আইনশৃঙ্খলা অবনতি ঘটাতে বঙ্গবন্ধু বিরোধীদের অস্ত্র- অর্থ সহায়তা দেয়। বঙ্গবন্ধু সরকারকে উৎখাত করতে খাদ্যাস্ত্র ব্যবহার করে পরিকল্পিত দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে। কাউন্সিল অফ ফরেন রিলেশনস, নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ফরেন অ্যাফেয়ার্স পত্রিকায় (১৯৭৬ সালের জানুয়ারী সংখ্যা) এম রথচাইলড "ফুড পলিটিক্স" শিরোনামে এক প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের জন্য সরাসরি আমেরিকান সরকারকেই দায়ী করেন। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার সঙ্গে জড়িয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন। আমেরিকান সাংবাদিক ক্রিস্টোফার এরিক হিচিন্সায়াল 'ট্রায়াল অফ হেনরি কিসিঞ্জার' গ্রন্থে মুজিব হত্যায় কিসিঞ্জারকে দায়ী করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. পামেলা কে গিলবার্ট তার 'ইমাজিনড লন্ডনস' বইয়ে লিখেছেন- সিআইএ মুজিব হত্যায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত থাকা প্রতিক্রিয়াশীল বাঙালিদের ব্যবহার করেছিল ।

বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে একটি স্বাধীন খ্রিস্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নতুন নয়, বহু পুড়ানো। সত্তরের দশকের শেষ থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত পাহাড়ে শান্তি বাহিনীর যে বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র আন্দোলন হয়েছিল, সেখানেও মদত দিয়েছিল অনেক বিদেশি রাষ্ট্র। তথাকথিত মানবাধিকার এবং আদিবাসীদের অধিকার সুরক্ষার কথা বলে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে উসকে দিয়েছিল ওই সব রাষ্ট্র। পাহাড়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর এ পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। এর ফলে পাহাড়ে সশস্ত্র সংঘাত বন্ধ হয়। ধীরে ধীরে সেখানে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হয়। শান্তি বাহিনীর নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়ার পর নতুন করে কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) যে সহিংসতা শুরু করেছে তার পেছনে বড় ধরনের ষড়যন্ত্র আছে বলেই প্রতীয়মান হয়। সরকার ও আইন শ্রিউখলা বাহিনী কুকি- চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট বা কে এনএফকে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন হিসেবে বর্ণনা করলেও সংগঠনটি তাদের ফেস বুক পাতায় দাবি করেছে, তারা বাংলাদেশের কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন নয়। একই সাথে তারা জানিয়েছে, তাদের ভাষায়, সুবিধা বঞ্চিত কুকি-চিন জন গোষ্ঠীর জন্য স্বশাসিত বা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা সহ একটি ছোট রাজ্য চাইলেও তারা কোন স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়নি। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর শান্তির যে আবহ সৃষ্টি হয়েছে তাকে বিঘ্নিত করতে নানা অপচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে একটি মহল । পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা হঠাৎ করে অশান্ত হয়ে উঠেছে। সশস্ত্র তৎপরতা ও সহিংসতার জন্য 'কেএনএফ' দৃশ্যমান শক্তি হলেও এর পেছনে রয়েছে সুগভীর বিদেশি চক্রান্ত। মিয়ানমারের জান্তা বিরোধী লড়াইয়ে তিন বিদ্রেহী গোষ্ঠী যথা মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি, তাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি ও আরাকান আর্মি। এই তিন বিদ্রোহী গোষ্ঠী গুলোকে চীন অস্ত্র, অর্থ দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছে, আবার মিয়ানমার জান্তা সরকারের সাথেও সখ্যতা বজায় রেখেছে। এই প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্র তার প্রভাব বলয় গড়ে তুলতে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া চীন রাজ্য ও কা চিন রাজ্যের অন্যান্য বিদ্রোহী গোষ্ঠী গুলোকে নিয়ে খ্রিস্টান রাষ্ট্র বানাবার ছক কষছে। চিন রাজ্যে কুকি-চিনেরা শতকরা ৩৩ ভাগ এবং কাচি ন রাজ্যে শতকরা ৯০ ভাগ খ্রিস্টান। বাংলাদেশের সাবেক সেনাকর্মকর্তা ও গবেষক বায়ুজিদ সারোয়ারের মতে এই নৃতাত্ত্বিক সংযোগের জন্য ভারতের মণিপুর, মিজোরাম ও মিয়ানমারের চিন রাজ্যের মানুষের সঙ্গে বাংলাদেশের বমদের এক ধরনের আত্মিক সম্পর্ক ও আদান প্রদান রয়েছে। সীমান্তের ওপারে একই সম্প্রদায়ের (কুকি) অবস্থান, ভু-রাজনৈতিক ও উচু পাহাড়কে আশ্রয় বা লড়াইয়ের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ডাল হিসেবে ব্যবহার করার সুবিধার কারণে সীমান্তবর্তী উপজেলা গুলোকে কে এন এফ অগ্রাধিকার দিচ্ছে ।

এ কথা অনস্বীকার্য যে একটি খ্রিস্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকাকে ঘিরে এন জিও ও আন্তর্জাতিক খ্রিস্টান লবি সুদীর্ঘকাল ব্যাপী নানা মুখী চক্রান্ত চালিয়ে আসছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, সমাজ ও মানবতার সেবার ছদ্মা বরণে তারা মূলত পার্বত্য এলাকার দারিদ্র পীরিত জনগোষ্ঠীকে ইউরোপীয় জীবনা চার ও দর্শনের দিকে আকৃষ্ট করার প্রয়াস চালাচ্ছে। স্কুল, হাসপাতাল স্থাপন, ঋণ প্রদান, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, দারিদ্র্য বিমোচন, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট, নারীর ক্ষমতায়ন প্রভৃতি জনপ্রিয় কর্মসূচির আড়ালে রয়েছে এ দেশে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার ও পশ্চিমা সংস্কৃতি প্রসারের নীল নকশার বাস্তবায়ন। পাহাড়ে যেসব জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা তুলনামূলক ভাবে কম, তাদের প্রায় শতভাগ খ্রিস্টান হয়ে গেছে অনেক আগেই।

পাহাড়িদের পৃথক সত্তা ও নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষা নিশ্চিত করতে দেশে-বিদেশে ইনিয়েবিনিয়ে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা প্রচার করা হচ্চে। পাহাড়িদের নিজস্ব সংস্কৃতি অটুট রাখার জন্য কুনভিরাশরু বিসর্জনকারী পশ্চিমা গুষ্ঠির প্রত্যক্ষ মদদে চলা ধর্মান্তকরন সেখানে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যে উপজাতীয়দের নিজস্ব সংস্কৃতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ আজ আক্ষরিক অর্থেই বিপন্ন। তাদের সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। উপজাতীয়দের ভাষা, সংস্কৃতি সবই ছিল একদিন, আজ কিছুই নেই। তারা শুধু ইংরেজিতে কথা বলাই নয়, তাদের পোশাক-আশাক, চাল-চলন দেখে মনে হয় যেন বাংলার বুকে এক খণ্ড ইউরোপ। এরিই মধ্যে পাঅংখু উপজাতি পুরোপুরি খ্রিস্টান হয়ে গেছে, বদলে গেছে তাদের ভাষা। এনজিও নাম ধারণ করে কয়েকটি খ্রিস্টান মিশনারি এই দুর্গম এলাকায় হাসপাতাল, বিনোদন কেন্দ্র, চার্চ ইত্যাদি গড়ে তুলেছে।

প্রশ্ন হলো, পশ্চিমারা এই অঞ্চলে কেন একটি খ্রিস্টান রাষ্ট্র বানাতে চায়? শুধু খ্রিস্ট ধর্ম ও পশ্চিমা সংস্কৃতিতে দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যেই কি তাদের এই প্রয়াস? উত্তর, অবশ্যই না। যেসব কারণে পশ্চিমারা খ্রিস্টান মিশনারি ও এনজিওগুলোকে ব্যবহার করে একটি আশ্রিত খ্রিস্টান রাষ্ট্র বানাতে চায়, তার মধ্যে অন্যতম হলো- ভূ-রাজনীতি, ভূ-অর্থনীতি ও কৌশলগত কারণে এই অঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খ্রিস্টান রাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র সরকার একটি প্রতিরক্ষা বলয় সৃষ্টি করতে চায়। এ অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের জন্য সেন্ট মারটিন কিংবা বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন মিয়ানমারের কিছু অঞ্চল কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চীনকে কোণঠাসা করতে যুক্তরাষ্ট্র মিয়ানমারের জান্তা বিরোধী গুষ্ঠিকে সহায়তার লক্ষ্যে সম্প্রতি 'বার্মা অ্যাক্ট' প্রণয়ন করেছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্র দেশগুলো ভারত মহাসাগরে চীনের আধিপত্য কমাতে তৎপর। চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ উদ্যোগে বাংলাদেশের যুক্ত হওয়াকে সাদা মনে গ্রহণ করেনি যুক্তরাষ্ট্র। তাই ইন্দো-প্যাসিফিক জোট করে বাংলাদেশকে সেই জোটে যুক্ত করতে চাইছে পশ্চিমারা।

প্রিয় পাঠক, এই স্পর্শকাতর বিষয়টির ব্যাপারে দেশের সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে যত মতপার্থক্যই থাকুক না কেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আমাদের দেশের এক ইঞ্চি জমির ওপরেও যদি কোন দেশের কু- নজর থাকে তাহলে বাংলাদেশের মানুষ তা বরদাশত করবে না তা, আমেরিকা, চীন, রাশিয়া বা ভারত যেই হোক না কেন। কিন্তু প্রশ্ন আসে, বান্দার বানে খ্রিস্টানদের জনসংখ্যা মাত্র ১০ শতাংশ। খাগড়াছড়িতে ০ দশমিক ৬২ শতাংশ, রাঙ্গামাটিতে ১ দশমিক ৩ শতাংশ খ্রিস্টান আছে। এত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জনসংখ্যা নিয়ে কি কোন স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা যায়? পূর্ব তিমুরের কথা বলা হয়েছে। সেখানে ৯৪ শতাংশ হলো খ্রিষ্টান। ইন্দোনেশিয়া থেকে পূর্ব তিমুর কে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন করা হয়েছে। কিন্তু ১ শতাংশ খ্রিষ্টান এবং উপরি উল্লেখিত তিনটি উপজেলায় প্রায় ১৩ হাজার খ্রিষ্টান জনসংখ্যা নিয়ে কি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব? প্রধানমন্ত্রী সাদা চামড়ার কথা বলেছেন, তারা যদি এই রকম প্রস্তাব দিয়ে থাকে তাহলে তাদের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে প্রশ্ন থেকে যায়। রাজনৈতিক মত পার্থক্য যাই থাকুক না কেন, বাংলাদেশের একাংশ বিচ্ছিন্ন করে কেউ যদি স্বাধীন রাষ্ট্র বানাতে চায়, তাহলে বাঙালী ৭১ এর মতই যার যা আছে, তাই নিয়ে ষড়যন্ত্র কারীদের বিরোবধে লড়ে যাবে। *-নিউইয়র্ক।*

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী
বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই
এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে
আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই
আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেন ট্রাম্প

(প্রথম পাতার পর) একটি ভবনের ছাদ থেকে হামলাকারীকে গুলি করে হত্যা করে। পর কীভাবে এমন ঘটনা ঘটলো। কেউ কেউ নিরাপত্তা ঘাটতির জন্য সিক্রেট সার্ভিস, বিভিন্ন সংস্থার দিকে আঙ্গুল তুলছেন। চলছে নানা বিশ্লেষণ। ওদিকে যখন এই হামলার ঘটনা ঘটে তখন দেলাওয়ার রাজ্যে নিজের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ট্রাম্প নিরাপদ আছেন এটা জেনে স্বস্তি প্রকাশ করেন তিনি। কাল বিলম্ব না করে এয়ারফোর্স ওয়ানে করে ছুটে যান ওয়াশিংটনে। শনিবার রাতেই তিনি টেলিফোনে কথা বলেন ট্রাম্পের সঙ্গে। সঙ্গে দলমতনির্বিশেষে সবাই এই হামলার নিন্দা জানিয়েছেন। নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, কমপক্ষে আটটি গুলি ছোড়া হয়েছে। সিক্রেট সার্ভিস হামলাকারীকে হত্যা করেছে। তাকে শনাক্ত করেছে এফবিআই। তার নাম ম্যাথিউ ক্রুকস। কি উদ্দেশ্যে সে এই হামলা চালিয়েছে তা জানার চেষ্টা করছে তারা।

ওদিকে হামলাস্থল থেকে ট্রাম্পকে উদ্ধার করে একটি হাসপাতালে নেয়া হয়। কিন্তু সেখান থেকে তাৎক্ষণিক কোনো বিবৃতি দেয়া হয়নি। জানা যায়, তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। রাতের শেষের দিকে সাবেক প্রেসিডেন্টের একজন সহযোগী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেয়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, নিউজার্সিতে অবতরণের পর কোনো সাহায্যকারী ছাড়াই প্রেসিডেন্ট একা বিমান থেকে হেঁটে নামছেন। রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটি এবং ট্রাম্পের প্রচারণা টিম বলেছে, মিলওয়াকিতে সোমবার অনুষ্ঠেয় রিপাবলিকান কনভেনশনে যোগ দেয়ার কথা তার। এই কনভেনশন থেকে তাকে এবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আনুষ্ঠানিক মনোনয়ন দেয়ার কথা। সিক্রেট সার্ভিস বলেছে, হামলাকারী কাছাকাছি একটি ভবনের ছাদ থেকে এআর-১৫ রাইফেল ব্যবহার করে হামলা করেছে। হামলাকারী একজন শ্বেতাঙ্গ। তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে একসঙ্গে কাজ করছে কেন্দ্রীয় ব্যুরো অব অ্যালকোহল, টোব্যাকো, ফায়ার আর্মস অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভস। জাতীয় পর্যায়ে আগ্নেয়াস্ত্র কেনাবেচা সম্পর্কিত ডাটাবেজ ধরে তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছে তারা। অন্যদিকে তার বাড়ির সন্ধান পেয়ে সেখানে তল্লাশি চালাচ্ছিলেন নিরাপত্তা রক্ষাকারীরা। কীভাবে হামলাকারীকে হত্যা করেছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলেনি সিক্রেট সার্ভিস। সে একাই হামলা চালিয়েছে নাকি তার সঙ্গে আরও কেউ ছিল, তা পরিষ্কার হওয়া যায়নি।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর হামলার ঘটনার পরপরই হামলাকারী যুবক নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যেদের গুলিতে মারা যাওয়ার পর ম্যাথুসের মরদেহ ঘিরে রাখা হয়েছে।

বাটলার কাউন্টি শেরিফ মাইকেল টি স্লাপ বলেন, দর্শকদের মধ্যে নিহত ব্যক্তি একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। তিনি সপরিবারে ওই নির্বাচনী র‍্যালিতে অংশ নিয়েছিলেন। হামলায় তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হয়েছেন। গুলিতে আহত অন্য দু'জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হেলিকপ্টারে করে নেয়া হয়েছে পিটার্সবুর্গে অ্যালেগেনি জেনারেল হাসপাতালে।

এই হামলার নিন্দা জানিয়েছেন বিশ্ব নেতারা ও যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে নির্বাচিত সরকারি কর্মকর্তারা। তাদের মধ্যে আছেন ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকানও। তারা মনে করছেন এই হামলা গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর। প্রেসিডেন্ট বাইডেন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে ট্রাম্পের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। তাকে দ্রুত উদ্ধার করা হয়েছে এ জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন বাইডেন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে এ রকম সহিংসতার কোনো স্থান নেই। পরে তিনি ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলেছেন। বাইডেনের নির্বাচনী প্রচারণা টিম বলেছে, তারা টেলিভিশন থেকে নির্বাচনী বিজ্ঞাপন সরিয়ে নিয়েছে এই হামলার পরই। হামলার পর তারা রাজনৈতিক সহমত প্রকাশ করার জন্য এ ব্যবস্থা নিয়েছেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা মার্কিনিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এই মুহূর্তটিকে ব্যবহার করে রাজনীতিতে শ্রদ্ধা এবং সভ্যতার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করতে। সহিংসতার নিন্দা জানিয়েছেন রিপাবলিকান সিনেটর মিস ম্যাকনেল সহ অনেকে। ম্যাকনেল বলেছেন, শান্তিপূর্ণ একটি র‍্যালিতে নিন্দনীয় হামলার পর ডনাল্ড ট্রাম্প ভালো আছেন এ জন্য সব মার্কিনি কৃতজ্ঞ। ট্রাম্পের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার হতাশা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের সমাজে রাজনৈতিক কোনো রকম সমালোচনার স্থান নেই।

ট্রাম্পকে হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা চালানো হয় : এফবিআই

যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই বলেছে, সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করা হয়েছে। সন্দেহজনকভাবে এক হামলাকারীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তবে তার নাম, পরিচয় জানাতে পারেনি তারা। জানিয়েছে, তার ডিএনএ পরীক্ষা করে তথ্য যাচাই করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এ খবর দিয়েছে অনলাইন সিএনএন। এফবিআই'র পিটার্সবুর্গের ইনচার্জ কেভিন রোজেক বলেন, সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করা হয়েছে। এটি এখনো একটি অ্যাকটিভ ক্রাইম সিন। বাটলারে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, যারা এই হামলা চালিয়েছে তাদেরকে শনাক্ত এবং হামলার উদ্দেশ্য কি তা জানার চেষ্টা করছে কর্তৃপক্ষ। এ জন্য তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে অনুসন্ধানী এজেন্টদের মোতায়েন করা হয়েছে। তথ্য প্রমাণের টিম মোতায়েন করা হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ে এজেন্টদের সতর্ক করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, হামলাকারীকে শনাক্ত করার খুব কাছাকাছি তারা। তবে এ অবস্থায় তার নাম প্রকাশ করছে না। কর্তৃপক্ষ মনে করছে এখন আর কোনো হুমকি নেই। এফবিআই বলেছে, ঘটনাস্থলে বোমা-ক্লিয়ারিং সরঞ্জাম মোতায়েন করা হয়েছে। নেয়া হয়েছে কড়া সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। কেভিন রোজেক বলেন, প্রথমে আমরা সন্দেহজনক বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করবো। এটাই স্ট্যান্ডার্ড প্রক্রিয়া। এর মধ্যে হামলাকারী কোথায় ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সেখানে নিরাপদে অনুসন্ধান চালানোর জন্য স্থানটিকে ঝুঁকিমুক্ত করতে প্রচুর সতর্কতা নেয়া হয়েছে। বোমা সরিয়ে ফেলার জন্য টিম মোতায়েন হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, হামলাকারীকে শনাক্ত করতে তার বায়োমেট্রিক ও ডিএনএন পরীক্ষা করা হবে। এখন তাকে শনাক্ত করার কাজ চলছে। এর সঙ্গে অন্য কে বা কারা জড়িত তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এখন আমরা জানার চেষ্টা করছি কি ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে এবং কতোগুলো গুলি করেছে। তবে কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনো তথ্য এখনো দেয়নি। পেনসিলভ্যানিয়া রাজ্য পুলিশের লেফটেন্যান্ট কর্নেল জর্জ বিভেন্স কী ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে সে সম্পর্কে কর্মকর্তাদের ভালো ধারণা থাকার কথা। তবে তা এখনো তদন্তাধীন। তদন্ত করা হচ্ছে কীভাবে এই গুলির ঘটনা ঘটলো। বিভিন্ন রিপোর্টে বলা হচ্ছে, একজন অস্ত্রধারীকে একটি ছাদের উপর দেখতে পেয়েছেন। এ সময় তার হাতে একটি রাইফেল ছিল।

গুলি চালানো কে এই ম্যাথিউ

ট্রাম্পের ওপর হামলাকারীর নাম টমাস ম্যাথিউ ক্রুকস। ২০ বছর বয়সি এ যুবক যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়ার বাসিন্দা ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের পাবলিক রেকর্ড অনুসারে, ম্যাথিউ রিপাবলিকান ভোটার হিসেবে নিবন্ধন করেছিলেন। ২০২২ সালে বেথেল পার্ক হাইস্কুল থেকে স্নাতক হন তিনি। খবরে বলা হয়েছে, বাটলার এলাকায় যেখানে ট্রাম্পের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে, সেখান থেকে প্রায় এক ঘণ্টার দূরত্বে বসবাস করতেন ক্রুকস। ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া নথি অনুযায়ী, ক্রুকসের বয়স যখন ১৭ বছর, তখন 'অ্যাক্টব্লু' নামের একটি সংগঠনে ১৫ ডলার অনুদান দিয়েছিলেন তিনি। এই সংগঠন বামপন্থি ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টির রাজনীতিবিদদের জন্য তহবিল সংগ্রহ করে থাকে। ক্রুকসের ওই অনুদান 'প্রোগ্রেসিভ টার্নআউট প্রজেক্ট' নামের ডেমোক্র্যাটিক পার্টি সমর্থিত একটি গোষ্ঠীকে দেওয়া হয়েছিল।ক্রুকসের বাবা ম্যাথিউ ক্রুকস (৫৩) বলেছেন, কী ঘটেছে, তা বোঝার চেষ্টা করছেন তিনি।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার আগে ছেলের সম্পর্কে কিছু বলতে চান না তিনি। সংবাদমাধ্যম পিটসবার্গ ট্রিবিউনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২২ সালে বেথেল পার্ক হাইস্কুল থেকে পাস করেছিলেন ক্রুকস। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ম্যাথ অ্যান্ড সায়েন্স ইনিশিয়েটিভ প্রকল্পের আওতায় 'স্টার অ্যাওয়ার্ড' হিসেবে ৫০০ ডলার পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। আর নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে এক অনুষ্ঠানে তাকে ডিপ্লোমা সনদ নিতে দেখা গেছে।

ক্রুকসের পরিচয় শনাক্তের বিষয়ে এফবিআই কর্মকর্তা এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, 'হামলাকারীর বায়োমেট্রিক তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে তার ডিএনএ পরীক্ষা করা হচ্ছে। এ ছাড়া তার বিভিন্ন ছবিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ট্রাম্পকে গুলি করা ক্রুকস রিপাবলিকান দলের ভোটার!

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পকে গুলি করা টমাস ম্যাথিউ ক্রুকস তারই দল রিপাবলিকান পার্টির নিবন্ধিত ভোটার। বিবিসি'র খবর বলছে, ক্রুকস পেনসিলভ্যানিয়ার বেথেল পার্ক এলাকার বাসিন্দা। বাটলার থেকে এই শহরের দূরত্ব ৭০ কিলোমিটার। গুলির এ ঘটনাকে হত্যাচেষ্টা ধরে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে এফবিআই। অনলাইনে তথ্য ছড়িয়ে পড়েছে যে, হামলাকারী ক্রুকস এ অঙ্গরাজ্য পর্যায়ের ভোটার। এ সংক্রান্ত নথি অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে দেখা গেছে, তার জন্ম ২০০৩ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর। ওই নথি অনুযায়ী, তিনি ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির নিবন্ধিত ভোটার। সেই সঙ্গে ভোটার স্ট্যাটাসের ঘরে ক্রুকসকে 'সক্রিয়' হিসেবে লেখা হয়েছে। এ খবর দিয়েছে অনলাইন নিউ ইয়র্ক পোস্ট। স্থানীয় সময় শনিবার সন্ধ্যায় পেনসিলভ্যানিয়া অঙ্গরাজ্যের বাটলার এলাকায় ট্রাম্পের ওপর হামলা হয়। তখন নির্বাচনী সমাবেশে বক্তব্য দেয়া শুরু করেন ট্রাম্প। পাশেই কমপক্ষে ১৩০ গজ দূরের একটি ভবনের ছাদ থেকে গুলি করেন ক্রুকস। এর পরপরই ট্রাম্প মঞ্চে বসে পড়েন। তার ডান কান দিয়ে রক্ত ঝরতে দেখা যায়। গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা ট্রাম্পকে ঘিরে ধরেন এবং দ্রুত গাড়িতে নিয়ে যান। পরে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেয়া হয় ট্রাম্পকে। সিক্রেট সার্ভিসের স্নাইপাররা গুলি করে হত্যা করেছেন ক্রুকসকে। তার কাছ থেকে উদ্ধার করেছেন এআর স্টাইলের একটি রাইফেল। ওদিকে হামলাকারী ক্রুকস সম্পর্কে আরও তথ্য বেরিয়ে আসছে। অনলাইন এনডিটিভি বলছে, তার বসবাস ছিল পেনসিলভ্যানিয়ার বেথেল পার্কে। বেথেল পার্ক হাই স্কুল থেকে ২০২২ সালে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেছে সে। ওই বছর ন্যাশনাল ম্যাথ অ্যান্ড সায়েন্স ইনিশিয়েটিভে সে 'স্টার অ্যাওয়ার্ড' হিসেবে ৫০০ ডলার পুরস্কার পায়। হামলার সময় সে ব্যবহার করেছে এআর-১৫ আধা-স্বয়ংক্রিয় রাইফেল। বেশ কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, তারা গুলি করার আগে ক্রুকসকে দেখেছিলেন এবং এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছিলেন।

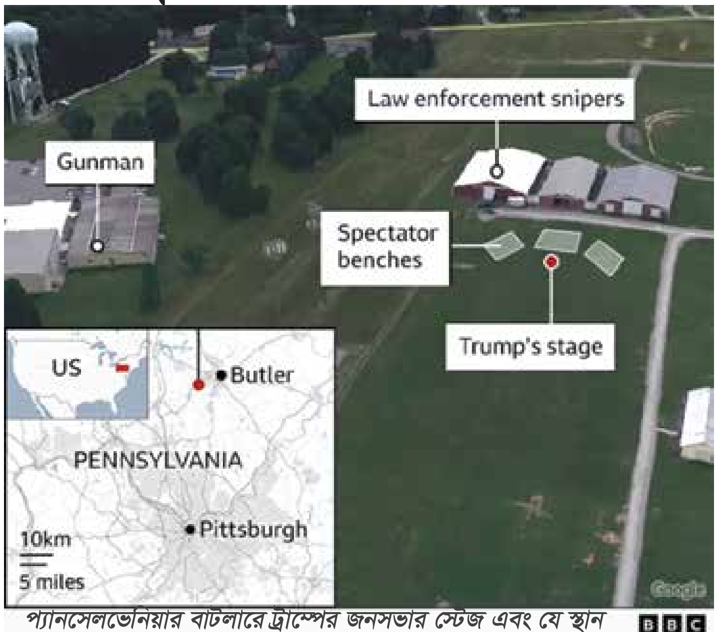

প্যানসেলভেনিয়ার বাটলারে ট্রাম্পের জনসভার স্টেজ এবং যে স্থান থেকে হামলাকারী গুলি চালায় তার ম্যাপের চিত্র। ছবি বিবিসি

ট্রাম্প টাওয়ারের সামনে সমর্থকদের ভিড়

নিউইয়র্কে ট্রাম্প টাওয়ারের সামনে সমবেত তার ভক্তরা। শনিবার ডনাল্ড ট্রাম্পকে গুলি করার পর এসব মানুষ ফিফথ এভিনিউয়ে ওই টাওয়ারের কাছে জড়ো হচ্ছিলেন। এর মধ্যে আছেন স্থানীয়রা, পর্যটক, অকাজে ঘুরেফিরে বেড়ানো লোকজন এবং ভক্তরা। তাদের একজন ক্রিস্টিন র‍্যানডাল (৫৯)। তিনি ম্যানহাটানের বাড়িতে বসে টিভিতে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের জনসভা দেখছিলেন। এরই মধ্যে গুলি হয়। তারপরই তিনি ছুটে যান ট্রাম্প টাওয়ারের সামনে। বলেন, আমি ভেবেছিলাম তিনি (ট্রাম্প) মারা গেছেন। ফলে আমি চিৎকার শুরু করি। তারপর যখন দাঁড়াই, তখন দেখি তিনি মারা যাননি। আমি খুব খুশি এখন। ঠিক এরপরেই তিনি 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' হ্যাট খুঁজে নেন। হাতে নেন 'টেক আমেরিকা ব্যাক' পতাকা। এভাবেই ছুটে যান ট্রাম্পের ওই ভবনের সামনে। তবে তিনি একা নন।

কর্মকর্তারা ট্রাম্প টাওয়ারের সামনে প্রবেশপথের বাইরে দেয়ালের মতো নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করেন। কাছাকাছি অবস্থান করছিল সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরা। কমপক্ষে দু'ডজন পর্যটক ছিলেন সেখানে। এমনকি গুলি করার পরেও তারা ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করতে সেখানে অবস্থান করেন। ওই হামলার সময় কে কোথায় ছিলেন তা নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন তারা। এ সময় তারা গাড়ির চালক এবং মোটরসাইকেল চালকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন। মোটরসাইকেল চালকরাও হর্ন বাজিয়ে সাড়া দেন। বলেন- আমরা তোমাকে ভালোবাসি, ট্রাম্প। লিন্ডা অ্যানড্রুস (৫১) ট্রাম্প হ্যাট পরে বেরিয়ে আসেন। তিনি বলেন, সারারাত তিনি ট্রাম্প টাওয়ারের সামনে থাকবেন। তার হাতে যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা। পরনে লাল টপ।

নিরাপত্তায় ব্যর্থতার জন্য আঙ্গুল উঠেছে সিক্রেট সার্ভিসের দিকে

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করা হয়েছে। এতে তিনি অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই। তবে এ ঘটনা নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে কীভাবে হামলাকারী সিক্রেট সার্ভিসের নিরাপত্তা বেষ্টনী অতিক্রম করে ট্রাম্পের র‍্যালিতে প্রবেশ করেছে? সেখানে কি যেকোনো ব্যক্তির প্রবেশাধিকার ছিল? ঢোকার সময় তাদের দেহ তল্লাশি হয়েছে কিনা, নাকি ফ্রি পাস দেয়া হয়েছে? বিশেষ করে আঙ্গুল উঠছে সিক্রেট সার্ভিসের বিরুদ্ধে। ট্রাম্প নিজে অবশ্য তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়ার কারণে সিক্রেট সার্ভিস এবং অন্য আইন প্রয়োগকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। কিন্তু কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছেন, সিক্রেট সার্ভিসকে নিয়ে। তারা বলছেন, সিক্রেট সার্ভিস পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার মাইক জনসন বলেছেন, প্রতিনিধি পরিষদ এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করবে। এক্সে দেয়া এক পোস্টে তিনি বলেছেন, মার্কিন জনগণ সত্য জানার অধিকার রাখেন।

যত দ্রুত সম্ভব আমাদের কমিটিতে সিক্রেট সার্ভিসের পরিচালক ও অন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, এফবিআইকে ডাকা হবে শুনানির জন্য। ওদিকে একজন মুখপাত্র দ্য হিলকে বলেছেন, হাউস ওভারসাইট কমিটিতে ব্রিফ করতে রাজি আছে সিক্রেট সার্ভিস। সিক্রেট সার্ভিসের সাবেক সুপারভাইজার ববি ম্যাকডোনাল্ড রয়টার্সকে বলেছেন, সব সময় সাবেক এই প্রেসিডেন্টকে আগের নিরাপত্তা নেয়া উচিত। কিন্তু সব সময় তিনি তা ব্যবহার করেন না।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর হামলার ঘটনার পরপরই ট্রাম্প টাওয়ারে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়।

হামলার ঘটনায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তদন্তের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। কি ঘটেছিল সে বিষয়ে এখন সিক্রেট সার্ভিসকে যাচাই করতে হবে। এমন ঘটনা ভবিষ্যতে যাতে আর না ঘটে, তা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। *(বাকি অংশ ১০ এর পাতায়)*

মতামত

বিসিএস বলতে এখন আর কিছু বাকি থাকলো?

ইমাম কাজী কায়্যুম

বাংলাদেশে বিসিএস বলতে এখন আর কিছু বাকি থাকলো না? আবেদ আলীর কর্মকান্ড নিয়ে যে কারনে এতো তোলপাড়? ব্যক্তিগত গাড়ির ড্রাইভারের বেতন সর্বোচ্চ কত হতে পারে? বাংলাদেশের মত একটি দেশের কোনো ড্রাইভারের টাকার উপর দিয়ে অস্বাভাবিক চলাফেরার ঘটনা পরিলক্ষিত হয়, তাহলে এমন প্রশ্ন আসতেই পারে? আসাটা খুবই স্বাভাবিক! নাম তার সৈয়দ আবেদ আলি।

পশায় ছিলেন বাংলাদেশ কর্ম কমিশন (পিএসসি) চেয়ারম্যানের গাড়ির ড্রাইভার। এই চাকরি করে তিনি ঢাকায় ২টা বহুতল বাড়ি করেছেন। কুয়াকাটায় পাঁচ তারকা হোটেল দিয়েছেন। গ্রামের বাড়ি মাদারীপুরে গড়েছেন আলিশান প্রাসাদ। তার ছেলে মার্সিডিজ গাড়িতে চলাফেরা করেন। লাক্সারি লাইফ লীড করছেন। যা সোশ্যাল মিডিয়ায় শো-আপও করেছেন ব্যাপক ভাবে। কৌতুহলের বিষয় হলো বিগত ১০ বছর ধরে মেধাকে ধূলিস্যাৎ দিয়ে দুই কোটি করে টাকার বিনিময়ে প্রশাসনে যে অযোগ্য লোকগুলো তিনি ও তার টিম ঢুকিয়েছেন, সেজন্যই বাংলাদেশের প্রতিটি সেক্টরে আজ দুর্নীতির প্রধান কারন ঐ একটাই।.....যারা যত মোটা অংকের টাকা ঘুষ দিয়ে দেশ সেবায় এসেছেন, তারা তত বড দুর্নীতি করছেন।

বলা বাহুল্য যে, বালিশ কান্ডের খবরে আমরা শুনেছি, ১০০ টাকার বালিশ ৪,০০০ টাকায় কেনা, ৫০০ টাকার কোনো মেরামত খরছে ৫০,০০০ লেগেছে বলে দেখানো, সাকলায়েনের পরিমনি কান্ড, মুনিয়া হত্যায় অভিযুক্তদের বেকসুর খালাস, পিকে হালদারদের হাজার কোটির লোপাট, চাকুরী ধরে রেখে ওয়াশা কর্তার পুকুর লুট, বেনজিরের নজির বিহীন দুর্নীতি, ১৫ লাখ টাকায় কোনো কর্তার ছেলের ছাগল কোরবানী ইত্যাদি ইত্যাদি যত সব আজগুবি ও অবিস্বাস্য সংবাদ আমরা নিত্য শুনি বা আমরা জানি এবং যা আরোও জানবো, সবই হয়েছে প্রশাসনে আবেদ আলী ও তার টিমকে দুই কোটি করে ঘুষ দিয়ে মেধা ভিত্তিক নিয়োগের নামে মেধাহীন দুর্নীতিবাজ আমলাদের সম্পূর্ণ অবৈধ ভাবে ঢুকে পডা এসব চতুর লুটেরা বাহীনির কারনেই। আবেদ আলী ও তার টিমের এত বড় দুর্নীতি '৪৭ এর পূর্বে পাকিস্তান আমলে কিংবা '৭১ এর পর বাংলাদেশে বিগত সময়ে কোনোদিনই হয়নি। বিশ্বের কোথাও হয়েছে বলেও জানা নেই। একটি দেশ সুষ্ঠু ভাবে চলে প্রশাসনে মেধাবান ও যোগ্য লোক নিয়োগের মাধ্যমে...। কিন্তু বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি প্রশাসনে কি করে এতো দুর্নীতি হয় ও হচ্ছে, তা আজ সবাইকে ভাবিয়ে তুলছে। বিগত ১০টি বছর ধরে একটি খেটে খাওয়া গরিব পকিবারের মেধাবী সন্তান ভালো পকীক্ষা দিয়েও বিসিএস পাশ না করতে পেরে টাকার জোরে কিভাবে অন্য একজন অকর্ম বখাটে নেশাখোর ও মাস্তান প্রকৃতির লম্পট বিসিএস ক্যাডার পাশ করে প্রশাসনের উচ্চ পদে চাকুরি পায়, নিরবে কাঁদার এমন প্রশ্ন ছিল মেধাবান বহু সন্তানের, যারা হয়তো কোটি টাকার যোগান দিতে না পেরে বিসিএস দিয়েও কৃতকার্য হতে পারেনি দুর্নীতিবাজ এই আবেদ আলীদের কারনে.....?

চতুর আবেদ আলী ধর্ম ব্যবসায়ীদের মত সমাজে টিকে থাকার বাহানায় লৌকিকতা করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন। কাজের ফাঁকেও নামাজ মিস দিতেন না। ধর্ম ব্যবসায়ী রিয়াকার আহমদুল্লাহর মত নিজের টিমের ক্রু মেম্বারদের দিয়ে নিজে প্রশ্ন সাজিয়ে ঘৃণিত জংগী প্রকৃতির সালাফি ইসলাম বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে বৃষ্টি আসার নামাজে লাইভ, (যদিও তার এমন একটি নামাজেও বৃষ্টি আসেনি) হজ্জে গিয়ে হাজীদের নিয়ে লাইভ, বন্যার্তদের কালেকশনের যৎ সামান্য দিয়ে লাইভ? হায়রে লাইভ! হায়রে লাইভ...! আবেদ আলীও ঐ একই ভাবে কাজের ফাঁকে, গাডির স্টিয়ারিং'র উপর, প্লেনের সিটি বসে নামাজ আদায়ের ছবি তোলে ফেসবুকে ও সোসাল মিডিয়ায় হরদম তা আপলোড দিতেন। যাতে কেহই তার প্রতি কোন সন্দেহের তীর ছুঁডতে না পারেন। মুখে সুন্নাতি দাড়ি রেখে, মুন্ডুর উপর টুপি ও গায়ে রোমাল পেঁছিয়ে মসজিদের মিম্বরে দাঁডিয়ে মুসল্লি ও তরুণদের সৎ পথে থাকার আহবান করতেন তিনি। সৎভাবে জীবিকা উপার্জনেরও পরামর্শ তিনি দিতেন? কিন্তু পর্দার পেছনের আসল গল্প হলো, এই লোক এবং তার চক্র গত ১০ বছর ধরে বিসিএসসহ সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস করে

> **বালিশ কান্ডের খবরে আমরা শুনেছি, ১০০ টাকার বালিশ ৪,০০০ টাকায় কেনা, ৫০০ টাকার কোনো মেরামত খরছে ৫০,০০০ লেগেছে বলে দেখানো, সাকলায়েনের পরিমনি কান্ড, মুনিয়া হত্যায় অভিযুক্তদের বেকসুর খালাস, পিকে হালদারদের হাজার কোটির লোপাট, চাকুরী ধরে রেখে ওয়াশা কর্তার পুকুর লুট, বেনজিরের নজির বিহীন দুর্নীতি, ১৫ লাখ টাকায় কোনো কর্তার ছেলের ছাগল কোরবানী ইত্যাদি ইত্যাদি যত সব আজগুবি ও অবিস্বাস্য সংবাদ আমরা নিত্য শুনি বা আমরা জানি এবং যা আরোও জানবো, সবই হয়েছে প্রশাসনে আবেদ আলী ও তার টিমকে দুই কোটি করে ঘুষ দিয়ে মেধা ভিত্তিক নিয়োগের নামে মেধাহীন দুর্নীতিবাজ আমলাদের সম্পূর্ণ অবৈধ ভাবে ঢুকে পডা এসব চতুর লুটেরা বাহীনির কারনেই।**

আসছিলেন ভুরি ভুরি। রিপোর্ট মোতাবেক বিসিএস সহ এখন পর্যন্ত অন্তত ৩০টি সরকারি চাকরি পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের খবর বেরিয়ে এসেছে চ্যানেল টুয়েন্টি ফোরের অনুসন্ধানে...?

পিএসসির পরিচালক, উপ-পরিচালক এবং চেয়ারম্যানের গাড়ির ড্রাইভার এই আবেদ আলিদের চক্র ২ কোটি টাকার বিনিময়ে করতো বিসিএসের মতো সবচেয়ে সিকিউর এক্সামের প্রশ্নফাঁস। যে বিসিএস পরীক্ষার জন্য লাখ লাখ ছেলে-মেয়ে দিনরাত এক করে লাইব্রেরিতে পড়ে ও সাজেশশন বুক কিনে প্রস্তুতি নিতেন..., অথচ সে সোনার হরিণ চাকরির প্রশ্ন কোটি টাকার বিনিময় আগেই পেয়ে যেতেন কেউ কেউ। চাকরির সব পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস, দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতিতে যখন মোহগ্রস্ত তখন এই একটি সরকারি চাকরির পরীক্ষায় তরুণদের আস্থা ছিল। বিশ্বাস নিয়ে তরুণরা দিনরাত এক করে প্রিপারেশন নিতেন। আজ সেই বিশ্বাসেও আর কোনো আস্থা বাকি থাকলো না। শেষ পেরেকটিও এতে ঢুকে গেল।

জানা গেছে, সর্বশেষ রেলওয়ে সরকারি চাকরি পরিক্ষার প্রশ্নফাঁস করেছে তারা। ৫১৬টি পদের পরীক্ষা, প্রশ্নফাঁস করেছে অন্তত ৬০০-৭০০ জনের কাছে। তাই যদি হয়ে আসছিলো, তাহলে তরুণদের মেধার ফেয়ার লড়াইয়ের জায়গাটা কোথায়? এই দেশের মেধাবী তরুণরা যাবে কোথায়? গত এক যুগে তরুণদের দেশ ছাড়ার পরিসংখ্যান তিনগুণ হয়েছে। কেন মেধাবী ছেলে-মেয়েরা দেশ ছাড়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। তার উত্তর আমরা সবাই পেয়ে গেছি। আফসোস! বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশে এখন না আছে ফেয়ার চাকরি, না আছে জীবনের নিরাপত্তা, না আছে সামাজিক মর্যাদা। এবার দেখার পালা, বঙ্গবন্ধু কনে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন...? নিউইয়র্ক।

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার

Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ করেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
আছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার খ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, e-mail: azizbbn@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

আমার পিয়নও ৪০০ কোটি টাকার মালিক

(প্রথম পাতার পর) জানতে পারেননি।’ রোববার বিকেলে চীন সফর নিয়ে গণভবনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। সংবাদ সম্মেলন সঞ্চালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব নাঈমুল ইসলাম খান। জাগো নিউজ, বাংলা ট্রিবিউন, বিবিসি বাংলা।

শেখ হাসিনা বলেন, ‘প্রথমে আমরা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। এখন জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে, তাদের থামিয়েছি। এখন আমরা দুর্নীতি নিয়ে কাজ করছি। দুর্নীতিবাজদের ধরছি। এটি চলতে থাকবে।’ তিনি বলেন, ‘অনেকে আমাকে বলেন, এটি করলে সরকারের ইমেজ নষ্ট হবে। আমি সেটা মনে করি না। যারা অপরাধ করছে, দুর্নীতিতে জড়াচ্ছে; তাদের ধরতে হবে। এ ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া হবে না।’

কোটাবিরোধীদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ‘ক্ষোভ’: কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে সরকারের কিছুই করার নেই বলে আবারো সাফ জানিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। একই সাথে রাস্তা অবরোধ করে আন্দোলন করে মানুষকে দুর্ভোগে ফেলানোয় আন্দোলনকারীদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। পাশাপাশি এ আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের পরিবার সম্পর্কে নেতিবাচক যেসব কথাবার্তা বলা হচ্ছে, তা সহ্য করার মতো নয় বলেও মন্তব্য করেন শেখ হাসিনা।

তিনি বলেন, ‘২০১৮ সালে তারা একবার আন্দোলন করেছিল। সেটা আন্দোলন তো নয়, সহিংসতা। ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করেছিল। তখন আমি বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম ঠিক আছে, সব কোটাই বাদ দিয়ে দিলাম। তখনই বলেছিলাম যে কোটা বাদ দিলাম দেখেন কী অবস্থাটা হয়। সেটা এখন তো দেখতে পারছেন, কী অবস্থার তৈরি হয়েছে?’

মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-পুতিরা পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতি-পুতিরা পাবে?

সরকারি চাকরিতে বীর মুক্তিযোদ্ধার নাতি-নাতনিরা কোটা সুবিধা পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতি-নাতনিরা কোটা সুবিধা পাবে? এমন প্রশ্নও তোলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে এত ক্ষোভ কেন? মুক্তিযোদ্ধার নাতি-নাতনিরা কোটা পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিরা কোটা পাবে? তা তো আমরা দিতে পারি না।’ তিনি আরো বলেন, ‘বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার তাদের কে দিয়েছে? মুক্তিযোদ্ধারা দেশ স্বাধীন করার জন্য জীবনপণ লড়েছেন, তাদের পরিবার এ কারণে ক্ষতির মুখে পড়েছে। এখন তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস এরা পায় কিভাবে? মুক্তিযুদ্ধ তাদের এখন ভালো লাগে না। তা হলে তো তাদের পাকিস্তান চলে যেতে হবে।’

আন্দোলনকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করলেও সরকার কিভাবে চলে, বিচার বিভাগ কিভাবে চলে; তা নিয়ে ধারণা নেই বলেও ক্ষোভ জানান শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, ‘আমরা যেভাবেই হোক কোটা বাতিল করেছিলাম। এখন সেটা যখন আদালতে গেল। তখন তো সেটি নিয়ে আমাদের কিছু করার নেই।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘যারা এখন আবার আন্দোলন করছে, তারা তো আইন-আদালত মানবে না। সংবিধান কী, সেটা তারা চেনে না। সরকার কিভাবে চলছে, সেই জ্ঞানও নেই। হ্যাঁ, পড়াশোনাটা করছে, ভালো রেজাল্ট হয়তো করছে। তবে রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়েও তাদের জানা উচিত, শেখা উচিত।’

ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে আন্দোলন করছেন শিক্ষকরা : সর্বজনীন পেনশনের প্রত্যয় স্কিম বাতিল করার দাবিতে দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যে আন্দোলন করছেন, সেটা ভ্রান্ত ধারণার ওপর ভিত্তি করে চলছে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী।

সংবাদ সম্মেলনে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘তাদের (বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের) মধ্যে ভ্রান্ত কিছু ধারণা আছে। সেগুলো আমি নোট করে রেখেছি। তাদের অবশ্য জানানো হয়েছে। তার পরও তারা আন্দোলন চালাচ্ছেন, চালাতে থাকেন। টায়ার্ড (ক্লান্ত) হোক, তখন কিছু বলব।’

সরকারপ্রধান বলেন, ‘শিক্ষকদের যে দাবি ছিল, সেটি আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। তাদের বেশ কিছু ভ্রান্ত ধারণা আছে। আমি সেগুলো নোট নিয়েছি। তাদের ভুল ধারণা যে পেনশন ফান্ড আছে, আসলে ফান্ড নেই। তাদের টাকা থেকেই পেনশন দেয়া হয়। সর্বজনীন পেনশন স্কিম করে দিয়েছি সবার জন্য। এই যে সাংবাদিকরা, আজকে তাদের চাকরি না থাকলে কিছুই করার নেই। কিভাবে চলবে?’ তিনি বলেন, ‘বেতন নিয়েও তাদের ধারণা এতই বিভ্রান্তিকর যে বলার মতো না। আরেকটা হলো- কোন বছর থেকে প্রত্যয় স্কিম চালু হবে? ২০২৪ নাকি ২০২৫ সালের জুলাইয়ে। সেটাও আমরা ক্লিয়ার (স্পষ্ট) করে দিয়েছি।’

মূলত চীন সফর নিয়ে এই সংবাদ সম্মেলন হলেও সাংবাদিকদের প্রশ্নে উঠে আসে তিস্তা প্রকল্প, কোটাবিরোধী আন্দোলন, সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতি, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পেনশন কিংবা প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়গুলোও।

চীন সফর থেকে নির্ধারিত সময়ের আগে কেন দেশে ফিরে এসেছেন এই সম্মেলনে তার ব্যাখ্যাও দেন শেখ হাসিনা। এই সফরে বাংলাদেশের প্রাপ্তি নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ চীন সফরে কিছু পায় নি বলে যারা বক্তব্য দেয় তারা গুজব ছড়ায়। আমাকে হেয় করতেই এসব গুজব ছড়ানো হয়।’

‘চীন নয়, তিস্তা প্রকল্প ইন্ডিয়া করুক’ : সংবাদ সম্মেলনে তিস্তা প্রকল্প নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন। শেখ হাসিনা বলেন, ‘তিস্তা প্রকল্প আমাদের করতে হবে। এ নিয়ে চীন-ভারত দুই দেশই আমাদেরকে প্রস্তাব দিয়েছিল। এরই মধ্যে চীন সম্ভাব্যতা যাচাই করেছে। ভারতও সম্ভাব্যতা যাচাই করবে।’

শেখ হাসিনার সাবেক পিয়ন
জাহাঙ্গীর আলম। বর্তমানে সে দেশের বাইরে অবস্থান করছে।

যুক্তিযুক্ত হবে আমরা সেটা নেবো।’ তিনি বলেন, ‘তবে আমি এখানে বেশি প্রাধান্য দেবো যে এটা ইন্ডিয়া করুক। কারণ তিস্তার পানিটা ইন্ডিয়া আটকে রেখেছে। তাদের কাছ থেকে যদি আমাদের আদায় করতে হয় তাহলে এই প্রজেক্টের কাজ তাদেরই করা উচিত। তারা প্রজেক্ট করে যখন যে প্রয়োজন তারা দেবে। এটা তো একটা ডিপ্লোমেসি।’

তিনি জানান, ‘এই প্রকল্প বাস্তবায়নে চীন তো রেডি, কিন্তু আমি চাচ্ছি এটা ইন্ডিয়া করে দিক। তাহলে এই প্রজেক্টের জন্য যা যা দরকার, ইন্ডিয়া দেবে।’

‘আমাদের দক্ষিণবঙ্গ সব থেকে বেশি অবহেলিত, পদ্মার ওপার। কাজেই এই দক্ষিণাঞ্চলের ডেভেলপমেন্টের জন্য আমি চীনকে বলেছি। সবথেকে অবহেলিত হওয়ায় ওখানকার কাজগুলো করা কঠিন। কচা নদীর ওপরে একটা সেতু দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা, ওটা চীন করে দেবে।’

‘আমি সবাইকে ভাগ করে দিয়ে দিছি, কাকে কোথায় দিলে আমার কঠিন কাজ সহজভাবে হবে, ঠিকমতো কাজ করতে পারব। সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়।’

‘সমালোচনায় আমার কিছু যায় আসে না’ : সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য শেষে চীন সফর নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে নানামুখী সমালোচনা নিয়ে প্রশ্ন করা হয় শেখ হাসিনার কাছে।

জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমি বিষয়টিতে খুব গুরুত্ব দেই না। আমি এটায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি। যারা এই কথাগুলো বলে বেড়াচ্ছেন, তারা কি জেনে বুঝে বলছেন, নাকি শুধু আমাকে হেয় করার জন্য বলছেন, সেটাই প্রশ্ন।’ তিন বলেন, ‘সমালোচনাকারীরা বলতে বলতে এত বেশি বলে। যারা বলছে বলতে দেন। সমালোচনায় আমার কিছু যায় আসে না।’

এই সফরে বিভিন্ন সমঝতো স্মারকের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, ২১টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হলো, ৭টি ঘোষণা এলো। তারপরও একটি পক্ষ বলছে এ সফরে নাকি কোনো প্রাপ্তি নেই। তিনি বলেন, ‘চীনের সাথে আমাদের সম্পর্ক ভালো। তার আগে ভারত গেলাম, সেখানে বলা হয়েছিল ভারতের কাছে দেশ বিক্রি করে এসেছি। চীনে গেলাম, বলে কিছুই দেয়নি। এগুলো বলেই আসছে। এটা এক ধরনের লোকের মানসিক অসুস্থতা বলে মনে করি।’

সেই ৪০০ কোটি টাকার পিয়নের ব্যাংক হিসাব জব্দ

ঢাকা ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে টানা দুই মেয়াদের পাশাপাশি গত মেয়াদেও কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেছেন জাহাঙ্গীর আলম। দায়িত্বে থাকা অবস্থায় বিভিন্ন অনিয়মের কারণে চাকির হারান তিনি। রোববার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার দুর্নীতির বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়ার পরই আলোচনায় আসে কে এই ৪০০ কোটি টাকার পিয়ন। বিষয়টি নিয়ে রাতে সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর জাহাঙ্গীর আলম, তার স্ত্রী কামরুন নাহার ও তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব জব্দ করার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। সেই সঙ্গে তাদের হিসাব খোলার ফরমসহ যাবতীয় তথ্য আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে পাঠাতে বলা হয়েছে।

গতকাল রোববার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সব ব্যাংকে এ-সংক্রান্ত নির্দেশনা পাঠিয়েছে।

নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ ও তাদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো হিসাব থাকলে সেসব হিসাবের লেনদেন মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ২৩ (১) (গ) ধারার আওতায় ৩০ দিনের জন্য স্থগিত রাখার নির্দেশনা দেওয়া হলো।

গতকাল (রোববার) চীন সফর নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংবাদ সম্মেলনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রসঙ্গে নিজের বাসার সাবেক এক কর্মীর অর্থসম্পদের বিষয়টি সামনে আনেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমার বাসায় কাজ করেছে, পিয়ন ছিল সে, এখন ৪০০ কোটি টাকার মালিক। হেলিকপ্টার ছাড়া চলে না। বাস্তব কথা, কী করে বানাল এত টাকা? জানতে পেরেছি, পরেই ব্যবস্থা নিয়েছি।’

জানা যায়, জাহাঙ্গীর আলম নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলার খিলপাড়া ইউনিয়নের নাহারখিল গ্রামের বাসিন্দা। তিনি এর আগে নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ছিলেন। তাকে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারীর দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হলেও তিনি নিজেকে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সহকারী পরিচয় বিভিন্ন অনৈতিক কাজ করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের ডিসেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে জাহাঙ্গীরের বিষয়ে সতর্ক করা হয়। বলা হয়, তার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সম্পর্ক নেই।

এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন। আপনাদের মঙ্গলকর জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে বাদশা হাসানের প্রশ্ন :
প্রায় সপ্তাহে এই বিভাগের ভিসা বুলেটিন প্রকাশিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ সময় ভিসা বুলেটিনে আগের মতো একই অগ্রাধিকার থাকে। কিন্তু ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে দেখা যায় পরিবার ভিত্তিক ক্যাটাগরির দুইটি ভিন্ন চার্ট। দু'টিরই দুটি পৃথক অগ্রাধিকার তারিখ। আমরা অনেকেই এ ব্যাপারে বিভ্রান্তি বুঝে উঠতে পারিনা যে কোনটা অনুসরণ করতে হবে। এই দ্বৈত চার্ট ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে আপনার পরামর্শ কামনা করছি।

বাদশা হাসানের প্রশ্নের উত্তর:

ভিসা বুলেটিনের দ্বৈত চার্ট:
ইউএস ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট পরিবার ভিত্তিক এবং চাকুরী ভিত্তিক ক্যাটাগরিতে পৃথক দুটি চার্ট প্রকাশ করে। একটি চার্ট ফাইনাল এ্যাকশন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই প্রথম চাটকে সাধারণত চার্ট এ বলা হয়। এই ক্যাটাগরিতে একজন আবেদনকারীর গ্রিনকার্ড অথবা ভিসা প্রকৃতপক্ষে কখন অনুমোদন লাভ করতে পারে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আর দ্বিতীয় চার্টটি হয় ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারের সাক্ষাৎকারের জন্য চূড়ান্তভাবে কাগজপত্র ফাইল করার লক্ষ্যে (এই চার্টটিকে সাধারণ চার্ট বি বলা হয়)। প্রকৃতপক্ষে এটাই আসল তারিখ।
ইমিগ্রান্ট ভিসা আবেদনকারীদের ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার বা কনসুলেটর ভিসা প্রক্রিয়ার জন্য সকল কাগজপত্র জমা দিতে বলা হয়। সে কারণে ফাইনাল এ্যাকশন চার্টে দেয়া অগ্রাধিকার হচ্ছে আসল তারিখ। ইমিগ্রান্ড ভিসা বা গ্রিনকার্ড অনুমোদন করার।
চার্ট বি ভিসা হচ্ছে ভিসা আবেদন ফাইল ফাইনাল করার ইঙ্গিত দেয়। ভ্রান্তি দূর করার জন্য সাধারণত একশন ডেটস ফর ফ্যামিলি স্পন্সরড অগ্রাধিকার কেসগুলো প্রকাশ হয়ে থাকে। ইউএস ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটে প্রতি মাসে ফ্যামিলি ভিত্তিক এবং চাকুরী ভিত্তিক অগ্রাধিকারের উভয়ের চার্টই প্রকাশ হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে তাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন।

কুইন্স থেকে ইমরান চৌধুরীর প্রশ্ন:
আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমি বিয়ে করেছি কিন্তু আমার স্ত্রীর কোন বৈধ কাগজপত্র নেই। আমার একজন বন্ধু বলেছে সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট বাইডেন এ ব্যাপারে একটি পন্থার কথা ঘোষণা দিয়েছেন। আপনার কাছ থেকে এই বিভাগের সুস্পষ্ট এবং বিস্তারিতভাবে

প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ঘোষণার ব্যাপারে জানতে ইচ্ছা প্রকাশ করছি ।

ইমরান চৌধুরীর প্রশ্নে উত্তর :
প্রেসিডেন্ট বাইডেন ইউএস সিটিজেনদের আনডকুমেন্টেড ইমিগ্রেশন ফরম সম্পূর্ণরূপে পূরণ করার পরেই কেবল কেস শুরু হতে পারে। প্রতিটি কেসের জন্য আলাদা আলাদা ফরম পূরণ করতে হবে। সে কারণেই প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে উপযুক্ত ফরম বা ফরমসমূহ নির্ধারণ করা এবং ফরম সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর আরো নিশ্চিত হতে হবে যে সাম্প্রতিক ভার্সনে ফরম পূরণ করা হচ্ছে। ইউএসসিআইএস'র ওয়েবসাইট থেকে ফর্মটি নেয়া হয়েছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। ফর্মটি সঠিকভাবে পূরণ করতে নিম্নের নির্দেশাবলী ভালো করে জানতে ও পড়তে হবে:
সম্পূর্ণভাবে ও সঠিকভাবে ফরম পূরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। ফরম পূরণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ফর্মে নির্দেশাবলী দেয়া থাকে। নির্দেশাবলী আবেদনকারীকে ভালো করে পড়ে সেটা অনুসরণ করতে হবে। প্রত্যেক ফরমের নিচে আবেদনকারীকে স্বাক্ষর করতে হবে। সঠিক স্থানে স্বাক্ষর করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।

প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস:
প্রত্যেক আবেদনের নির্দিষ্ট ডকুমেন্ট জরুরী। ফর্মে আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের তালিকা আছে। ডকুমেন্ট পাওয়া না গেলে বিকল্প ডকুমেন্টের কথা বলা আছে ফরমে।
উদাহরণস্বরূপ: ফরমে জন্ম সনদ চাওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনার জন্ম সনদ কখনো রেজিস্টার করা হয় নি। সে ক্ষেত্রে আপনি আপনার জন্ম সনদের পরিবর্তে জন্মের দুটি এফিডেভিট সাপোর্টিং হিসেবে যুক্ত করতে পারেন। তবে সাপোর্টিং ডকুমেন্ট অবশ্যই ইংরেজিতে হতে হবে অথবা অন্য ভাষার সঙ্গে ইংরেজি অনুবাদের কপি সংযুক্ত করে দিতে হবে। ফরমের সঙ্গে অরিজিনাল কপি পাঠালে সেটা রেকর্ডের অংশ বলে গণ্য হবে।

ইমিগ্রেশন ফি:
প্রত্যেক ফরমের সঙ্গে প্রসেসিং ফি লাগবে। তখনই ইমিগ্রেশন আপনার আবেদন গ্রহণ করবে যখন সঠিক ফি প্রদান করা হবে। ফি সঠিক না হলে আবেদন ফেরৎ দেবে। আাবেদন করার সময় ফি চেক করে নিতে হবে। ইউএসসিআইএসএ'র ওয়েব সাইটে ফি সম্পর্কে জানা যাবে।

কোথায় আবেদন করতে হবে?
ইমিগ্রেশন মেইলেও আবেদন গ্রহণ করছে। অন লাইনেও আবেদন করা যায়। তবে সঠিক ঠিকানায় মেইল করতে হবে। একটি এনভেলাপে একটি করে আবেদন পাঠানোর পরামর্শ থাকবে। আপনি একজন ইউএস সিটিজেন। আপনার মা-বাবার গ্রিণকার্ডের জন্য আবেদন করতে চান সে ক্ষেত্রে ২টি আই-১৩০ পূরণ করতে হবে। সেই সাথে ফি'র জন্য দুইটি পৃথক চেক দিতে হবে।
এ ব্যাপারে কোন প্রফেশনাল এর সঙ্গে পরামর্শ করা শ্রেয়। প্রয়োজনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ প্রফেশনালদের সাথে আলোচনা করে অগ্রসর হলে ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা যায়।

জুলাই ২০২৪-এর ভিসা বুলেটিন:
ইউএস ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) জুলাই ২০২৪ এর ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নীচে জুলাই ২০১৪ এর পারিবারিক ভিত্তিতে ভিসার প্রাপ্যতা দেয়া হলো।

ফ্যামিলি স্পন্সর আগ্রাধিকার:
প্রথম: (এফ ১) ইউএস সিটিজিনদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা- অক্টোবর ২২, ২০১৫।
দ্বিতীয়: পারমানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী/স্ত্রী, সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্রকন্যা এ (এফ২এ) পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্বামী বা স্ত্রী এবং ২১ নিম্ন বয়সি সন্তান: নভেম্বর ১৫, ২০২১।
বি, (এফ ২ বি) পারমানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা (২১ বছর বা তদুর্ধ বয়সী): মে মে ০১, ২০১৬।
তৃতীয়: (এফ ৩) ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা: এপ্রিল ০১,২০১০।
চতুর্থ: (এফ ৪) প্রাপ্তবয়স্ক ইউএসসিটিজেনদের ভাই-বোন: আগস্ট ০১, ২০০৭।
এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ ষ্টেটের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।
ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪ ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০ ই-মেইল:
kazmiandreeves@gmail.com
এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।
অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves

225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com
Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990
* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.
এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।
যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।
আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।
আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) কোন বন্দুক দিয়ে ট্রাম্পকে গুলি করা হয়

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়ার বাটলার এলাকায় শনিবার নির্বাচনী প্রচারে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পকে গুলি করতে এআর-১৫ মডেলের আধা-স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ব্যবহার করেছিলেন হামলাকারী টমাস ম্যাথিউ ক্রুকস। তাকেও হত্যা করা হয়েছে। এআর-১৫ রাইফেল যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক জনপ্রিয়। এর আগেও দেশটিতে ভয়াবহ কিছু হামলায় এই বন্দুক ব্যবহার হতে দেখা গেছে।

কেমন বন্দুক এটি

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলিটারি ফ্যাক্টরির গবেষণার তথ্যমতে, এআর-১৫ মডেল আধা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল। এর অর্থ সেটি দিয়ে একটানা একাধিক গুলি ছোড়া যায়। একই ধরনের এম-১৬ রাইফেল ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় থেকে ব্যবহার করছে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী। মার্কিন সেনাসদস্যরা পুরো স্বয়ংক্রিয় রাইফেলও ব্যবহার করেন। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেগুলো কিনতে পারেন না বেসামরিক লোকজন।

এআর-১৫ রাইফেলে ওজন ৩৫ কেজি (৫.৫ পাউন্ড)। ব্যারেলের দৈর্ঘ ৫০৮ মিলিমিটার, অর্থাৎ ২০ ইঞ্চি। প্রতিটা ফিডে ২০ থেকে ১০০ রাউন্ড গুলি রাখা যায়। এআর-১৫ রাইফেলের গুলির গতিও অনেক বেশি। প্রতি মিনিটে এই রাইফেল থেকে ৮০০ রাউন্ড গুলি বের হয়। ৫০০ মিটার দূরে থেকেও লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারে এই রাইফেল।

সাধারণ পিস্তলের গুলির চেয়ে তিন গুণ গতিতে ছুটতে পারে এই বন্দুকের গুলি। এর গুলিতে আক্রান্ত ব্যক্তি ত্বক ও শরীরের ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মারাত্মক আঘাত পেতে পারেন।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু হয় পিস্তলের গুলিতে। তবে দেশটিতে বড় কিছু বন্দুক হামলার ঘটনায় এআর-১৫ রাইফেলের ব্যবহার হয়েছে। ২০২২ সালের মে মাসে টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের একটি স্কুলে বন্দুকটি দিয়ে হামলা চালিয়ে ১৯ শিশু ও দুই শিক্ষককে হত্যা করেন এক তরুণ। একই অস্ত্র দিয়ে ২০১৭ সালের অক্টোবরে লাস ভেগাসে হামলা চালিয়ে ৬০ জনকে হত্যা করেন এক ব্যক্তি।

যুক্তরাষ্ট্রে বেসামরিক পর্যায়ে বন্দুক বিক্রির পক্ষে কাজ করা সংগঠন ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের (এনআরএ) ভাষ্যমতে, এই রাইফেলগুলো নিশানা পরীক্ষা ও নিজেদের প্রতিরক্ষার কাজে ব্যবহার করেন ক্রেতারা। তবে সমালোচকদের অনেকে বলছেন, এই বন্দুক এতটাই প্রাণঘাতী যে সেগুলো সাধারণ মানুষের হাতে পড়া উচিত নয়।

২০২৩ সালে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১০ জনের মধ্যে একজনের মালিকানায় এআর-১৫ রয়েছে। বন্দুকটি এত জনপ্রিয় হওয়ার পেছনে বড় একটি কারণ, এই রাইফেলে সহজেই অন্যান্য সরঞ্জাম সংযোজন করা যায়। যেমন বন্দুকটির মালিক চাইলেই এতে টেলিস্কোপ ও বড় আকারের ম্যাগাজিনসহ বাড়তি নানা জিনিস যুক্ত করতে পারেন।

বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে নিষিদ্ধ

বিল ক্লিনটন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থাকাকালে ১৯৯৪ সালে বেসামরিক লোকজনের কাছে এআর-১৫-এর মতো বন্দুকগুলো (অ্যাসল্ট রাইফেল) বিক্রি নিষিদ্ধ ছিল। তবে প্রভাবশালী ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের চাপের মুখে ২০০৪ সালে ওই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়।

বন্দুক আইন সংস্কারে সরকারের চেষ্টা তখন থেকেই থমকে আছে। সংস্কারের বিপক্ষে থাকা অনেকেরই অভিমত–মার্কিন সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীতে সাধারণ মানুষের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অধিকার দেওয়া হয়েছে। আইন সংস্কার করা হলে সেই অধিকার খর্ব করা হবে।

এরপরও ক্যালিফোর্নিয়া, ইলিনয়, মেরিল্যান্ড, নিউ জার্সি ও ওয়াশিংটনের মতো বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে সাধারণ মানুষের কাছে অ্যাসল্ট রাইফেল বিক্রি নিষিদ্ধ। ক্যালিফোর্নিয়া সরকারের দাবি, বন্দুক নিষিদ্ধ করে আইন জারির কারণে গত এক দশকে ১৯ হাজার মানুষের প্রাণ বেঁচেছে।

অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেন ট্রাম্প

ফাইট ফাইট ফাইট বলে ঐক্যের ডাক ট্রাম্পের

যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক সহিংসতায় প্রায় প্রতিদিনই নিরস্ত্র মানুষের মৃত্যু হয়। অভিযোগ রয়েছে, দেশটিতে বন্দুক সহিংসতা জিইয়ে রাখার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রয়েছে রিপাবলিকান পার্টির। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনী প্রচারের সময় এ দলেরই প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা হয়েছে। এ ঘটনা নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। হামলার জন্য তাৎক্ষণিকভাবেই প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ওপর দোষ চাপিয়েছেন রিপাবলিকান নেতারা। তবে বাইডেন এ হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। এ ঘটনায় দেশটির রাজনীতি আরও বেশি বিষাক্ত হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

শনিবার রাতে পেনসিলভানিয়ার বাটলারে নির্বাচনী প্রচারের মঞ্চে বক্তব্য রাখার সময় ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। গুলি তাঁর ডান কান ছুঁয়ে যায় এবং তিনি মঞ্চে বসে পড়েন। ওই মুহূর্তের ভিডিওতে দেখা যায়, গুলির শব্দে নিরাপত্তারক্ষীরা চারপাশ থেকে তাঁকে ঘিরে ধরেন। এর পর ট্রাম্প যখন আবার উঠে দাঁড়ান, তাঁর কান থেকে গালের পাশ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। সূত্র: বিবিসি, আলজাজিরা, এএফপি ও রয়টার্স

আহত অবস্থায় উঠে দাঁড়িয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশে ছুড়তে দেখা যায়। এ সময় তিনি বলছিলেন, 'ফাইট! ফাইট! ফাইট।'

ওই সমাবেশে থাকা এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, গুলির শব্দ পাওয়ার আগে তিনি কাছের একটি ভবনের ছাদে এক রাইফেলধারীকে হামাগুড়ি দিতে দেখেছেন। ওই হামলাকারীর গুলিতে সমাবেশে আসা এক রিপাবলিকান সমর্থকের প্রাণ গেছে, গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দু'জন। পরে এক গোয়েন্দা কর্মকর্তার গুলিতে ওই পুরুষ আততায়ী নিহত হয়েছেন। সিক্রেট সার্ভিস বলেছে, এ ঘটনাকে 'হত্যাচেষ্টা' বিবেচনা করেই তারা তদন্ত শুরু করেছে।

ঘটনার পর পরই ট্রাম্পকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তিনি এখন শঙ্কামুক্ত এবং ভালো আছেন বলে তাঁর প্রচারশিবির জানিয়েছে।

বিবিসি জানায়, ৭৮ বছর বয়সী ট্রাম্প বক্তৃতা শুরু করার পরপরই গুলির শব্দ পাওয়া যায়। তিনি হাত দিয়ে ডান কান স্পর্শ করেন এবং রক্তে ভেজা হাত দেখে পডিয়ামের পেছনে হাঁটুর ওপর বসে পড়েন। সিক্রেট সার্ভিসের লোকজন এ সময় চারপাশ থেকে তাঁকে ঘিরে ধরেন। মিনিটখানেক পর ট্রাম্প যখন উঠে দাঁড়ান, তাঁর মাথার 'মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন' লেখা লাল রঙের টুপি আর জায়গামতো নেই। সিক্রেট সার্ভিসের লোকজন ঘিরে ধরে গাড়িতে তোলার সময়ও ট্রাম্প বলছিলেন, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও।' পরে নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প লেখেন, 'আমাকে গুলি করা হয়েছে। গুলি আমার ডান কানের ওপরের অংশ চিড়ে দিয়ে গেছে। অনেক রক্ত ঝরেছে।' পরে ভিডিওতে দেখা যায়, গুলি তাঁর মাথার পাশ দিয়ে চলে গেছে।

ট্রাম্পকে গুলি করে হত্যার চেষ্টাকারীর পরিচয় প্রকাশ করেছে এফবিআই। গুলিবর্ষণকারীর নাম টমাস ম্যাথিউ ক্রুকস। তাঁর বয়স ২০ বছর বলে রোববার বিবৃতিতে জানিয়েছে এফবিআই। ঘটনার সময় ট্রাম্পের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের গুলিতে বন্দুকধারী নিহত হন।

ভোটার রেকর্ড অনুযায়ী তিনি একজন নিবন্ধিত রিপাবলিকান ছিলেন। তবে তিন বছর আগে তিনি বাইডেনশিবিরকে ১৫ ডলার অনুদান দিয়েছিলেন। হত্যাচেষ্টার মোটিভ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

৫ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সঙ্গে রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্পের দ্বৈরথের মাত্র চার মাস আগে এই গুলির ঘটনা ঘটল। সব জনমত জরিপেই নির্বাচনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। দুই দলের শীর্ষ নেতারা তাৎক্ষণিকভাবে এই সহিংসতার নিন্দা জানিয়েছেন।

ট্রাম্পের প্রচারশিবির জানিয়েছে, পরিকল্পনা অনুযায়ী সাবেক এই প্রেসিডেন্ট আজ সোমবার রিপাবলিকান ন্যাশনাল কনভেনশনে যোগ দেবেন। ওই সম্মেলনে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হবে।

রোববার ট্রাম্প বিবৃতিতে বলেছেন, 'একমাত্র ঈশ্বর অকল্পনীয় ঘটনা ঘটতে বাধা দিয়েছিলেন। আমরা ভয় পাব না বরং আমাদের বিশ্বাসে স্থিতিশীল থাকব এবং অশিষ্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী থাকব। এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে আমরা ঐক্যবদ্ধ হবো।'

প্রেসিডেন্ট বাইডেন বিবৃতিতে বলেছেন, এ ধরনের সহিংসতার কোনো জায়গা আমেরিকায় হবে না। সমগ্র জাতির এক হয়ে এ ঘটনার নিন্দা জানানো উচিত। হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা এ তথ্য জানিয়েছেন, গুলিতে আহত ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলেছেন বাইডেন।

প্রশ্নের মুখে সিক্রেট সার্ভিস

ট্রাম্পের ওপর হামলার ঘটনায় আপাতদৃষ্টিতে নিরাপত্তার গাফিলতিই বড় কারণ বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাই যুক্তরাষ্ট্রের সিক্রেট সার্ভিসের দিকে আঙুল তুলছেন অনেকে, প্রশ্ন উঠছে তাদের দায়িত্ব নিয়ে। তবে ট্রাম্প নিজে সিক্রেট সার্ভিস ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে গুলির ঘটনায় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ায় ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সিক্রেট সার্ভিসের কাজ যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান ও সাবেক প্রেসিডেন্টদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তবে ট্রাম্পের ওপর হামলাকে সিক্রেট সার্ভিসের 'পুরোপুরি ব্যর্থতা' অভিহিত করে তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার রিপাবলিকান মাইক জনসন বলেছেন, প্রতিনিধি পরিষদ এ হামলার ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করবে।

এ হামলার বিষয়ে প্রতিনিধি পরিষদের ওভারসাইট কমিটি বাহিনীর পরিচালক কিম্বারলি চিটলকে তলব করেছে। সিক্রেট সার্ভিস বলেছে, সমাবেশের নিরাপত্তার জন্য যে এলাকা ঘিরে তারা নিরাপত্তার আয়োজন সাজিয়েছিল, গুলি হয়েছে তার বাইরে থেকে। আততায়ী মঞ্চের ডান দিকে একটি একতলা ভবনের ছাদে অবস্থান নিয়েছিলেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের ধারণা।

বাইডেনকে দুষছেন রিপাবলিকানরা

ট্রাম্পের ওপর হামলার ঘটনায় প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও তাঁর দল ডেমোক্রেটিক পার্টিকে দুষছেন রিপাবলিকান পার্টির জ্যেষ্ঠ নেতারা। রিপাবলিকান সিনেটর জেডি ভান্সকে ট্রাম্পের রানিংমেট বা পরবর্তী ট্রাম্প প্রশাসনে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে ভাবা হচ্ছে। তিনি বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পকে 'হত্যার চেষ্টা' প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রচারশিবিরের 'বাড়াবাড়ির' ফল। ট্রাম্পকে হিটলারের সঙ্গে তুলনা করে বাইডেন হামলায় উসকানি দিয়েছেন বলে অভিযোগ দলটির কোনো কোনো নেতার।

রিপাবলিকান পার্টির কংগ্রেস সদস্য ও ট্রাম্পের কট্টর সমর্থক টেইলর গ্রিন সরাসরি ডেমোক্রেটিক পার্টির দিকে আঙুল তুলেছেন। বলেছেন, 'তারা (ডেমোক্র্যাটরা) চাইছিল এমনটা ঘটুক।' টেইলর গ্রিন বলেন, 'ট্রাম্প চলে যাক, এটা অনেক বছর ধরেই তারা চাইছিলেন এবং এর জন্য যা কিছু করা দরকার, সেটার জন্য তারা প্রস্তুত ছিলেন।'

কংগ্রেস সদস্য ও রিপাবলিকান পার্টির নেতা মাইক কলিন্স হামলার জন্য সরাসরি বাইডেনকে অভিযুক্ত করেছেন। তিনি বলেন, 'জো বাইডেন নির্দেশ দিয়েছেন।'

যুক্তরাষ্ট্রে বন্দুক সহিংতা

(প্রথম পাতা পর) পাননি। ২০২১ সালে দেশটিতে বন্দুক সহিংসতায় ৪৮ হাজার ৮৩০ জনের মৃত্যু হয় বলে সিডিসির বরাতে জানায় পিউ রিসার্চ। ২০২৩ সালে মারা গেছে ৪৩ হাজার। এর মধ্যে গুলিতে হত্যা এবং আত্মহত্যার ঘটনা অন্তর্ভুক্ত। বছরে বড় ধরনের পাঁচ শতাধিক বন্দুক সহিংসতার ঘটনা ঘটে দেশটিতে। যুক্তরাষ্ট্রের মোট চারজন প্রেসিডেন্ট আততায়ীর হামলায় নিহত হয়েছেন। তারা হলেন- আব্রাহাম লিঙ্কন, জেমস এ গারফিল্ড, উইলিয়াম ম্যাককিনলে এবং জন এফ কেনেডি। এ ছাড়া প্রেসিডেন্ট সাতজন হত্যাচেষ্টার শিকার হন।

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist
আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।
*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।
শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)
আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা
আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।
Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

GLOBAL MULTI SERVICES, INC
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়

তারেক হাসান খান, সিইও
• INCOME TAX
• IMMIGRATION
• ACCOUNTING
• TAX AUDIT
• BUSINESS SETUP
• TRAVELS
IRS e-file
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
tax time!
tax refund
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864, Email: globalmsinc@yahoo.com

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

সেলিম-আলী প্যানেল চূড়ান্ত, নোয়াখালীর

(শেষ পাতার পর) সোসাইটির শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনাও করেছিলেন। কিন্তু সেই প্রস্তাব বা আলোচনা সংশ্লিস্টরা গুরুত্ব না দেওয়ায় তিনি বিকল্প হিসেবে মোহাম্মদ আলীকে সাথে নিয়ে নতুন করে প্যানেল ঘোষণার চিন্তা-ভাবনা করেন। এজন্য তিনি সদস্য নবায়ন বা ভোটার প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করেন এবং পরবর্তীকে ‘সেলিম-আলী’ প্যানেল চুড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। সোসাইটির সাথে সম্পৃক্ত একটি সূত্র জানায়, ভোটার প্রক্রিয়ায় ‘সেলিম-আলী’ প্যানেল ৫ হাজারের মতো ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। তার এই প্যানেলে বিশেষ ভূমিকা রাখছেন সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা ও চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন অব আমেরিকা’র সাবেক সভাপতি কাজী আযম ও তরুণ রিয়েল এষ্টেট ব্যবসায়ী নাঈম টুটুল সহ আরো অনেকেই।

অপরদিকে সোসাইটির বর্তমান সভাপতি আব্দুর রব মিয়া নির্বাচন করবেন, কি করবেন না এমন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ফলে থমকে গেছে সম্ভাব্য পাল্টা প্যানেল গঠন প্রক্রিয়া। এনিয়ে ক্ষমতাসীন ‘রব-রুহুল’ প্যানেলে মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। এই প্যানেল থেকে সভাপতি পদে আব্দুর রব মিয়া অথবা সোসাইটির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী এবং সাধারণ সম্পাদক পদে জাহিদ মিন্টু অথবা সোসাইটির ক্রীড়া ও অ্যাপায়ন সম্পাদক মাইনুল উদ্দিন মাহবুব নাম আলোচনায় উঠে আসে। কিন্তু রব মিয়া, জাহিদ মিন্টু ও মাহবুব নোয়াখালী অঞ্চলের মানুষ হওয়ায় তাদের প্যানেল গঠনে সংশ্লিস্টরা সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। আবার সোসাইটির পর পর দুইবার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ায় সোসাইটির গঠনতন্ত্র মোতবেক একই পদে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারছেন না। সে ক্ষেত্রে তার বিকল্প হিসেবে সোসাইটির সাবেক সভাপতি মরহুম কামাল আহমেদের জনপ্রিয়তা কাজে লাগাতে তার পরিবারে কোন সদস্যকে নিয়ে প্যানেল গঠনের চিন্তা-ভাবনা করছেন। সে ক্ষেত্রে কামাল কন্যা রুমানা আহমেদের নাম আলোচিত হচ্ছে। তবে সংশ্লিস্ট সূত্র জানানায়, রব মিয়া পুনরায় নির্বাচন না করলে সেক্ষেত্রে ‘রুহুল-মিন্টু’ প্যানেল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অবার বিল্প হিসেবে ‘রব-নওশাদ’ প্যানেল হওয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে। নওশাদ হোসেন সিদ্দিকী সোসাইটির বর্তমান কোষাধ্যক্ষ এবং তিনি এই প্যানেলের পক্ষে ভোটার প্রক্রিয়ায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন বলে জানা গেছে।

আরো উল্লেখ্য, সোসাইটির সোসাইটির সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার এডভোকেট জামাল আহমেদ জনি পুনরায় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ছেন। ৭ সদস্যের কমিশনের অন্য সদস্যরা হলেন- আব্দুল হাকিম মিয়া, মোঃ আনোয়ার হোসেন, আব্দুল মান্নান, মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, মাহবুবুর রহমান বাদল ও আহবাব চৌধুরী খোকন।

‘শিমুল-তাজু’ প্যানেল জয়ী

(শেষ পাতার পর) বাংলাদেশীদের পছন্দের অন্যতম শহরে পরিণত হয়েছে। গত কয়েক বছরে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী নিউইয়র্ক সহ সহ অন্যান্য ষ্টেট থেকে বাফেলোতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। সেখানে বসবাসরত বৃহত্তর সিলেটবাসীদের সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব বাফেলো। এই প্রথম সংগঠনটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো।

নির্বাচনে বিজয়ী ‘শিমুল-তাজু’ প্যানেলের নির্বাচিতরা হলেন: সভাপতি- মোহাম্মদ শিমুল হাসান ও সাধারণ সম্পাদক- আব্দুল মান্নান তাজু, সহ সভাপতি- মামুন আহমেদ (সিলেট), সালেহ সিদ্দিকী মৌলভীবাজার), নাজিম উদ্দিন চৌধুরী খালেদ (হবিগঞ্জ) ও উজ্জল আলম (সুনামগঞ্জ), সহ সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ জাকির আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ- মোহাম্মদ রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ খায়রুল শিপলু, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক- সাইদ আলী, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- মোহাম্মদ মাজেদ আহমেদ, ক্রীড়া ও যুব সম্পাদক- ইমরান রহিম লালু, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক- শেখ রাজু আহমেদ, সমাজকল্যাণ ও আপ্যায়ন সম্পাদক- শেখ মাসুক মিয়া, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা- সৈয়দা জেরিন এবং কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে মোহাম্মদ বি চৌধুরী, ওবায়দুর রহমান, জয়নুল হক ও চেরাগ আলী।

নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন সাধারণ সম্পাদক তাজু। ৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন আব্দুল মোতালেব চৌধুরী। কমিমনের অপর সদস্যরা হলেন- আলাউদ্দিন সিদ্দিকী, ডা. আজাদ আহমেদ চৌধুরী, এডভোকেট নূরুল হক, আব্দুল মুকিত চৌধুরী।

‘শিমুল-তাজু’ প্যানেলের সকল সদস্যরা।

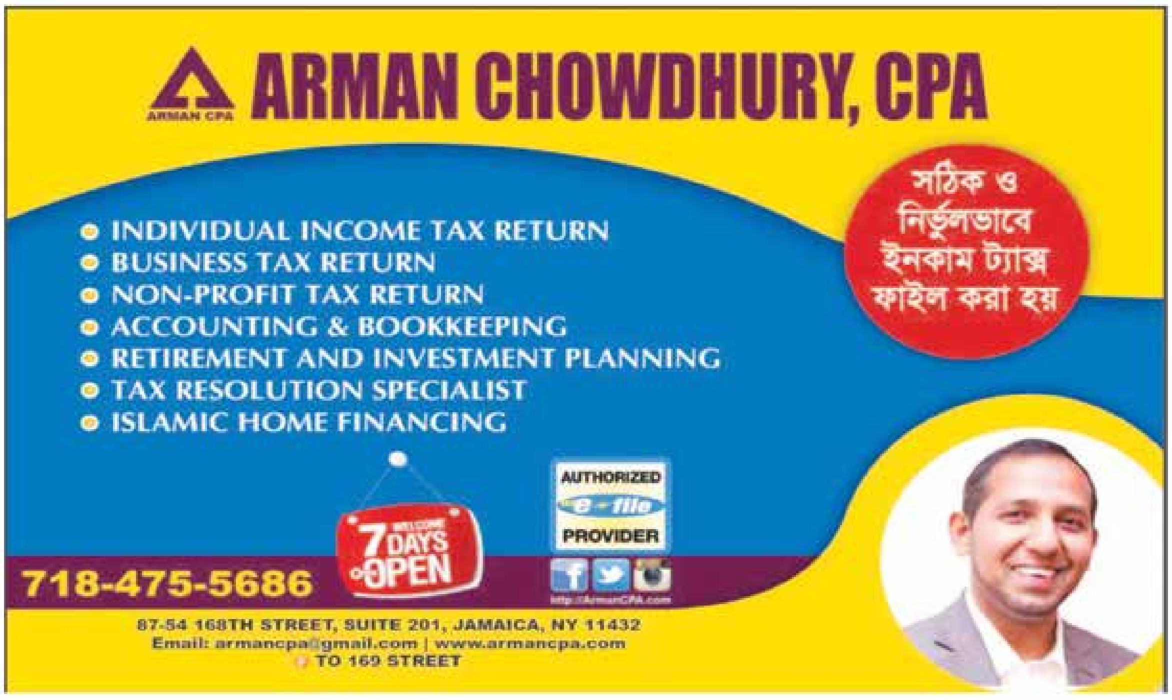

এক স্লিপ

অনেক স্মৃতি, অনেক আবেগ আর ভালবাসায় নষ্টালজিক এক টুকরো সময় কাটলো গত ১১ জুলাই। স্মৃতিময় হয়ে উঠলো আশির দশকের প্রিয় টাঙ্গাইল শহরের নানান কথা। ভালো থেকো বন্ধু.....আবার দেখা হবে।
১৪ জুলাই, ২০২৪

চায়না টাউনের গিফটশপগুলোতে মন্দাভাব

চায়না টাউন খ্যাত ক্যানেল স্ট্রীটে অবস্থিত গিফটশপগুলোতে চলতি বছরে ক্রেতা কম থাকায় ব্যবসায়ীরা দোকানে পণ্যের পসরা সাজিয়ে অলস সময় পার করছেন। ছবি ক্যানেল স্ট্রীটের মার্লবেরী স্ট্রীট থেকে তোলা।

পর্যটকদের কেন্দ্র করে ক্যানেল স্ট্রীটে গড়ে ওঠা গিফটশপ

(শেষ পাতার পর) সময় পার করছেন শপের মালিক ও কর্মীরা। কোন কোন দোকানে ২ থেকে ৪জন ক্রেতা রয়েছেন। গিফটশপে ব্যবসায়ী ও কর্মীরা জানান প্রতি বছর মে থেকে নভেম্বর পর্যন্ত পর্যটকরা ঘুরতে আসতেন চায়না টাউনের ক্যানেল স্ট্রিট ও আশেপাশের এলাকায়। পর্যটকদের কেন্দ্র করে চায়না টাউনে গড়ে ওঠে ইটালিয়ান, চায়নিজ রেস্টুরেন্ট ও বাহারি পণ্যের পসরা নিয়ে সাজানো গিফটশপ। এ এলাকায় প্রায় অর্ধশতাধিক বাংলাদেশী মালিকানাধীন গিফটশপ রয়েছে। গিফটশপগুলোতে রয়েছে নানা ব্র্যান্ডের পারফিউম, পুতুল, টি-শার্ট, বাচ্চাদের খেলনা, কসমেটিক্স, ব্যাগ, ক্যাপ, জুয়েলারীসহ হরেক রকম গিফট আইটেম। এ সময়ে গিফটশপ ও রেস্টুরেন্টের মূল ক্রেতা ছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পর্যটক ও যুক্তরাষ্ট্রের সবকটি স্টেট থেকে নিউইয়র্কে ঘুরতে আসা আমেরিকানরা। আর এ সময়কে কেন্দ্র করে ব্যবসায় আশায় এসব গিফটশপে ও রেস্টুরেন্টে নতুন করে লোক (কর্মী) নিয়োগ দেওয়া হতো। আবার এসব কর্মীর ৯০ শতাংশ বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশ থেকে নিউইয়র্কে আসা নতুন অভিবাসীরা।

কিন্তু চলতি বছর সামারের প্রায় তিন মাস পার হয়ে গেলেও কাঙ্খিত ক্রেতার অভাবে ব্যবসায় মন্দাভাব দেখা দিয়েছে এসব এসব গিফটশপে ও রেস্টুরেন্টে। অন্যান্য বছর ছোট একটি গিফটশপে গড়ে ৩ থেকে ৪ হাজার ডলার এবং বড় গিফটশপে ৮ থেকে ১০ হাজার ডলার ব্যবসা হলেও এ বছর দিনে গড় ব্যবসা অর্ধেকেরও কম। কোন কোন দিন ৪ থেকে ৫শত ডলারের ব্যবসা হয় না গিফটশগুলোতে। আগের বছরগুলোতে গিফটশপের মালিকরা এ সময় সন্ধান করে নতুন কর্মী নিয়োগ দিতেন। নিউইয়র্কে আসা নতুন অভিবাসীদের অনেকেই প্রতিদিন 'চায়না টাউন' খ্যাত ক্যানেল স্ট্রিটে কাজের সন্ধানে গিয়েও কাজ পাচ্ছেন না। উল্টো আগের কর্মীদের কর্মঘণ্টা ও পারিশ্রমিকও কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অনুসন্ধানে জানা গেছে।

নাম প্রকাশ না করা শর্তে ক্যানেল স্ট্রিটের গিফটশপের এক কর্মী বাংলা পত্রিকা'র এ প্রতিবেদককে বলেন, তিন বছর ধরে গিফটশপে কাজ করছি। এখানে আমিসহ আরো ৭ জন কাজ করছি নিয়মিত। গত মাস থেকে ব্যবসা ভালো না হওয়ায় মালিক দোকানের তিনজন কর্মী কমিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কাজ হারানোর ভয়ে আগে প্রতি ঘণ্টায় যা পেতাম তার থেকে ৩ ডলার কমে এখানে কাজ করতে বাধ্য হয়েছি। ব্যবসা ভালো হলে আগের মতো বেতন পাবো। আগে এ সময় ক্রেতাদের সামলাতে ব্যস্ত থাকতে হতো। গত বছর আমি নিজেই সামার সিজনের কাজের জন্য ৫ জন কর্মীকে এনে দিয়েছিলাম। এ বছর নিউইয়র্কে আসা নতুন আমার পরিচিত অনেকেই আসেন। চলতি বছর ব্যবসা ভালো নেই তাই নতুন কেউই কাজ পাচ্ছেন না।

বাংলাদেশের সিলেটের হবিগঞ্জের বাসিন্দা তুহিন তালুকদার। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আমেরিকা প্রবাসী তিনি। চায়না টাউনের মার্লবেরি স্ট্রিটের লিটল ইটালি নামে পরিচিত টি এন আর নামে গিফটশপের স্বত্তাধিকারী। তার শপের আশেপাশে প্রচুর ইটালিয়ান রেস্টুরেন্ট ঘেরা। মূলত: ইতালিয়ান রেস্টুরেন্টের খাবারের স্বাদ নেওয়ার জন্যই আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে টুরিস্ট আসেন এই ক্যানেল স্ট্রীটে। পর্যটক নির্ভর এখানকার গিফটশপ ব্যবসা।

তুহিন তালুকদার বলেন, এ বছর সামার টাইম শুরু থেকেই টুরিস্ট সংখ্যা কমে যাওয়ায় গিফটশপ ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিয়েছে। আগে এমন সময় ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড় থাকতো। এখন সপ্তাহে দুই একদিন সামান্য ব্যবসা হচ্ছে। বাকি দিনগুলোর ব্যবসা একেবারেই খারাপ। আগে কম হলেও ৬ থেকে ৭ হাজার ডলার ব্যবসা হতো। এখন হাজার পনেরো'শ ডলার ব্যবসা হয় না। এমনটি হবে ভাবিনি কখনো। কর্মীদের বেতন দিতে হিমশিম খেতে হয়। বাধ্য হয়ে আমার দোকানের দুই কর্মীর কাজের সময় কমিয়ে দিয়েছি। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তারা থাকে। এরপর রাত পর্যন্ত নিজে একাই দোকানের ব্যবসা চালাই।

তুহিন আরো বলেন, আমার দোকানের দুই পাশেই প্রসিদ্ধ ইটালিয়ান রেস্টুরেন্ট। সামার সিজনে ইটালিয়ান খাবারের স্বাদ নিতে উপচে পড়া ভীড় লেগে থাকতো পর্যটকদের। তখন আমার দোকানেরও ব্যবসা ভালো হতো। এখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা এসব রেস্টুরেন্টে কাস্টমার নেই। আগে যখন নতুন আসা বাঙালী যুবকরা কাজের সন্ধানে আসতেন তখন আমার দোকানে নিয়োগ দিতাম। আমার এখানে কাজ না দিতে পারলে এসব রেস্টুরেন্টেও তাদের কাজের ব্যবস্থা করে দিতে পারতাম। এ বছর যারাই আসছে তাদের জন্য কিছুই করতে পারছিনা। এ বছর নির্বাচন এবং বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক অস্থিরতায় পর্যটকরা কম আসছেন। আরো ৩/৪ মাস আছে, দেখা যাক হয়তো শেষ সময়ে পর্যটক আসলে ব্যবসা কিছুটা ভালো হবে।

ক্যানেল স্ট্রীটের গিফটশপের কর্ণধার সমীর রঞ্জন ঘোষ বলেন, এখানে গত ১৪ বছর ধরে এ ব্যবসায় আছি। এখানে গিফটশপসহ পর্যটকনির্ভর প্রায় ২৫০ এরও অধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ বছরে শহরের শুধু গিফটশপ না রেস্টুরেন্টসহ পর্যটকনির্ভর ব্যবসায় এমন মন্দা দেখিনি। সারাদিনে যা ব্যবসা হয় আগের বছর গুলোর তুলনায় এখন প্রায় ৪০ শতাংশ কমেছে। আগে আমার এখানে ৬ জন লোক কাজ করতেন। এখন মাত্র দুইজন আছেন। ব্যবসায় এমন প্রভাব পড়ার কারণ সামনে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন ও ইউক্রেইন-রাশিয়া এবং গাজারয় যুদ্ধে বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অস্থিরা হতে পারে। তাই হয়তো এখানের ব্যবসার মূল ক্রেতা পর্যটকরা কম আসছেন। তবে এমন মন্দা খুব সহসাই কেটে যাবে হয়তো।

লিটিল লিটিল গিফটশপের কর্ণধার আব্দুর রাকিব জানান, প্রতি বছরের মতো এ বছর সামার সিজনে পর্যটক আসবে। ভালো ব্যবসা হবে এই আশায় দোকানে পারফিউম, পুতুল, টি-শার্ট, ব্যাগসহ গিফট আইটেম তুলেছি। কিন্তু পর্যটক অনেক কম। আগে রাস্তায় পর্যটকদের আনাগোনায় জমজমাট ছিলো। এখন বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাতে গোনা কয়েকজন টুরিস্টের দেখা মিলে। সারাদিনে আগে ৪ হাজার ডলার গড়ে ব্যবসা করতাম। বড় দোকানগুলোতে ১০ থেকে ১২ হাজার ডলার ব্যবসা ছিলো। এখন হাজার ডলার ব্যবসা করতে হিমশিম খাই। এরকম আগামী মাসগুলো যদি মন্দা থাকে তাহলে প্রতিষ্ঠানের রেন্ট দেওয়া কঠিন হয়ে যাবে।

আব্দুর রাকিব জানান, প্রতিদিন কাজের সন্ধানে আমার দোকানে ৫-৬ জন লোক আসে। ব্যবসায় মন্দা তাই কাউকে কাজ দিতে পারি না। এমন মন্দায় আমি নিজেই একজন লোক নিয়েই ব্যবসা পরিচালনা করতে হচ্ছে। আশেপাশের অনেক দোকানে বাধ্য হয়েই কর্মী ছাটাই করতে হচ্ছে শপের মালিকদের।

তাদের মতো একাধিক ব্যবসায়ী জানান, এ এলাকার এমন পরিস্থিতি গত ১৫ বছরে দেখেননি। চায়না টাউনে পর্যটকনির্ভর ব্যবসায় অনেকটাই মন্দাভাব চলছে। ব্যবসায় মন্দার প্রভাবে প্রবাসী বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের মাঝে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। এ সিজনে মন্দাভাব কেটে আবারো প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পাবে চায়না টাউনের ব্যবসা এবং কর্মসংস্থানেরও সুযোগ ফিরে আসবে এমনটি আশা করছেন ব্যবসায়ীরা।

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'
এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.
917-282-9256
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury, Esq
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামুল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Timothy Bompart
Attorney at Law
Moin Choudhury
Attorney at Law
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

৪০০ কোটির পিয়ন পালিয়ে আমেরিকায়

(শেষ পাতার পর) করেছেন। মো. মীর হোসেন নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলার খিলপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন। নোয়াখালীর চাটখিল উপজেলার খিলপাড়া ইউনিয়নের নাহারখিল গ্রামে জাহাঙ্গীরের চার তলা বাড়ি আছে। ওই বাড়িতেই জাহাঙ্গীর থাকতেন। সেখানে এখন কেউ নেই। সব ফ্লোর তালাবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে।

মীর হোসেন সাংবাদিকদের জানান, জাহাঙ্গীর দুই বিয়ে করেছেন। প্রথম স্ত্রীর ঘরে এক সন্তান আর দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে তিন সন্তান রয়েছে। প্রথম স্ত্রী দেশে আছেন, তবে তার সঙ্গে জাহাঙ্গীরের যোগাযোগ নেই। দ্বিতীয় স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন।

মীর হোসেন বলেন, আমরা এত দিন জানতাম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তার খুবই ভালো সম্পর্ক। তার কার্যালয়ে আসা-যাওয়া আছে। হঠাৎ রোববার প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনে ৪০০ কোটি টাকার মালিক হয়ে যাওয়ার কথা শুনে লজ্জিত ও হতভম্ব হয়ে পড়ি। সন্ধ্যায় বিষয়টি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। তখনো জাহাঙ্গীর দেশেই ছিল। এরপর রাতে শুনেছি যুক্তরাষ্ট্রে চলে গেছে। এর আগে রোববার বিকালে গণভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তার বাসার সাবেক এক পিয়নের অর্থসম্পদের বিষয়টি সামনে আনেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমার বাসায় কাজ করেছে, পিয়ন ছিল সে, এখন ৪০০ কোটি টাকার মালিক। হেলিকপ্টার ছাড়া চলে না। বাস্তব কথা। কী করে বানাল এত টাকা? জানতে পেরেছি, পরেই ব্যবস্থা নিয়েছি।'

প্রধানমন্ত্রী ওই পিয়নের পরিচয় নিয়ে ইঙ্গিত না দিলেও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একাধিক সূত্র জানান, সেই পিয়নের নাম জাহাঙ্গীর আলম। তাকে নিয়ে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল। তার বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থেকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। জাহাঙ্গীর প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মচারী হিসেবে ২০০৯ থেকে ২০১৮ সালের দুই মেয়াদের পুরোটা সময় এবং প্রধানমন্ত্রীর টানা তৃতীয় মেয়াদেরও কিছু সময় ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলে থাকার সময়ও জাহাঙ্গীর তার বাসভবন সুধাসদনের ব্যক্তিগত স্টাফ হিসেবে কাজ করেছেন। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, জাহাঙ্গীর আলম প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত কর্মচারী হলেও নিজের পরিচয় দিতেন প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত বিশেষ সহকারী হিসেবে। এ পরিচয় ব্যবহার করে নিয়মিত সচিবালয়ে তদবির বাণিজ্য করতেন। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতার কাছে নানা তদবির করে অর্থ হাতিয়ে নিয়েছেন। একই পরিচয় ব্যবহার করে তিনি নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতির পদও বাগিয়ে নিয়েছিলেন। নোয়াখালী-১ সংসদীয় আসনে নিজের একটি রাজনৈতিক বলয় তৈরি করেছেন।

জাহাঙ্গীরের ব্যাংক হিসাব জব্দ: এদিকে জাহাঙ্গীর আলম, তার স্ত্রী কামরুন নাহার ও তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব জব্দ করার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে উল্লিখিত ব্যক্তি ও তাদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে কোনো হিসাব থাকলে সেসব হিসাবের লেনদেন মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ২৩(১)(গ) ধারার আওতায় ৩০ দিনের জন্য স্থগিত রাখার নির্দেশনা দেওয়া হলো।

নোয়াখালী পৌরসভার হরিনারায়নপুর গ্রামে রয়েছে জাহাঙ্গীরের বিলাস বহুল ভবন 'যারিয়াত ভিলা'। ৮তলা ভবনটি প্রায় ১০ শতাংশ জায়গার উপর অবস্থিত। ভবনটির দাম প্রায় ৬ কোটি টাকা।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	87-54 168th Street, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	859 Fillmore Ave
Jackson Heights, NY 11372	Jamaica, NY 11432	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

জালালাবাদ এসোসিয়শনের সদস্য সংগ্রহ সম্পন্ন

জালালাবাদ এসোসিয়শন অব আমেরিকা ইনকের সদস্য নিবন্ধন কার্যক্রম স্বতস্ফুর্তভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

(শেষ পাতার পর) উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রে বৃহত্তর সিলেটবাসীদের সামাজিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন।

মইনুজ্জামান চৌধুরী জানান, রোববার ছিলো জালালাবাদ এসোসিয়শন অব আমেরিকার নতুন সদস্য ও ভোটার অন্তর্ভূক্তির শেষ দিন। শেষ দিন পর্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেটে বসবাসরত বৃহত্তর সিলেটের সব জেলার প্রবাসীরা এ সংগঠনের সদস্য হয়েছেন। এ পর্যন্ত যারা সদস্য হয়েছেন, এসোসিয়শনের আগামী নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন।

সদস্য ও ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রমে সার্বিক তত্বাবধান করেন সভাপতি শাহীন কামালী, সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, সহ-সভাপতি দরুদ মিয়া রনেল (সিলেট), সহ-সভাপতি মনির উদ্দিন (সুনামগঞ্জ), সহ-সভাপতি বশির খান (মৌলভীবাজার), সহ-সভাপতি শেখ জামাল হোসেন (হবিগঞ্জ), সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান কার্যকরি কমিটির সদস্য মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সহিদুল হক রাসেল, সাহিত্য সম্পাদক আব্দুল চৌধুরী উমেল, সমাজকল্যাণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন লায়েক, কোষাধ্যক্ষ মইনুজ্জামান চৌধুরী, আইন সম্পাদক দেওয়ান মোতাসসির, কার্যকরি কমিটির সদস্য হেলিম উদ্দিন, মিজানুর রহমানসহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

সংগঠনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ কাইয়ুমের নেতৃত্বে, নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা হলেন বীর মুক্তিযোদ্বা আজিজুর রহমান সাবু (সিলেট), সৈয়দ শওকত আলী (মৌলভীবাজার) ও প্রফেসর আমিনুল হক চুন্নু (সুনামগঞ্জ)। কমিশন আগামী আগস্ট মাসে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচন পরিচালনা করবেন বলে জানা গেছে।

সাহিত্য সাময়িকী

সুডৌল কদম
দুলাল সরকার

বৃষ্টির ঝাপটা থেকে বাঁচাতে মুখটা
কেবলই এদিক ওদিক করে
কদম পাতাটা--- মরমি উৎসজাত
সুন্দর অদৃশ্য --- এভাবেই দৃশ্য হয়ে
ফুটে ওঠে মেঘের বিরহ, সারা অবয়ব
কাঁটা ও গুল্মের পাশে বৃষ্টির ঝিরঝির;
অনুভূতিশীল--- আমার হাতের মধ্যে
থরোথরো তোমার মুখটি ফুটে মানব প্রতীক-
একফোঁটা বিরল সৌন্দর্য
কম্পিত অধর, সুডৌল কদম, স্তনাভা সবুজ।

প্যাচিন প্লেস
জেবুন্নেছা জোৎস্না

হেমন্তে ম্যানহাটনের ঝরা পাতার কার্পেটে
লাবণ্যে নন্দন, গ্রীনউইচ ভিলেজ!
এখানে একদা বুদ্ধদেব বসু খুঁজে পাইনি
তোমার ঠিকানা, সে "প্যাচিন প্লেস"!

কালো গেটের সংলগ্ন, লাল ইটের প্রাচীরে
খোদিত নেমপ্লেট! পাশেই প্রোথিত শত বছরের
দেয়াল বাতিটি, যা নামফলকটিকে দেয় উজ্জ্বলতা!
আর আমি মুগ্ধ পেয়ে ঠিকানা- "প্যাচিন প্লেস"!

যেন রেড লাইটের অদৃশ্য কোন এক আইনে
কর্পোরেট জীবনের ট্রাফিক এখানে নিমিষেই স্তব্ধ!
তিনতলা বিল্ডিংয়ের সারিবদ্ধ দশটি ঘরের
ওয়েস্টার্ন চিত্রিত- এক নস্টালজিক ছিটমহল....!

লোহার ফায়ার এস্কেপ, স্যাশ জানালা গলিয়ে চোখ
আমি খুঁজছি একটি দরজা; লেখা 'ফোর'!
এইতো! কম্পিত এগোই.... এখনও কি
শব্দের খসড়ায় আঁকছে চিত্র সেই ছবির লেখক?

আমি কড়া নাড়ি, 'কামিংস কি বাড়ী আছো'?

ডুবে যাই সব রঙে
হোসাইন কবির

এই ধূসরতায় তাকিয়ে সব রঙে তলিয়ে যাই
এই ধবধবে শাদায় তাকিয়ে শিশুদের কান্না শুনি,
ডানা ছাড়া পাখি'র শোকার্ত পালকে
মৃত শিশুদের অবয়ব আঁকি, শিশুদের কান্না শুনি
যেনো তারা রয়েছে মিশে আমাদের শরীরে
যেনো তারা রয়েছে আমাদেরই শরীরের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে
এই শাদায়, ধূসরতায় অংকিত অসংখ্য শিশুর অবয়ব
ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত দেহেরই মানচিত্র

মাহমুদ দারবিশ আমরাও তোমার মত
এই উপত্যকায় 'ডানা ছাড়া পাখি'র শোকার্ত পালকে
অগণন শিশু আর নারীর অবয়ব আঁকি, আর
ডুবে যাই সব রঙে, ডুবে যাই শাদা ও ধূসরতায়।

উল্কাপাত
শারমিন সুলতানা রীনা

তোমাকে ছুঁয়ে যেতে
ইচ্ছেদের যখন খুব বেশী বাড়াবাড়ি
আমার জোটেনা তখন কিছুই।

বসন্তের রক্তিম আভায়
তোমার নির্জনতায় খুঁজি আশ্রয়
তুমি তখন উত্তরী বাতাসে উড়িয়ে দাও।

একটু মানবিক প্রেম ও পরশের কাছে
কতটা তৃষ্ণার্ত হলে কেউ
গড়ে তোলে শূন্যেই ঘর সংসার।

সেই কবে হারিয়েছি ভাষা,
হারিয়েছি কারুকাজ।

মাটির শরীর তবু মাটির কাছেই
পেতে চায় আজন্ম লালিত সাধ।

আকাশ কি রাখে মনে?
অঙ্গন থেকে কখন ঘটে
কোন উল্কাপাত।

স্মৃতির সোনা রোদ ঝরে পড়ে
দিলীপ কির্ত্তুনিয়া

বিকেল কিশোর ছেলেদের
একটি দুরন্ত ভলিবল কিনে দিয়েছি
ভালবাসার স্মারক।
খসে পড়া জীবনের
পাতা উল্টে গেছে বলে
আমি খেলতে পারি না--
তবে অতীব আনন্দে
ওদের খেলা দেখি।
এক ঝাঁক ফেনিল কিশোর
এক ঝাঁক ঢেউ শিখা যুবা
মাঠ ভরে খেলতে থাকে
নিপুন বেগে।
তীব্র আলোর মতো খেলা ছড়িয়ে পড়ে।
ওদের মধ্যে আমি আমাকে দেখি।
খেলারত-- খেলামগ্ন ওরা
আমার একান্ত ছায়া হয়ে যায়।
ওদের প্রত্যেকের ভেতর
আমি আবিস্কার করি যুবা আমাকে।
হাত পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে
ওরা খেলতে থাকে
মনে হয় আমার শৈশব-- আমার দুরন্তপনা
আমিই খেলতে থাকি।
অজস্র স্মৃতির সোনা রোদ ঝরে পড়ে
টুকরো টুকরো।

কাঠফুল
বশির আহমেদ

ঘুমের ভারে নুয়ে পড়ে চোখের পাতা।
গতকাল শরাব সন্ধ্যায় ফুটেছিল বর্ষার ফুল,
তোমার হরিণী চোখে ডুবে যায় সকাল দুপুর।
সরল বিশ্বাসে বর্গা দেওয়া অনিবন্ধিত মন,
কেওড়া পাতার ফাঁকে উপহাস করে বিবর্ণ সলিল!
সমুজ্জ্বল স্বপ্নের বাতিঘরে আহত নাবিক
প্রলম্বিত বেদনা মুছে দেয় রোদে পোড়া কাঠফুল।

অসমাপ্ত আমি
রেবেকা ইসলাম

ওরা বলেছিল ওই দূরের আকাশ
বৃষ্টির ফোঁটায় ফোঁটায় গল্প লেখে
আগুনদুপুরের তাপে তা মুছে যায়,
কার্বন পোড়ে প্রকৃতি কাঁদে
দুঃখ পোড়ে ঘর কাঁদে
যখন অন্ধকার ঘরে নির্জনতা কাঁদে
বাতাস টোকা দিয়ে যায় জানালায়
ঝরাপাতা ঝরতে ঝরতে উঁকি দেয়,
ঘাসের তুমুল সংসারের আয়োজনে
শিশিরের আকাঙ্ক্ষিত বিন্দু নেই
শুধু বিষণ্ণতার গুঞ্জন ছড়ায়
ভেঙে পড়ে দেউলিয়া দুপুর
তাই বুঝি তুলির এলোমেলো আঁচড়ে
হয়ে গেলাম দুর্বোধ্য হিজিবিজি
এক অসমাপ্ত আমি।

কাউন্সিলম্যান শাহীন খালিককে ‘মেয়র’ প্রার্থী ঘোষণা

‘শাহীন খালিক’ প্যাটারসন সিটির কাউন্সিলম্যান নির্বাচিত হওয়ায় বিজয় উৎসব সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন কাউন্সিল সভাপতি অ্যালেক্স মেন্ডেস, কাউন্সিলম্যান শাহীন খালিক। বিজয় উৎসবের কনসার্টে গান গাইছেন রন্টি দাস ।

কাউন্সিলম্যান ‘শাহীন খালিক সমর্থক পরিষদ’-এর আয়োজনে বিজয় উৎসবে প্যাটারসনের হিন্সলাইফ স্টেডিয়ামে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মিলনমেলায় পরিণত হয়।

অ্যালেক্স মেন্ডেস, কাউন্সিলম্যান শাহীন খালিক প্যাটারসন বোর্ড অব এডুকেশনের কমিশনার মোহাম্মদ রশীদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে সিটি মেয়র আন্দ্রে সায়া শাহীন খালিকের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, শাহীন খালিক বাংলাদেশী কমিউনিটিসহ প্যাটারসনে বসবাসরত মানুষের মৌলিক অধিকার আদায়ে যে ভাবে কাজ করছেন সেটি দৃষ্টান্ত হিসেবে থাকবে। প্রতিনিয়ত মানুষের কল্যাণে নিজের ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। এ জন্য এলাকার টানা তৃতীয় বারের নির্বাচিত কাউন্সিলর হয়ে একজন বাংলাদেশী-আমেরিকান হিসেবে এ দেশে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আজকের আয়োজনে মানুষের উপস্থিতি প্রমাণ করে তিনি কত জনপ্রিয়।

কাউন্সিল সভাপতি অ্যালেক্স মেন্ডেস তার বক্তব্যে বলেন, শাহীন খালিক প্যাটারসনে বসবাসরতদের শিক্ষার উন্নয়ন ও ক্রীড়া এবং সামাজিক বিকাশে নিরলস কাজ করে যাওয়ার জন্য তিনি এত জনপ্রিয়। তাইতো টানা তৃতীয়বারের মতো বিজয়ী হতে পেরেছেন। আগামীতেও তিনি তার এ জনপ্রিয়তায় কাঙ্খিত সফল স্থানে পৌঁছাতে পারবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

‘শাহীন খালিক’ নির্বাচন পরিচালনা পরিষদের প্রেসিডেন্ট মনসুর আহমেদ বলেন, শাহীন খালিক মানুষের কল্যাণে যেভাবে কাজ করে গেছেন তাই সবার ভোটে তিনি হ্যাট্রিক বিজয় পেয়েছেন। আগামী মেয়র নির্বাচনে আমাদের পরিষদ থেকে অন্য কাউকে সমর্থন দেওয়া হয়নি। প্যাটারসনে আগামী মেয়র নির্বাচনে আমাদেরই কমিউনিটির জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব শাহীন খালিককে ‘মেয়র’ প্রার্থী ঘোষণা করছি। আপনারা অতীতে যেভাবে তাঁকে সমর্থন ও ভোট দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, আগামীতেও তার জন্য আপনাদের কাজ করে যেতে হবে। এবার আমাদের বাংলাদেশী কমিউনিটির লোক হিসেবে শাহীন খালিককে মেয়র দেখতে চাই।

মনসুর আহমেদ আরো বলেন, আজকের এ বিজয় উৎসব থেকেই আগামীর মেয়র নির্বাচনে শাহীন খালিককে মেয়র পদে নির্বাচিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যেতে হবে।

বিজয় উৎসব ও ফ্যামিলী নাইটে উপস্থিত ৪ হাজার মানুষের জন্য চট্টগ্রামের বিখ্যাত মেজবান খাবারের আয়োজন করা হয়। মধ্যরাত পর্যন্ত স্টেডিয়ামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মঞ্চ মাতিয়ে রাখেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী রন্টি দাসসহ প্রবাসের সঙ্গীত শিল্পীরা। এ ছাড়া বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত উপস্থিত দর্শকদের জন্য বিভিন্ন ধরণের খেলাধুলার আয়োজন ছিলো এবং উৎসব অনুষ্ঠানে অর্ধশতাধিক কাপড়, খেলনা ও বাহারী পণ্যেরও স্টল ছিলো।

বিজয় উৎসবে আগত প্রবাসী বাংলাদেশীসহ স্থানীয় বাসিন্দারা।।

বিজয় উৎসব ও ফ্যামিলী নাইটে অংশ নেওয়া প্যাটারসনের একাধিক বাসিন্দা জানান, নিউজার্সীতে এরকম বাংলাদেশীদের বৃহৎ আয়োজন এই প্রথম। ‘শাহীন খালিক’ নির্বাচন পরিচালনা পরিষদের আয়োজনে প্যাটারসনে বসবাসরত সকল বাঙালীদের উপস্থিতিতে এ যেনো এক মিনি বাংলাদেশে পরিণত হয়েছে। শাহীন খালিক বাংলাদেশী হয়েও যেভাবে নিজের ভূমিকা রেখেছেন এখানকার মানুষের কল্যাণে আগামীতেও তিনি এ এলাকার মেয়র হিসেবে আমরা তাঁকে দেখতে চাই।

নতুন সাজে জ্যামাইকার ধাঁনসিড়ি রেষ্টুরেন্টের উদ্বোধন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:
নিউইয়র্ক সিটির জ্যাইকার হিলসাইড এভিনিউতে প্রতিষ্ঠিত ধাঁনসিড়ি রেষ্টুরেন্ট নতুন সাজে উদ্বোধন হয়েছে। বিগত ৯ বছর ধরে চাইনিজ খাবারের রেষ্টুরেন্ট হিসেবে পরিচিত এই রেষ্টুরেন্টটি এখন থেকে পুরো বাংলাদেশী খাবারের রেষ্টুন্টে হিসেবে চালু হলো। শুক্রবার (১২ জুলাই) বাদ জুম্মা দোয়া মাহফিলের মধ্যদিয়ে ‘ধানসিড়ি’র নতুন যাত্রা শুরু হয়।

‘ধানসিড়ি’ রেষ্টুরেন্টের কর্ণধার নূর মুয়িদ টিপু জানান, দীর্ঘ ৮/৯ বছর ধরে আমরা সুনামের সাথে একটি চাইনিজ রেষ্টুরেন্ট হিসেবে ‘ধানসিড়ি’ পরিচালনা করে আসছি। কিন্তু জ্যামাইকা সহ অশাপাশের এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশীদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে আমরা এই রেষ্টুরেন্টটি নতুন করে সাজিয়েছি। এছাড়াও বিদেশীদেরও বাঙালী খাবারের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। তিনি বলেন, ‘ধানসিড়ি’-তে বাংলাদেশী সকল প্রকার মুখরোচক খাবার পাওয়া যাবে।

উল্লেখ্য, ১৬৯-২৮ হিলসাইড এভিনিউ, নিউইয়র্ক ১১৪৩২ ঠিকানায় ‘ধানসিড়ি’ রেষ্টুরেন্ট প্রতিষ্ঠিত।

প্রবাসীদেরকে 'স্মার্ট কার্ড' দেয়া হবে

নিউইয়র্কে ড. মোমেন

বিশেষ প্রতিনিধি:
নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করেছেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান এবং সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে এ মোমেন এমপি। রোববার (১৪ জুলাই) রাতে জ্যাকসন হাইটসের মুনলাইট গ্রিল রেস্টুরেন্টের মিলনায়তনে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ড. মোমেন বলেন, খেটে খাওয়া প্রবাসী এবং তাদের স্ত্রী-সন্তান-স্বজনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত কল্পে স্মার্ট কার্ড ইস্যু করা হবে। এ ব্যাপারে অর্থমন্ত্রীর সম্মতিও পাওয়া গেছে। এই কার্ডধারীরা বাংলাদেশের যে কোনো বিমানবন্দরে বিশেষ চ্যানেলে যাতায়াত করতে পারবেন। এছাড়াও প্রবাসীর সন্তানেরা ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাবেন। যে কোনো অফিসে প্রয়োজনীয় কাজেও অগ্রাধিকার পাবেন।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের অন্যতম উপদেষ্টা ও বাকসু'র সাবেক জিএস ড. প্রদীপ করের সভাপতিত্বে এবং মতবিনিময় সভা পরিচালনা করেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মহিউদ্দিন দেওয়ান ও আবুল হাসিব মামুন। সভায় নানা ইস্যুতে কথা বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, হাজী এনাম, হাকিকুল ইসলাম খোকন, শাহ বখতিয়ার, শামসুল আবদিন, ওহিদুর রহমান মুক্তা, মোজাহিদুল ইসলাম, ফারুক হোসেন, ড. এম এ বাতের, সরাফ সরকার, মো. আকতার হোসেন, বঙ্গবন্ধু আইনজীবী সমিতির সভাপতি এডভোকেট মোর্শেদা জামান, শেখ হাসিনা মঞ্চের সভাপতি জালালউদ্দিন জলিল, রুমানা আকতার, জলি কর, কানেকটিকাট স্টেট আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ূন কবির, যুবলীগ নেতা শেখ জামাল, ইফজাল চৌধুরী, ছাত্রলীগের নেতা শহিদুল ইসলাম, মাহমুদুল হাসান, জেড চৌধুরী জয়, জাহাঙ্গীর এইচ মিয়া।

সভায় ড. মোমেনের পত্নী সেলিনা মোমেন উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ড. মোমেন বলেন, যারা অনেক বেশি পরিমাণে রেমিটেন্স পাঠাচ্ছেন তাদেরকে সিআইপি কার্ড দেয়া হয়েছে। কিন্তু খেটে খাওয়া সাধারণ প্রবাসীরা দেশে ফেরার সময় এয়ারপোর্টে অবহেলিত হচ্ছেন, নিজ এলাকার অফিস-আদালতে অনেক সময়েই পাত্তা পাচ্ছেন না। এসব রেমিটেন্স যোদ্ধার সন্তানেরাও লেখাপড়ায় তেমন সুবিধা পাচ্ছেন না। সামগ্রিক অবস্থার আলোকে এই স্মার্ট কার্ড প্রবর্তনের প্রস্তাব দিয়েছিলাম, তা অর্থ মন্ত্রণালয় গ্রহণ করেছে। আর এভাবেই শেখ হাসিনা যে সত্যিকার অর্থেই প্রবাস-বান্ধব সরকার তা দৃশ্যমান হচ্ছে।

ড. মোমেন বলেন, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ৩০ ডিসেম্বরকে 'প্রবাসী দিবস' ঘোষণা করা হয়েছে। এরফলে দিবসটিতে বিদেশের সকল মিশনে প্রবাসীরা নিজেদের সমস্যা, অসুবিধার কথা অবাধে উপস্থাপন করতে পারবেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ রচনার পথ বেয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রেও বিদেশের অভিজ্ঞতা স্বাধীনভাবে পেশ করতে পারবেন।

কোটা বিরোধী আন্দোলন প্রসঙ্গে ড. মোমেন বলেন, গত ৪৩ বছর নানা প্রতিকূলতা ডিঙ্গিয়েই শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের মহাসড়কে উঠিয়েছেন। ২০৪১ সালের মধ্যেই উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত হবে বাংলাদেশ। তাই কোটা বিরোধী আন্দোলনের নামে মহলবিশেষের যে অপতৎপরতার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে তারও অবসান ঘটবে জননেত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণতাপূর্ণ নেতৃত্বেই। এ নিয়ে সংশয়-সন্দেহের কোন অবকাশ থাকা উচিত নয়।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমানের বিরুদ্ধে অসাংগঠনিক কর্মকান্ডের অভিযোগ এবং পদ-পদবি বিক্রির প্রসঙ্গ উত্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে ড. মোমেন বলেন, তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের খুবই গুরুত্ব দিয়ে আসছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। তার সমীপে বিরাজিত পরিস্থিতি যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হলে নিশ্চয়ই তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন। আগামী সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগদানের সময় বিষযগুলো তাঁর কাছে তুলে ধরার পরামর্শ দেন।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে পারিবারিক সফরে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে এ মোমেন। আগামী ২০ জুলাই তার বাংলাদেশে ফেরার কথা।

প্রবাস জীবনে আহমদ পরিবারের কৃতিত্ব

একই পরিবারে দুই বোন ডাক্তার

আশরাফ হাসান:
যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘদিন যাবত বসবাসকারী, নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির অতি পরিচিত মুখ, ডজনখানেক মসজিদ-মাদ্রাসা, স্কুল, সামাজিক সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ইকবাল আহমদ মাহবুব। তাঁর গ্রামের বাড়ি বৃহত্তর সিলেটের ছাতক উপজেলার নুরুল্লাপুর গ্রামে। পিতা বিশিষ্ট সালিস ব্যক্তিত্ব ওয়াছিব উল্লাহ ও মাতা কমরুন্নেছা। একান্নবর্তী পরিবারের হাল ধরতে ব্যাচেলর পাশ করার আগেই কর্মজীবনে পা রাখেন একজন ব্যাংকার হিসেবে, তারপর ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন। ১৯৮৮ সালে জীবিকার তাগিদে পাড়ি জমান আটলান্টিক পাড়ের এই দেশে। এরপর ক্লান্তিহীন জীবনসংগ্রাম হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে স্থির লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া নিউইয়র্কে। তার আগমণ এমন এক সময়ে যখন অভিবাসী বিশেষ করে বাংলাদেশীদের জন্য বিপদসংকুল এক ভীতিকর পরিবেশ বিরাজ করছিল। বিশেষ করে হেইট ক্রাইম আর জাতিগত বিদ্বেষের ঘটনা ঘটতো প্রায় প্রতিদিন।

এমন পরিস্থিতিতে সর্বত্র কিছু অসম সাহসী, আত্মপ্রত্যয়ী বাংলাদেশী কমিউনিটি এ পরিস্থিতিতে ঘুরে দাঁড়ান। প্রতিবাদে সরব হয়ে উঠেন তারা কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ করে গড়ে তুলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ। নিজেদের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় মূলধারার রাজনীতিবিদদের সাথে ঘনিষ্টভাবে এ সমস্যার সমাধানে কাজ করতে থাকেন। আত্মবিশ্বাসী ইকবাল আহমদ মাহবুব হাতেগোনা এমন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্টদের অন্যতম। এক সময় এ প্রচেষ্টার ফলাফল অনুকূলে আসতে থাকে। স্থানীয় প্রশাসনের সুনজরে আসায় নিরাপদ বসবাসে কার্যকরী আইন প্রণীত হয়। প্রসঙ্গত এর সুফল হিসেবেই নব্বই দশকে 'আমেরিকার মেয়র' হিসেবে খ্যাত নিউইয়র্কের সফল মেয়র রুডি জুলিয়ানীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় (১৯৯৪-২০০১) অপরাধমূলক কাজ ও জাতিগত বিদ্বেষ উল্লেখযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। কমিউনিটির মুখে প্রচলিত একটি কথা- 'সেই সময় নিউইয়র্কের ক্রাইম জোন বলে খ্যাত 'হারলেম' এলাকায় অপরাধীদের দৌরাত্ম্যে বিদেশীদের পক্ষে হাঁটাচলা করা ছিল অসম্ভব। বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য কমিউনিটির ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় প্রশাসনের হস্তক্ষেপে সেই হারলেম'ও এক সময় বসবাসের উপযোগী হয়ে উঠে।'

ইকবাল আহমদ ১৯৯৪ সালে এদেশে নিজ পরিবারকে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। তারপর শুরু আহমদ পরিবারের জীবন চলার গল্প। বরাবরের মতো ইকবাল আহমদের লালিত স্বপ্ন সম্পদ আর বাড়ি- গাড়ি নয়' Plain living, high thinking।' তিনি এমন প্রত্যয়ে সদা অটল তাই ছেলেমেয়েদের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেননি। প্রবাসে ঘরভাড়া, নিত্য ব্যয় ঠিক রেখে এ কাজটি যে কতো দুঃসাধ্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ সে কঠিন কাজটি আন্তরিকতার সাথে সম্পাদন করতে পেরেছেন এ কর্মপাগল মানুষটি স্কুল- কলেজ জীবনে তার দুই পুত্র ও তিন মেয়ে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নিজেদের ক্যারিয়ার গঠনে সফলতা পেয়েছেন।

ইকবাল আহমদ-এর বড় পুত্র বদরুদ্দোজা আহমদ নোমান সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত। কনিষ্ট পুত্র ইমরান আহমদ আইটি জব করেন। বড় মেয়ে জাহেদা সোমা একটি কোম্পানিতে কাজ করেছেন। মেঝো মেয়ে ফাহমিদা কেয়া নিউইয়র্ক ষ্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টর অব মেডিসিন (এমডি) এবং কনিষ্ট কন্যা সাজেদা শিফা আহমদ সম্প্রতি (২০২৪ সালে) Ross University School of Medicine থেকে Doctor of Medicine (Md) সম্পন্ন করে নিউইয়র্কে রেসিডেন্সি করছেন। মার্কিন মুল্লুকে একই পরিবারে বাংলাদেশী দুই সহোদরা ডাক্তার। এমন উদাহরণ হয়তো কমই আছে। এভাবেই আহমদ পরিবারের সদস্যরা কঠোর অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরীক্ষায় সময়োর্ত্তীর্ণ বলা যায়।

একই ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টারত আহমদ পরিবারের দ্বিতীয় প্রজন্ম ইকবাল আহমদের মেয়ের তরফের নাতনি জিহান মুনতাহা শেখ এবছর Bachelor of science in Biology with summa cum laude honor কৃতিত্বের সাথে সম্পন্ন করেছেন। তার সার্বিক সফলতার পেছনে পরিবারের গৃহিণী সফিয়া আহমদের ভূমিকা অনেকটা 'কিং মেকার'-এর মতো। একজন আদর্শ মাতার স্বভাবগুণ ও সহিষ্ণুতার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বলেই এমন পরিবারের সদস্যরা জীবনে সাফল্যের আসনে অধিষ্ঠিত হতে চলেছেন। সফিয়া আহমদ ঐতিহ্যগতভাবে ধার্মিক ও শিক্ষক পরিবারের সন্তান হওয়ায় নিজের সন্তানদেরও সেই মূল্যবোধে দীক্ষিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এমন পরিবারের মতো আরো অনেক বাংলাদেশী পরিবার আমেরিকার প্রবাস জীবনে বাংলাদেশীদের ঐতিহ্যগাথাকে ক্রমশ সমদ্ধ করে তুলছেন। সকলের জন্য তারা প্রেরণা, সাফল্য ও জীবনসংগ্রামের কাঙ্খিত মডেল হয়ে বেঁচে থাকবেন যুগযুগ ধরে- এমনটি প্রত্যাশা শুভাকাঙ্খীদের।

নিউইয়র্ক প্রবাসী হারুনুর রশীদ বাবলুর জানাজা ও দাফন সম্পন্ন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ):
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক প্রবাসী টাঙ্গাইলের করটিয়ার হারুনুর রশীদ বাবলু'র নামাজে জানাজা ও দাফন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (১০ জুলাই) বাদ জোহর জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে তার মরদেহ লং আইল্যান্ডের ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল মুসলিম কবর স্থানে দাফন করা হয়। নিউইয়র্কের কুইন্স ভিলেজে স্থায়ীভাবে বসবাসরত বাবলু মঙ্গলবার (৯ জুলাই) বিকেল ৭টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় লং আইল্যান্ড জুইস হাসপাতালে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন)। খবর ইউএনএ'র।

জানাজা নামাজে ইমামতি করেন জেএমসি'র খতিব ও ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগ। নামাজের আগে উপস্থিত সবার কাছে দোয়া চেয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন মরহুম বাবলু'র একমাত্র ছেলে ইয়াসরিব রশিদ অনিম ও জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি) পরিচালনা কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারী ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। জানাজায় বিপুল সংখ্যক প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী সহ সর্বস্তরের প্রবাসী অংশ নেন। ব্যক্তিগত জীবনে স্বল্পভাষী, বন্ধুবৎসল ও নিরহংকারী হারুনুর রশীদ বাবলু'র দীর্ঘদিন ধরে ব্রেন ক্যান্সার সহ শারীরিক নানা সমস্যায় ভুগছিলেন। তার বয়স হয়েছিলো ৬৬ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী এবং এক পুত্র ও এক কন্যা ও ৬ ভাই-বোন সহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। তার এক ভাই ও তিন বোন নিউইয়র্ক প্রবাসী এবং অপর এক ভাই ও দুই বোন দেশে বসবাস করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসীদের সামাজিক সংগঠন টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ ইনক'র সাবেক সভাপতি। তার ইন্তেকালের খবরে প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী সহ বন্ধুমহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে হারুনুর রশীদ বাবলু নামাজে জানাজায় উপস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশীরা। ইনেসেটে হারুনুর রশীদ বাবলু।

এদিকে হারুনুর রশীদ বাবলু'র ইন্তেকালে গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়েছেন টাঙ্গাইল সোসাইটি'র সভাপতি মোহাম্মদ শামসুজ্জামান খান ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আশরাফ ভূইয়া টনি। এছাড়াও প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসী ইউএসএ ইনক' সভাপতি মোহাম্মদ ফরিদ খান ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শরীফ সিকদার পৃথক বিবৃতিতে কমিউনিটির পরিচিত মুখ হারুনুর রশীদ বাবলু'র ইন্তেকালে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

এছাড়াও গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন সাপ্তাহিক হককথা ও আজকের টেলিগ্রাম সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ।

জকিগঞ্জ সোসাইটির বনভোজন, নতুন কমিটি ঘোষণা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:
জকিগঞ্জ সোসাইটি ইউএসএ এর বার্ষিক বনভোজন গত ৬ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়েছে। হার্ডসন নদীর পাশে ছায়াঘেরা স্নিগ্ধ এক পরিবেশে নিইউয়র্কের কর্টন পয়েন্ট পার্কে এ বনভোজনের আয়োজন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত উল্লেখযোগ্য জকিগঞ্জবাসী এই বনভোজনে অংশ নেয়। বনভোজনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান এবং ইউর ড্রিম হোম কেয়ারের সিইও ও প্রেসিডেন্ট এম এ আজিজ। এছাড়াও বৃহত্তর সিলেট সহ বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্টজনেরা এতে অতিথি ছিলেন।

অনুষ্ঠানে এম আজিজ বলেন, সিলেটবাসীর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। জকিগঞ্জ সোসাইটির আজকের এই বনভোজন এটা একটা পারিবারিক বনভোজনের মতো। এখানে আমরা বংলাদেশীরা সবাই একটা পরিবারের মতো। সুন্দর অসাধারণ একটি বনভোজন আয়োজন করেছে জকিগঞ্জ সোসাইটি। এ জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই। তিনি আরো বলেন, মূলত: আমি একজন নিউইয়র্কের কনস্ট্রাকশন ব্যবসায়ী। কিন্তু কমিউনিটির মানুষকে সহায়তার জন্য আমার হোম কেয়ার প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা সর্বোচ্চ সেবা দেয়ার চেষ্টা করবো।

বনভোজনে জকিগঞ্জ সোসাইটি ইউএসএ এর নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। ২০২৪-২০২৫ মেয়াদের কমিটির কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি- মো: কায়সারুজ্জামান চোধুরী, সহ সভাপতি- মো: কাজী এনামুল হক, ফারুক আহমদ লসগর ও আব্দুল মানিক, সাধারণ সম্পাদক- মো: ইপন চোধুরী, সহ সাধারণ সম্পাদক- সৈয়দ আব্দুল রব রাহাত ও কাজী এনামুল হক আকরাম এবং সহ মহিলা সম্পাদক জিন্নাত আরা লসগর।

কমিটি ঘোষণার পর নতুন সভাপতি কাউসরুজ্জামান চোধুরী সবার সহযোগিতা কামনা করে বলেন, আমাকে যে গুরু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পালন করার চেষ্টা করবো।

মুনা ম্যানহাটান চ্যাপ্টারের বনভোজন ও ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: মুসলিম উম্মাহ অব আমেরিবা (মুনা)-এর ম্যানহাটান চ্যাপ্টারের বনভোজন ও ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৭ জুলাই রোববার ম্যানহাটানের ইস্ট রিভারের তীরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ঘেরা র‍্যান্ডাল আইল্যান্ডে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার মধ্যে ছিলো শুভেচ্ছা বিনিময়, আড্ডা, বিভিন্ন খেলাধূলা, প্রীতি ভোজ প্রভৃতি। আনুষ্ঠান আয়োজনে সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন: নাজমুল হোসাইন, ইঞ্জিনিয়ার আশরাফ আলী, মোতালেব বাবু, বিপ্লব প্রমুখ।

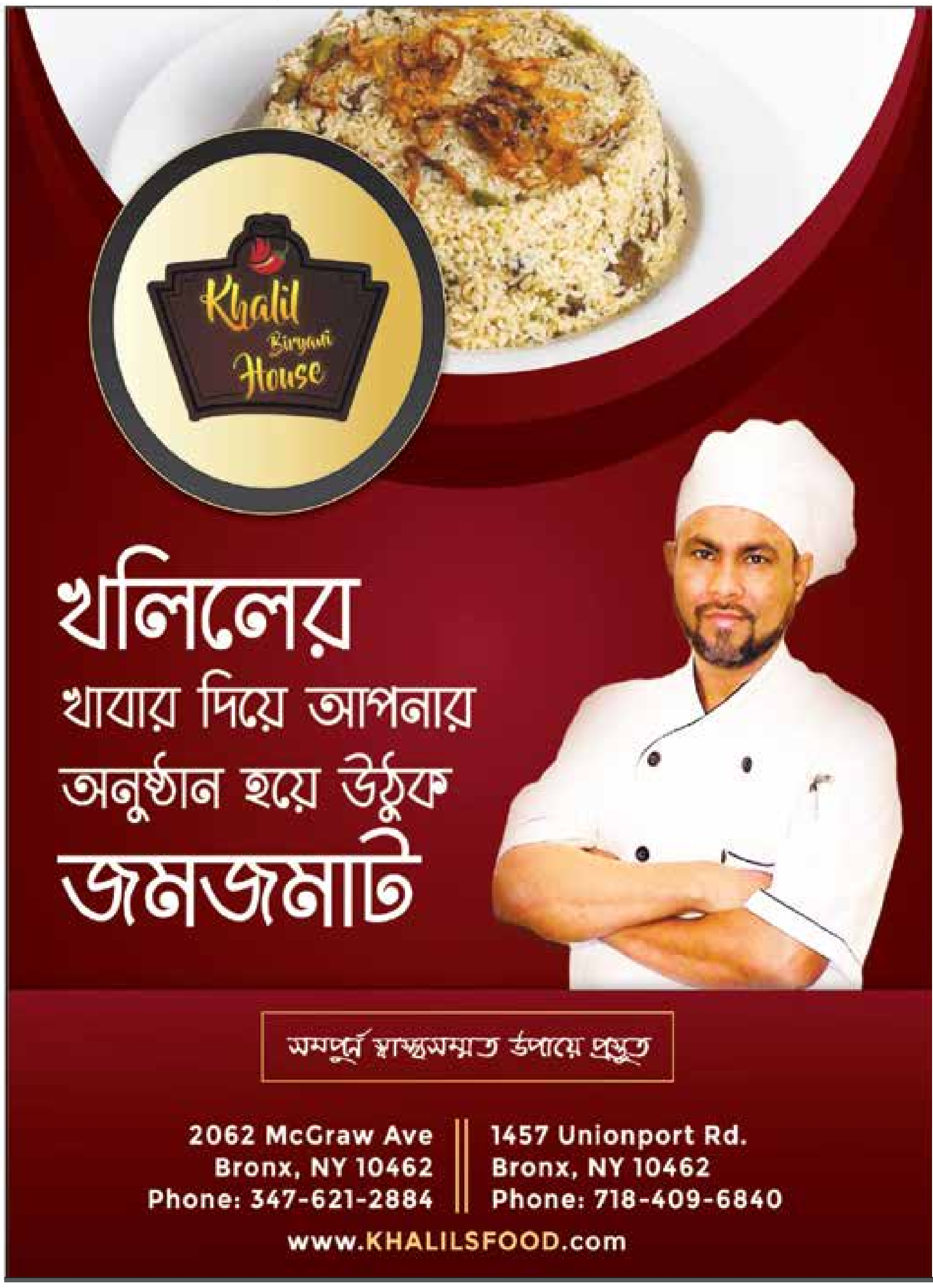

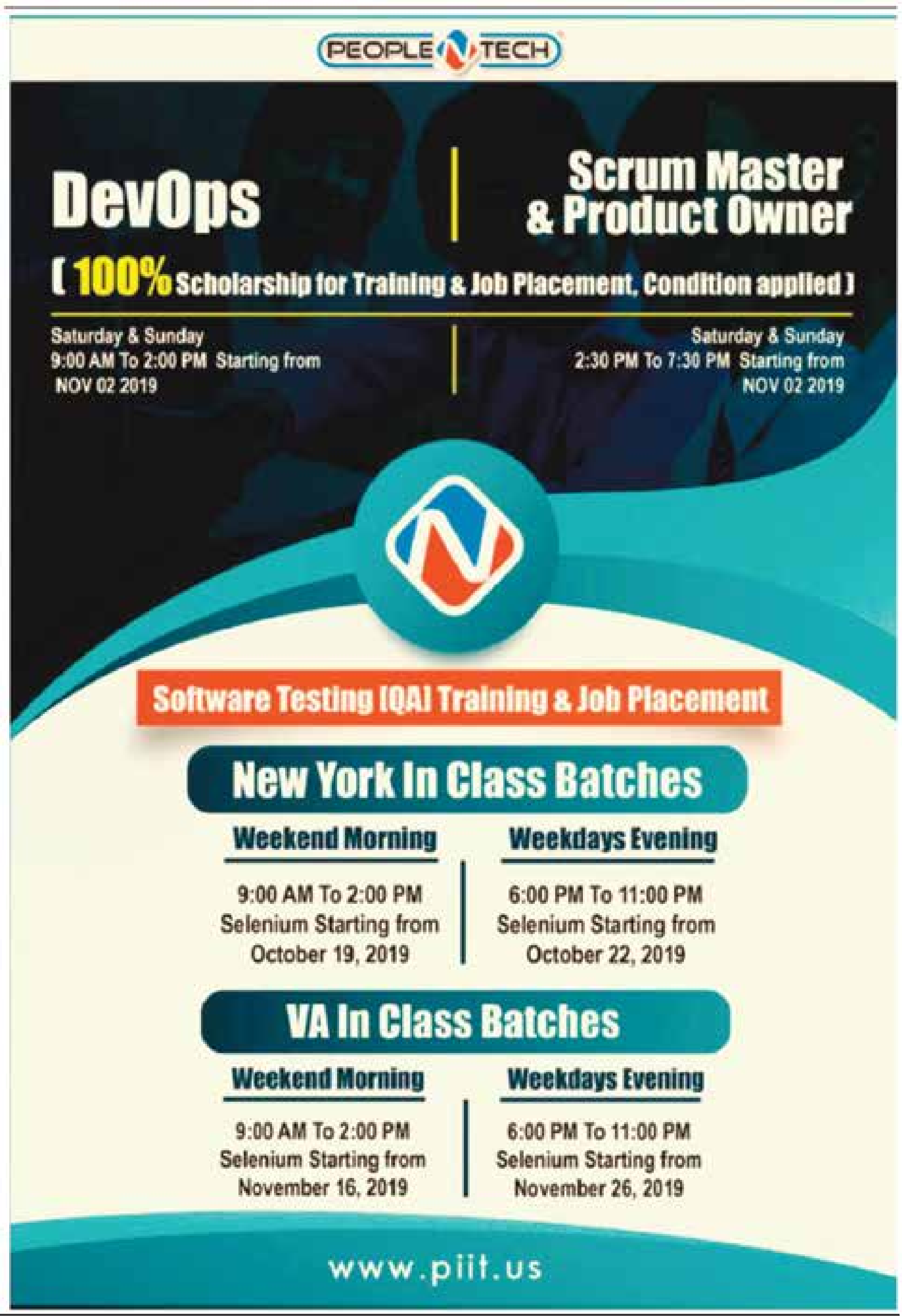

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।

দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য

আপনাদের সেবায়

ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

মহররম মাস প্রেরণার বাতিঘর

(২৯তম পাতার পর) এরা দেশের সীমানা প্রাচীর অতিক্রম করে মরণাস্ত্র নিয়ে অন্যের প্রাচীরের ভেতর প্রবেশ করার জন্য কোন লাইসেন্সের প্রয়োজন হয় না। অন্যের ভৌগোলিক সার্বভৌমত্বকে যে কোন সময় তছনছ করে প্রবেশ করার অধিকার তার রয়েছে। কারো নিন্দা জ্ঞাপণ বা আন্তর্জাতিক নিয়ম-কানুনকে সে পরোয়া করে না। এরা পৃথিবীর দেশে দেশে বহু দালাল ও লোভী শ্রেনীর স্বৈরাচার সৃষ্টি করেছে। তাদের সহযোগীতা নিয়ে বর্তমানে দেশে দেশে নিরীহ মানবতার রক্তের হোলী খেলায় মেতে উঠেছে।

দেশীয় স্বৈরাচারঃ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাঁকা পথে ক্ষমতারোহী কিছু শাসক রয়েছে যারা স্বৈরাচারী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এরা সাধারণত আন্তর্জাতিক স্বৈরাচারের দোসর অথবা দালাল অথবা উচ্ছিষ্টভোগী হয়ে থাকে। কোন কোন দেশের শাসক পার্শ্ববর্তি দেশের সমর্থন ও সহগোগীতা নিয়ে জনগণের ওপর শাসণ চালায়। দেশের সম্মানিত লোকদের অপমানিত করে। পরবর্তী ক্ষমতারোহনের পথে যারা হুমকী, তাদের জেল-জরিমানা, জুলুম-নির্যাতন এমনকি দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ক্ষমতাকে অব্যাহত রাখার জন্য বা স্বৈরতন্ত্রকে পাকাপোক্ত করার জন্য এরাই আন্তর্জাতিক স্বৈরাচারকে নিজ দেশে ডেকে আনে এবং জনগণের ওপর অত্যাচার চালায়।

এ উভয় শ্রেনী একটি বৈশিষ্ট্যে গভীর মিল রয়েছে, তাহলো ইসলামের সাথে বৈরীতা পোষণ করা। ইসলামকে খুবই ভয় পায়। কারণ অন্যান্য শ্রেনী-গোষ্ঠীর লোক হয়ত এক সময় স্বৈরতন্ত্রের সাথে মিশে যেতে পারে। কিন্তু ইসলাম, ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী কখনো স্বৈরতন্ত্রের সাথে হাত মিলাতে পারে না। বরং ইসলাম স্বৈরতন্ত্রকে উৎখাত করে সেখানে ন্যায়-ইনসাফ ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। এ জন্য স্বৈরাচারদের পথে প্রধম ও প্রধান বাধা হলো ইসলাম। তাই তারা প্রথমে ইসলামকে উৎখাত করার চেষ্টা চালায়। নানা অজুহাত সৃষ্টি করে এদের ওপর অত্যাচারের ষ্টীমরোলার চালায়।

৪. আমাদের করণীয়:

ইমাম হোসাইন (রা:) শাহাদাত আমাদের জন্য প্রেরণার বাতিঘর। আমাদেরকে ঈমামের শাহাদাতের মুল উদ্দেশ্য ভালো করে উপলব্ধি করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদী নীতি সংরক্ষণের জন্য ইমামের শাহাদাত ছিল এক ঐতিহাসিক নযরানা। আমাদেরকে প্রথমতঃ ইসলামী সমাজ বিনির্মানের পথে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই ইমামের প্রতি ভালবাসার যর্থার্থতা প্রকাশ পাবে। মনে রাখতে হবে এ পথে বাঁধ সাজবে পৃথিবীর তাবত তাগুতী শক্তি ও কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী। ইমাম হোসাইন (রা:)-এর মতো দৃঢ ঈমান নিয়ে আমাদেরকে এ সকল শক্তির মোকাবেলায় এগিয়ে যেতে হবে।

উৎসবমুখর পরিবেশে ‘টাঙ্গাইল সোসাইটি’র

(৩য় পাতার পর) র‍্যাফল ড্র’র আগে আমন্ত্রিত অতিথিগণ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে টাঙ্গাইলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পৌরসভার জনপ্রিয় চেয়ারম্যান মরহুম শওকত আলী খানের স্ত্রী, এনওয়াইপিডি’র অফিসার মোহাম্মদ গোলাম কিবরীয়া খান, সাপ্তাহিক হককথা ও আজকের টেলিগ্রাম সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, প্রফেসর গোলাম মোস্তফা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠান উপস্থাপনা ও পরিচালনায় ছিলেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি খন্দকার মাহবুব হোসেন।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, দেওয়ান আমিনুর রহমান ও মিজানুর রহমান খান আপেল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মজিবর রহমান, মির্জা নূর-এ আলম ও খন্দকার মনিরুজ্জামান আরিফ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বনভোজন অনুষ্ঠান আয়োজনে বিশেষ সহযোগিতায় ছিলেন শহীদুল ইসলাম শহীদ, ইমরুল আলম শাহেদ, আজাদ আলী খান, মোহাম্মদ আলী, মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, ইউনুস আলী মাস্টার, মোহাম্মদ সোহেল রানা রিপন প্রমুখ।

র‍্যাফল ড্র’র উল্লেখযোগ্য পুরস্কারের মধ্যে রাইট কেয়ার ফার্মেসীর স্বত্তাধিকারী ইকবাল রশীদ রানার সৌজন্যে প্রথম পুরস্কার ছিলো নগদ দেড় হাজার ডলার। এটি জিতে নেন জহিরুল ইসলাম। ল অফিস অব মাইকেল গাসি ইএসকিউ এন্ড এসোসিয়েটস পিসি’র কাজী জামান ও জিয়া হক-এর সৌজন্যে দ্বিতীয় পুরস্কার ছিলো নগদ এক হাজার ডলার। ইয়েলো ট্যাক্সি রেন্টাল উইকলী এন্ড ডেইলী অ্যাভেইল্যাবেল-এর জাহিদুল ইসলাম বাসেদ-এর সৌজন্যে তৃতীয় পুরস্কার ছিলো নগদ ৫০০ ডলার। এছাড়াও তৃতীয় পুস্কার ছিলো ৫৫ ইঞ্চি স্যামসং কালার টিভি (আলম মোহাম্মদ), চতুর্থ পুরস্কার ছিলো ল্যাপটপ (মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, ডালাস), পঞ্চম পুরস্কার ছিলো ৫০ ইঞ্চি লীড স্মার্ট টিভি (সাঈদ আলম)। এছাড়াও আরো ৭টি আকর্ষণীয় পুরস্কার সহ মোট ১২টি পুস্কার ছিলো র‍্যাফল ড্র-তে। বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন কর্ণফুলী হোম কেয়ার এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস-এর কর্ণধার হোম্মদ হাসেম, দেওয়ান মেহেদী হাসান ও দেওয়ান আলী ইমাম, মিতালী সার্ভিসেস এক হক’স ইন্টেগ্রেটিভ ওয়েলনেস সেন্টার, আনোয়ার শাহিদ ও মোহাম্মদ জাকির হোসেন। টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ ইনক’র বার্ষিক বনভোজন সফল করায় সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ শামসুজ্জামান খান ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আশরাফ ভূঁইয়া টনি আরিফ সকল অতিথিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেল্স ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized IRS e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

“EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER”
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা
যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

কোপায় টানা দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা

ইশতিয়াক সজীব:
ম্যাচের বিরতিতে কলম্বিয়ান পপতারকা শাকিরা গাইলেন-'হিপস ডোন্ট লাই'। সঙ্গে আরও তিনটি গান। তার উদ্দাম নৃত্যে উত্তাল হলো মিয়ামির হার্ড রক স্টেডিয়াম। বিরতি শেষে কান্নার কোরাস। ৬৬ মিনিটে চোট নিয়ে মাঠ ছাড়ার সময় লিওনেল মেসির শ্রাবণধারার কান্না দিয়ে যার শুরু। তীরে এসে তরি ডোবার শঙ্কায় পরে শিশুর মতো কেঁদেছেন আর্জেন্টিনা অধিনায়ক। টেলিভিশনের পর্দায় মহানায়কের কান্নার দৃশ্য দেখে অনেক আর্জেন্টাইন সমর্থকেরও চোখ ভিজে যায়। গোলশূন্য ৯০ মিনিট শেষে ম্যাচ গড়ায় অতিরিক্ত সময়ে, বাড়ে কান্নার বেগ। বদলি হিসাবে নেমে ১১২ মিনিটে লাওতারো মার্তিনেজ করেন কোপা আমেরিকার শিরোপা নির্ধারণী গোল। এরপর ডাগআউটে ছুটে গিয়ে মেসিকে জড়িয়ে ধরে শুরু হয় মার্তিনেজের শাপমোচনের কান্না।

একটু পর তুলে নেওয়া হয় আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষ ম্যাচ খেলা আনহেল দি মারিয়াকে। ডাগআউটে ফিরে কান্নাভেজা চোখে মেসিকে জড়িয়ে ধরেন দি মারিয়া। ১৬ বছরের সতীর্থ ও বন্ধুকে বিদায় জানাতে গিয়ে মেসিও কাঁদলেন আরেকবার। এরপর রেফারির শেষ বাঁশি এবং কলম্বিয়ার স্বপ্নভঙ্গের হলুদ কান্না ও আর্জেন্টিনার ঐতিহাসিক ত্রিমুকুট জয়ের আনন্দাশ্রু মিলেমিশে একাকার।

বাংলাদেশ সময় সোমবার সকালে (যুক্তরাষ্ট্র সময় রোববার সন্ধ্যা) মিয়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে দর্শক হাঙ্গামায় ৮২ মিনিট দেরিতে শুরু হওয়া তুঙ্গস্পর্শী আবেগের ফাইনালে কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে কোপা আমেরিকায় রেকর্ড ১৬তম শিরোপা জিতে নিল আর্জেন্টিনা। মার্তিনেজের গোলে দি মারিয়ার বিদায় রাঙিয়ে প্রথম লাতিন দল হিসাবে টানা তিনটি বড় শিরোপা জয়ের অনন্য কীর্তিও গড়েছেন মেসিরা।

২০২১ কোপা আমেরিকার পর ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ জেতা আর্জেন্টেনা এবার জিতল ২০২৪ কোপা আমেরিকা। এর আগে স্পেন এই কীর্তি গড়েছিল ২০১০ বিশ্বকাপ এবং ২০০৮ ও ২০১২ ইউরো জিতে। আর্জেন্টিনা ত্রিমুকুট জয়ের কীর্তি গড়ল কলম্বিয়ার টানা ২৮ ম্যাচের অজেয় যাত্রা থামিয়ে। কোপার ফাইনালের আগে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারীতে আর্জেন্টিনার বিপক্ষেই সবশেষ হেরেছিল কলম্বিয়া। গোটা টুর্নামেন্টে দুর্দান্ড় খেলেও নিজেদের ২৩ বছরের শিরোপাখরা ঘোচাতে পারলেন না হামেস রদ্রিগেজরা।

ফাইনালে গোল করাটাকে অভ্যাস বানিয়ে ফেলা দি মারিয়া বিদায়ি ম্যাচে গোল না পেলেও খেলেছেন দুর্দান্ত। তাকে চ্যাম্পিয়ন হিসাবে বিদায় জানানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া মেসির মুখে শেষ দৃশ্যে হাসি ফোটান রাওতারো মার্তিনেজ। আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জিতলেও ব্যক্তি মার্তিনেজকে কাতার থেকে শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছিল। বিশ্বকাপে ছয় ম্যাচ খেলেও গোলের খাতা খুলতে না পারা সেই মার্তিনেজই এবার পাঁচ গোল করে কোপার সর্বোচ্চ গোলদাতা হলেন। অতিরিক্ত সময়ে বদলি হিসাবে নেমে ফাইনালের নায়কও তিনি। প্রথমার্ধে চালকের আসনে থাকা কলম্বিয়া পোস্টের বাধায় গোলবঞ্চিত হয়।

দ্বিতীয়ার্ধে মেসি চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ার পর আর্জেন্টিনার নিকো গঞ্জালেসের গোল বাতিল হয় অফসাইডে। অতিরিক্ত সময়ের খেলাও যখন শেষের পথে, তখনই জিওভানি লো সেলসোর পাস থেকে কলম্বিয়া গোলকিপারের মাথার ওপর দিয়ে বল জালে পাঠিয়ে দি মারিয়ার স্বপ্নের মতো বিদায় নিশ্চিত করেন মার্তিনেজ।

ট্রফি জয়ের দিক থেকে মেসি বিশ্ব সেরা

স্পোর্টস ডেস্ক: লিওনেল মেসি মানেই রেকর্ডের রাজা। ক্লাব হোক বা দেশের জার্সিতে তার নামের পাশে শুধুই রেকর্ড এবং নজিরের ছড়াছড়ি। সোমবার সকালে কলম্বিয়াকে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো কোপা আমেরিকা জিতে ইতিহাস গড়ে আর্জেন্টিনা। ফুটবলের ইতিহাসে সর্বাধিক ট্রফি জয়ের রেকর্ড এখনো মেসির দখলে। কোপা আমেরিকার ফাইনালে কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে পরাজিত করার ফলে আর্জেন্টাইন তারকা হিসেবে লিওনেল মেসি তার টানা তৃতীয় আন্তর্জাতিক ট্রফি জিতেছেন।

এটি মেসির ক্যারিয়ারের ৪৫তম ট্রফি জয়। ট্রফি জয়ের দিক থেকে মেসি ব্রাজিলের দানি আলভেসকে পেছনে ফেলে সর্বকালের সবচেয়ে বেশি ট্রফিজয়ী ফুটবলার হয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন। ক্লাব এবং দেশ মিলিয়ে এই সংখ্যায় পৌঁছলেন মেসি।

মেসির যে রেকর্ডে রঙিন আর্জেন্টিনার কোপা জয়

একটা সময় বার্সেলোনার হয়ে জিতেছিলেন সবকিছুই। তবে দেশের হয়ে কোনো ট্রফি জিততে পারছিলেন না। ২০২১ সালের পর বদলে গেছে সবকিছুই। তিন বছরের মাঝে বিশ্বকাপসহ টানা দ্বিতীয় কোপা আমেরিকা শিরোপা জয়ের স্বাদ পেলেন মেসি।

আর্জেন্টিনার হয়ে সবার প্রথমে মেসি জিতেছেন ২০০৫ সালের অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপ। এরপর ২০০৮ সালের অলিম্পিকে স্বর্ণপদক জিতেন। সবচেয়ে বড় তিন সাফল্য এসেছে ২০২১ সালের পর। ২০২১ ও ২০২৪ সালে জিতেছেন টানা দুটি কোপা আমেরিকা, ২০২২ সালে জিতেছেন ফাইনালিসিমা ট্রফি। ২০২২ সালে ফিফা বিশ্বকাপ শিরোপা জিতেছেন মেসি। এবার ফের কোপা জিতলেন।

মেসি বার্সেলোনার হয়ে ১০টি লা লিগা, ৭টি কোপা দেল রে, আটটি সুপার কাপ ও চারটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শিরোপা জিতেছেন। তিনি জিতেছেন তিনটি ক্লাব বিশ্বকাপ ও সমান সংখ্যক ইউয়েফা সুপার কাপও। বার্সা ছেড়ে মেসি বেশ কয়েক মৌসুম খেলেন পিএসজিতে। প্যারিসের ক্লাবটির হয়ে দুইটি লিগ ওয়ান শিরোপা জিতেছেন মেসি, চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন একটি লিগ কাপেও। বর্তমান ক্লাব ইন্টার মিয়ামির হয়েও একটি লিগ কাপ আছে মেসির।

আন্তর্জাতিকে ব্যক্তিগত ক্ষমতার ভিত্তিতে মেসির রয়েছে সর্বাধিক সংখ্যক ব্যালন ডি' ওর (৮) এবং ছয়টি ইউরোপীয় গোল্ডেন বুট। এখন পর্যন্ত ক্যারিয়ারে মেসি ১০৬৮ ম্যাচে ৮৮৩ গোল এবং ৩৭৪টি অ্যাসিস্ট রেকর্ড করেছেন।

এমন অবসরের স্বপ্ন দেখেছিলেন ডি মারিয়া

স্পোর্টস ডেস্ক: কোপা আমেরিকা দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় বলেছেন আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি ফুটবলার আনহেল ডি মারিয়া। কোপার শিরোপা হাতে নিয়ে চোখের জলে শেষবারের মতো আর্জেন্টিনার জার্সিতে দেখা গেছে তাকে। জাতীয় দলে তার দীর্ঘদিনের সতীর্থ সমবয়সি লিওনেল মেসি এখনো খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ডি মারিয়া কেন জাতীয় দলের জার্সি তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। (বাকি অংশ ২৮ এর পাতায়)

এই সময়ে হামলা

(প্রথম পাতা পর) তবে ট্রাম্পই প্রথম কোনো বর্তমান বা সাবেক প্রেসিডেন্ট, যিনি ১৯৮১ সালে রোনাল্ড রিগানকে গুলি করার পর সহিংসতার ঘটনায় আহত হলেন। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রধান দুটি দলের নির্বাচিত এবং অন্যান্য কর্মকর্তার বিরুদ্ধে হুমকি বৃদ্ধির কথা জানিয়েছে।

ট্রাম্পের মুখে রক্ত নিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত ছুড়ে এবং সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যদের সঙ্গে মঞ্চ থেকে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে যাওয়ার বিরল চিত্রগুলো শুধু ইতিহাস তৈরি করবে না, সেগুলো আগামী নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পথ বদলে দিতে পারে।

রাজনৈতিক সহিংসতার জঘন্য কাজটি নির্বাচনী প্রচারে অনিবার্যভাবে প্রভাব ফেলবে। ট্রাম্পের রক্তক্ষরণের ছবি, প্রতিবাদী মুষ্টিবদ্ধ হাত রাজনৈতিক প্রচারের অনুষঙ্গ হবে। ট্রাম্পের ছেলে এরিক ট্রাম্প দ্রুতই সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'এমন যোদ্ধাই আমেরিকার দরকার।'

তাঁকে যখন সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরা নিরাপদে বের করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, সে সময় সমাবেশস্থলে তাঁর এক অনুসারী চিৎকার করে বলছিলেন, 'ট্রাম্প আজই প্রেসিডেন্ট পদে জিতে গেলেন। তিনি একজন শহীদ।'

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন হামলার পরপরই টিভিতে হাজির হয়ে বলেছেন, আমেরিকায় এ ধরনের রাজনৈতিক সহিংসতার কোনো স্থান নেই। তিনি তাঁর রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, বাইডেন সব নির্বাচনী প্রচারণা বন্ধ করে দিয়েছেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর টেলিভিশন বিজ্ঞাপনও সরিয়ে নেওয়ার জন্য কাজ করছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বিশ্বাস করেন, এই সময়ে ট্রাম্পকে আক্রমণ করা অনুচিত হবে। বরং তিনি হামলার নিন্দায় সরব হয়েছেন।

তবে ট্রাম্পের কিছু ঘনিষ্ঠ মিত্র এবং সমর্থক ইতোমধ্যেই সহিংসতার জন্য বাইডেনকে দায়ী করছেন। একজন রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান এক্সে একটি পোস্টে বাইডেনের বিরুদ্ধে 'হত্যায় প্ররোচণা দেওয়ার' অভিযোগ করেছেন। অন্য রিপাবলিকান রাজনীতিবিদরাও একই কথা বলছেন। আমেরিকার রাজনীতিতে একটি বিপজ্জনক সময়ে তারা তাদের বিরোধীদের নিন্দায় মুখর হয়েছেন।

ইতোমধ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, যুদ্ধরেখা টানা হচ্ছে, যা একটি গভীর মর্মান্তিক ঘটনার জন্য খুব কুৎসিত লড়াইয়ে পরিণত হতে পারে। এ ঘটনা নির্বাচনী প্রচারণাকে নতুন আকার দেবে।

বিশ্বনেতাদের নিন্দার ঝড়

(প্রথম পাতা পর) শনিবারের ওই হামলার নিন্দা জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসসহ বিশ্ব নেতারা। আমেরিকাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র উল্লেখ করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, এ ধরনের একটি রাষ্ট্রে একজন প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর ওপর এমন হামলা দুঃখজনক। তিনি বলেন, আমরা অবশ্যই তার ওপর এই ধরনের হামলার নিন্দা জানাচ্ছি। আমেরিকা সব সময় তাদের গণতন্ত্র নিয়ে গর্ববোধ করে। প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, আমেরিকার মতো সভ্য দেশ ও গণতান্ত্রিক দেশে কীভাবে একজন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ও আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্টের ওপর এমন হামলা হলো? তিনি বলেন, 'ট্রাম্প আক্রমণ থেকে অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন।' তবে তিনি কানে আঘাত পেয়েছেন। ডেমোক্রেটিক পার্টি হামলার জন্য সরকারকে দায়ী করেনি। তবে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন হামলার নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিষয়গুলো ভিন্ন হতো।

এ ঘটনার বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ বলেন, ট্রাম্পের ওপর হামলা অনভিপ্রেত ও আইনবিরোধী। আমাদের অবস্থান অত্যন্ত পরিষ্কার। রাজনীতিতে আমরা কোনো সংঘাত চাই না। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে সংঘাত সেভাবে ছিল না। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর যে হামলা, অবশ্যই আমরা গভীর উদ্বেগ এবং এর নিন্দা জানাই। রাজনীতিতে কোনো সংঘাতের স্থান থাকা উচিত নয়। ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'চীন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।'

জাতিসংঘ প্রধান অ্যান্তোনিও গুতেরেস ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হত্যা প্রচেষ্টা চালানোর 'দ্ব্যর্থহীনভাবে' নিন্দা জানিয়েছেন। জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টেফান ডুজারিক এক বিবৃতিতে বলেন, 'গুতেরেস দ্ব্যর্থহীনভাবে রাজনৈতিক সহিংসতার এমন কাজের নিন্দা করেন। তিনি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দ্রুত সুস্থতা কামনা করে তাকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন।'

ঘটনার নিন্দা জানিয়ে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা বলেন, 'গণতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করে এমন যে কোনো ধরনের সহিংসতার বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। আমি সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।'

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার বলেন, আমাদের সমাজে কোনো প্রকার রাজনৈতিক সহিংসতার স্থান নেই। হামলার ঘটনার নিন্দা জানিয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ বলেন, হামলার এ ঘটনা ছিল উদ্বেগজনক।

হামলার ঘটনার ভিডিও দেখে অসুস্থ বোধ করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক সহিংসতা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।'

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা ট্রাম্পের ওপর গুলির এ ঘটনাকে অগ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুও।

ট্রাম্পকে বন্ধু বলে অভিহিত করে তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

এছাড়াও এ হামলার ঘটনায় অস্ট্রেলিয়া, ইতালি, কানাডা, হাঙ্গেরি, ভেনেজুয়েলাসহ বিভিন্ন দেশের নেতারা ইতোমধ্যে নিন্দা ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

এক্সে পোস্টে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লিখেছেন, 'আমার বন্ধু সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর হামলায় আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এ ঘটনার কঠোর নিন্দা জানাচ্ছি। রাজনীতি ও গণতন্ত্রে সহিংসতার কোনো স্থান নেই।'

সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও বলেছেন, 'আমাদের গণতন্ত্রে রাজনৈতিক সহিংসতার কোনো স্থান নেই। মিশেল ও আমি তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।'

ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকোভ বলেছেন, ট্রাম্পকে হত্যাচেষ্টার পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রশাসন রয়েছে, সেটা রাশিয়া বিশ্বাস করে না। তবে এই প্রশাসনই এমন পরিবেশ তৈরি করেছে, যেটা এই ঘটনা উসকে দিয়েছে।

সঞ্চয়ে ভালো ঘুম!

(শেষ পাতার পর) একদল গবেষক এ তথ্য জানিয়েছেন। তারা বলছেন, নিম্ন আয়ের মানুষদের মধ্যে যারা নিয়মিত অর্থ জমান তাদের জীবনের সন্তুষ্টির মাত্রা বেশি। অর্থ জমা না করলে মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়তে পারে।

গবেষকরা আরো বলছেন, কম করে হলেও নিয়মিত সঞ্চয়ের অভ্যাস করুন। সঞ্চয় জীবনের সন্তুষ্টি বাড়ায়। কারণ অর্থসংক্রান্ত দুশ্চিন্তা কমে। দেনাসংক্রান্ত সমস্যায় পড়তে হয় না। অর্থ সঞ্চয় করলে অনাকাঙ্ক্ষিত অনেক পরিস্থিতি ভালোভাবে সামাল দেয়া যায়।

অর্থ সঞ্চয় করতে না পারলে মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। এ ছাড়াও জীবনযাপনের আরো কয়েকটি বিষয় মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাবে ফেলতে পারে। এগুলো হচ্ছে- বিয়ের চিন্তা, ঘরবাড়ি বদল করার চিন্তা এবং চাকরি হারানোর চিন্তা।

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!
এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক
Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম
UNITED TRAVELS INC.
37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট
Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল
২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আসন সংখ্যা সীমিত
আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ

সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে
Emirates SAUDIA ETIHAD
সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়
KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS
37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY 25th Anniversary 1990 2015

Authorised IRS e-file Provider

KAKATUA AGENCY

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগঃ
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু তালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA
KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates

ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ ষ্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, TLC/Motor Vehicle Exam, মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial

Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT	8 Weeks Course 4 Hours Each Class Total 32 Classes (4 days/week) Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	Get **25%** Discount sign up by 4th July
SHSAT	8 Weeks Course 5 days/week Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	
COMMON CORE MATH & ENGLISH	1st Grade to 6th Grade 8 weeks course 3 Hrs./day, 4 days/week Cost : 600.00	

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education Is Our Priority!

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

আবশ্যক

আবশ্যকঃ শিকাগোতে বসবাসরত এক জন বয়স্ক মহিলার সাথে সার্বক্ষণিক দেখাশুনা ও পরিচর্যা করার জন্য একজন অভিজ্ঞ মুসলিম বাঙালী মহিলার দরকার। শুধু মাত্র আগ্রহী মহিলারাই যোগাযোগ করুন। ফোন:+১-৮৪৭- ৫৬৭-১৩৯৮।

আবশ্যকঃ ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০ অথবা রিজ্যুমি প্রেরণ করুন: southeasternmgm@gmail.com

আবশ্যকঃ এস্টোরিয়াতে অবস্থিত মেডিকেল অফিসের জন্য অভিজ্ঞ রিসেপশনিষ্ট আবশ্যক। যোগাযোগ করুন: ৭১৮-৯৫৬-৩১০০, southeasternmgm@gmail.com

আবশ্যকঃ এস্টোরিয়াতে অবস্থিত একটি মেডিকেল অফিসে নিম্নোক্ত পদে একজন MRI Technician আবশ্যক। প্রার্থীকে Toshiba Opart মেশিন চালানোর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। উপযুক্ত প্রার্থীকে উচ্চ বেতন দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : ৭১৮-৯৫৬-৩১০০ অথবা রিজ্যুমি প্রেরণ করুন : southeasternmgm@gmail.com

আবশ্যকঃ ব্রঙ্কস এ অবস্থিত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের জন্য একজন অভিজ্ঞ কারী শেফ আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৪৩২-১৫১৯।

ড্রাইভারঃ ইয়েলো ক্যাব ভাড়া। ফোর্ড এস্কেপ ইয়েলো গাড়ির জন্য অভিজ্ঞ চালক প্রয়োজন। একজন চালকের কাছে। ফুলটাইম ভাড়া। যোগাযোগঃ Cell: 646-379-9970. (দয়া করে দুপুর ১২টার পরে কল করবেন।)

ড্রাইভারঃ নতুন Toyota Rav4 2024 ইয়োলো ট্যাক্সির জন্য এক ড্রাইভার অথবা দিন ও রাতের শিফটের ড্রাইভার আবশ্যক। Woodside, Jackson heights, Elmhurst or Jamaica যোগাযোগ: 646-286-8845.

ড্রাইভারঃ র‍্যাভ-৪ হাইব্রিড ব্রান্ড নিউ ২০২৪ ইয়েলো ট্যাক্সির জন্য রাতের শিফট জ্যাকসন হাইটস এলাকার ফুলটাইম ড্রাইভার আবশ্যক। উবার কার ২০২০ টয়োটা সিয়েনা এলই ৫৫০০০ মাইলেজ অটোমেটিক ডোর একজন ফুলটাইম ড্রাইভার আবশ্যক।যোগাযোগঃ 917-496-6043, 929-435-2593.

ড্রাইভারঃ জ্যাকসন হাইটস ও উডসাইড এলাকায় র‍্যাভ-৪ ইয়েলো ক্যাব গাড়ির জন্য দিনের শিফটের জন্য একজন ড্রাইভার আবশ্যক। যোগাযোগঃ 929-229-6836.

ড্রাইভারঃ TLC বাৎসরিক চুক্তিতে, চারশত মাস করে, আগ্রহীরা নিম্নের নম্বরে যোগাযোগ করুন। মোবাঃ 646-704-5749.

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই: ৫৫ বছর, ডিভোর্স, সিটিজেন, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। ঘটক অথবা পাত্রী, পাত্রীর অভিভাবকগণ সরাসরি যোগাযোগ করুন। e-mail: hmurshedmd@gmail.com Phone: 850-866-9012.

পাত্র চাই : আমেরিকার সিটিজেন, বিএসসি (CSE) সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক। SSC, HSC বাংলাদেশ থেকে। চাকরিরত নিউইয়র্কে, শিক্ষিত নিরিবিলি পরিবারের (২৫-৫'৫") সুন্দরী পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। +8801644971287 (WhatsApp+Viber) biyerkhon@gmail.com

পাত্র চাই ডিভোর্স : আমেরিকার সিটিজেন, BSc ইঞ্জিনিয়ার BUET, MSc ইঞ্জিনিয়ার। আমেরিকায় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকুরিরত, (৩১-৫'৩") শর্ট ডিভোর্স ফর্সা, সুন্দরী সুন্দরী পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। +8801644971287 (WhatsApp+Viber) biyerkhon@gmail.com

বাসা ও রুম ভাড়া

রুমমেটঃ এই মাস থেকে ১জন রুমমেট আবশ্যক। ৩৭০ ডলার এবং রুম নিলে ৭৪০ ডলার ভাড়া। এস্টেরিয়া ৪০ এভিনিউ এবং ক্রিসেন্ট স্ট্রীট সন্নিকটে ই, এফ, জি আর, এম, কিউ, এন ডব্লিউ ও ৭ ট্রেন। যোগাযোগঃ ৩৪৭- ৪০০-০১৫১, ৯২৯-৪৭১-৫১১৩.

রুমমেটঃ এ মাস থেকে ১ জন রুমমেট আবশ্যক। এলমহার্স্ট সাবওয়ে সাথে। একজন মেয়ের সাথে শেয়ারে থাকার জন্য। একজন মেয়ে বা মহিলা আবশ্যক। ৪২-২৫, লেটন স্ট্রীট। ৯২৯-৪০১-৯৫০১.

রুমমেট আবশ্যকঃ ৯০ স্ট্রীট ৭ ট্রেন সাবওয়ের নিকটে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ অধূমপায়ী একজন হিন্দু রুমমেট আবশ্যক। জুলাই শেষ থেকে ভাড়ার যোগাযোগঃ ৩৪৭-৮৩২-৮১৫৫.

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। এস্টোরিয়া স্টাইনওয়ে স্ট্রীট এম, আর ট্রেনের অতি নিকটে একজন অধূমপায়ী রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৭১৮-৭৭২-৪৮৭৯.

রুমমেটঃ জ্যামাইকায় জুলাই মাস থেকে একজন রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৯৭-৮৯৭৮.

রুমমেটঃ জ্যাকসন হাইটস প্রাইম লোকেশন ৭৩ স্ট্রীট ৩৫ এভিনিউ, (আপনা বাজারের সামনেই) এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ কর্মজীবী পুরুষ ১জন, জুলাই মাস থেকে (বিল সহ ৫৬০ ডলার) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬ ৬৬৭ ৯০২০

রুমমেটঃ জুলাই ১ তারিখ থেকে ফ্যামিলি বাসায় ১জন মেয়ে রুমমেট আবশ্যক। ২জন থাকবে রুমে। ৭০- ৩৫ ব্রডওয়ে, জ্যাকসন হাইটস। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৪৯-৮৭৬৮.

রুমমেটঃ রুমমেট আবশ্যক। জ্যাকসন হাইটস এলাকায় সাবওয়ের নিকটে মনোরম পরিবেশ জুলাই থেকে রুমমেট আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৪৫- ৯৩২৪.

রুমমেটঃ জ্যামাইকা হিলসাইড/ ১৬৬ স্ট্রীট এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ একটি রুম ভাড়া হবে। মোবাইলঃ ৯২৯-৪১৩- ৫৮৭৫.

রুমমেটঃ রুমমেট চাই। জ্যাকসন হাইটস/ সানিসাইডের সাবওয়ের সন্নিকটে ব্যাচেলারদের সাথে থাকার জন্য অধূমপায়ী, মদ্যপ নহে পরিচ্ছন্ন রুমমেট চাই। ৯২৯-৩২৮-৭০৭৯, ৬৪৬-৯৪৪- ২২১২.

রুম ভাড়াঃ ১লা জুলাই হতে জ্যাকসন হাইটস এলমহার্স্ট হসপিটাল, এম ও আর সাবওয়ের সাথে একটি বড় বেডরুম সাবলেট দেয়া হবে। (স্বামী- স্ত্রী/ ছাত্রীর) কাছে। যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৯৬-৭৬৮১, ৪৭৫-২০৯-০৩৯৪.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ জ্যামাইকা এভিনিউ ১৬৮ স্ট্রীট সংলগ্ন এলাকায় এখনই উঠার উপযোগী একটি বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ছোট পরিবার অথবা স্বামী- স্ত্রী গ্রহণযোগ্য । সাবওয়ে / বাস নিকটে। যোগাযোগঃ ৯২৯-২৩১- ৩৮৯১, ৯২৯-৭২৮-৫০৫০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ কুইন্স ভিলেজে এক বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট কর্মজীবী স্বামী-স্ত্রীর নিকট পহেলা জুলাই থেকে ভাড়া হবে। হিলসাইড থেকে এক ব্লক। বাসঃ কিউ-৪৩, কিউ-১, কিউ-৩৬, কিউ-৭৬, কিউ-৭৭। ফোন: ৬৪৬-৬৮৪-৫৭০২.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-
স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার। ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ জ্যামাইকাতে সেমিবেসমেন্ট ভাড়া। জরুরী ভিত্তিতে সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে। এক বেডরুম এবং লিভিং রুম। আলাদা। জ্যামাইকা ২৪১ স্ট্রীট এবং ৮৭ এভিনিউ। কিউ-৪৩ বাস সংলগ্ন। যোগাযোগঃ ৭১৮-৯০৯-৭৫৩৩.

এপার্টমেন্ট ভাড়াঃ উডসাইড, কুইন্স, নিউইয়র্ক এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ৩ বেডরুম, লিভিং এবং এক বাথরুম। যোগাযোগঃ সৌরভ: ৯২৯-৩৬৪-৬১৭৪, ৭১৮-২০৫-৯৬৩৬.

বাসা ভাড়াঃ বাসা ভাড়া হবে। ৩২ ১৭, ৭২ স্ট্রীট, ১ম তলা, ইস্ট এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক-১১৩৭০ এ দুই বেডরুম এর বাসা ভাড়া হবে জুলাই থেকে। ভাড়া ২৬০০ ডলার। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯৩৫-৫৯২৫.

বাসা ভাড়াঃ August 1 তারিখ থেকে 82 Weldon st BROOKLYN NY 11208. ১ বেডরুম,লিভিং রুম,কিচেন ও এটিকসহ ভাড়া যাবে, বাসা EU CLID ট্রেন স্টেশন (A, C, J and Z) এবং বায়তুল মামুর মসজিদের পাশেই। যোগাযোগঃ +১ (৬৪৬) ৩৯২-৬৫৮০.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার মান্নান গ্রোসারী ই ট্রেন হি লসাইড এবং টিলি পার্কের সন্নিকটে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে।
৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪, ৩৪৭-২৫৫ ৪৮৪৬.

বাসা ভাড়াঃ জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজের পাশে ই ট্রেন সংলগ্ন ২ বেডরুম ২ বাথ রুমসহ বাসা ভাড়া দেয়া হবে আগস্ট মাস থেকে। যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৫০-৬৫৬৭, ৯২৯-৬০৬-৫১৩৪.

বাসা ভাড়াঃ ব্রঙ্কস এর ডি, বি ও ৪ ট্রেনের সাবওয়ে ও মসজিদ সংলগ্নে চার বেড ও লিভিং রুমসহ বড় এক ফ্যামিলি অথবা ছোট দুই ফ্যামিলির কাছেই ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩০৪-৬৯০৭, ৯১৪-৩৪৯ ৩৬৮৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ ৯৩-২৮ ১৯৭ স্ট্রীট, জ্যামাইকা, হলিস, নিউইয়র্ক-১১৪২৩ বেসমেন্ট -এ ১ বেড, ১ বাথ, লিভিং, ডাইনিং, কিচেনসহ ভাড়া হবে। ফোনঃ ৯১৭-৪৪৬-৮২৮৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে, ১লা আগষ্ট থেকে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: ৯১৭ ৮৬৩-৯০০২.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
বেসমন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৬০০ ডলার। শুধু স্বামী-স্ত্রীর জন্যে অগ্রাধিকার। ৩৪-১৫ ৯১ স্ট্রীট। ৭ ট্রেন সংলগ্ন। ভাড়া এ মাস থেকে রেডি। কল করুন : ৩৪৭-৯৫২ ৬১৩৬.

বাসা ভাড়াঃ
রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জজিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমি বেসমেন্ট ভাড়াঃ
ওয়াকিং বেসমেন্ট ভাড়া হবে আগস্ট মাস হতে। কর্মজীবী কাপল। ভাড়া ১৫০০ ডলার।
যোগাযোগঃ ৩৪৭-২৯৯ ৯৮৫৩. East Elmhurst Near LGA.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
কুইন্স ভিলেজ হিলসাইড এভিনিউ ২১৬ স্ট্রীট এবং ৯০ এভিনিউতে সেমিবেসমেন্ট অধূমপায়ী কর্মজীবী দম্পতি/ মহিলার নিকট ভাড়া দেয়া হবে। নিকটে মসজিদ, গ্রোসারী। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।৯১৭-৯৪৫-২০৭৫.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ
নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে। Right by the J, Z train line at Cleveland ST. Also close to A, C train line at Van Siclen আব. যোগাযোগ : ৯১৭-৪৯৫ ১৩৯১ / ৯১৭-৪৯৫-৩৯০৮.

House for rent :
3551 Rochambeau Ave, 2nd Floor, 3 Bedroom, Big Living Room eat in Kitchen, Bronx NY 10462. Call or text-718 690-4556, 631-337 6029.

Apartment for rent:
1 BDRM in Ozone Park near Woodhaven Blvd. 1st Fl, all included. Mul tiple Bachelors preferred $1,900, available immediately. 646-267-7919.

Apartment for rent:
2 bedrooms 1st floor or 3 bedrooms 2nd Floor with living room at 143 Street and 84th Drive, Briarwood, Walking distance to E/F train. Good Credit and income re quired. Contact 646 389-8259.

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৭ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৮ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।
বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

Address: 3650, 38th St, 2nd Fl Long Island City, NY 11101. Mobile: +1 (718) 753 0086.

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পপুলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু। আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

www.populardrivingschoolny.com

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- 6 Hours DDC Class (Operate by JH office)
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction. (Operate by JH office)

বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
২টি লেসন একত্রে

OPEN 7 DAYS

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।

Please Scan & Visit us!

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নার্স পারমিট পরীক্ষার বই

Website. www.populardrivingschoolny.com

POPULAR DRIVING SCHOOL INC.

Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave. 2nd Fl.
Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453

Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw, Drew St & Forbell St. City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে (জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim

M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

কোপায় টানা দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা

(২২ এর পাতা থেকে) কোপা ফাইনালের পরে নিজের অবসরের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ডি মারিয়া বলেন, ‘আমি এটার স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই কারণেই আমি বলেছিলাম যে এটা আমার শেষ কোপা আমেরিকা হবে। আর এখানে সেই যাত্রাটা শেষ হল। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে আমি ফাইনালে পৌঁছাব। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে আমি এটা (কোপার খেতাব) জিতব। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে আমি এরকমভাবে অবসর নেব।’

২০০৮ সালে আর্জেন্টিনার হয়ে অভিষেকের পর দীর্ঘ ১৬ বছর আকাশি-সাদা জার্সি গায়ে চড়িয়েছেন। কেমন ছিল জাতীয় দলের হয়ে তার দীর্ঘ ক্যারিয়ার- শুনুন ডি মারিয়ার কণ্ঠে, ‘(দেশের হয়ে খেলার সময়) অসংখ্য ভালো মুহূর্ত এসেছে। এই প্রজন্মের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। ওরা আমায় সবকিছু দিয়েছে। আমি যেগুলো চাইতাম, ওদের কাছে সেগুলো অর্জন করতে পেরেছি। আর আমি আজ এভাবে (ফুটবল) ছেড়ে দিচ্ছি। এর থেকে ভালো আর কি হতে পারত?’

সেরা খেলোয়াড় হয়েই ডি মারিয়ার বিদায়

ডি মারিয়া যখন দেশের হয়ে খেলা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন বিশ্ব ফুটবলে আর্জেন্টিনার রাজত্ব চলছে। আর্জেন্টিনার বর্তমান দলটি ২৮ বছরের খরা কাটিয়ে ২০২১ কোপা আমেরিকা জিতেছে, ৩৬ বছর পর জিতেছে বিশ্বকাপ। চার বছরের মধ্যে চারটি আন্তর্জাতিক শিরোপা জিতে সর্বকালের অন্যতম সেরা জাতীয় দল হওয়ার বড় দাবিদার হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে মেসি-ডি মারিয়াদের আর্জেন্টিনা।

আর্জেন্টিনার এই স্বপ্নযাত্রা নিয়ে ডি মারিয়া বলেন, ‘দেখে মনে হয় যে এই কাজটা খুব সহজ। বরং এই কাজটা মারাত্মক ছিল। আমি জানি। কারণ ১০-১১ বছর ধরে এটার উল্টোদিকে থাকতাম। এই মুহূর্তটার (আন্তর্জাতিক ট্রফি জয়) জন্য আমরা লড়াই করেছি।’

উল্লেখ্য, গত সোমবার (১৫ জুলাই) মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে কোপা আমেরিকার ফাইনালে কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে দেয় আর্জেন্টিনা। আর ফাইনালের সেরা খেলোয়াড় হয়েই আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি টেনেছেন

ভিয়েতনামের পরিবহন মন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশের রেলপথ মন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত

ভিয়েতনামের পরিবহন মন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশের রেলপথ মন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে দুই দেশের প্রতিনিধিরা।

হ্যানয়:
বাংলাদেশের রেলপথ মন্ত্রী মোঃ জিল্লুল হাকিম, এমপি'র নেতৃত্বে চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে গত ১১ জুলাই বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিদিল ভিয়েতনামে যান। এই সরকারি সফরের অংশ হিসেবে রেলপথ মন্ত্রী ভিয়েতনামের পরিবহন মন্ত্রী গুয়েন ভ্যান থাং এর সাথে তার হ্যানয়স্থ কার্যালয়ে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে দুই দেশের মধ্যকার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ভিয়েতনামে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোঃ লুৎফর রহমান এ সময় রেলপথ মন্ত্রীর সাথে উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সুসম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশের রেলপথ মন্ত্রীকে ভিয়েতনাম সফরের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভিয়েতনামের পরিবহন মন্ত্রী। এই সফর দুই দেশের সম্পর্ককে আরো শক্তিশালী করবে মর্মে উল্লখ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রেল যোগাযোগসহ সার্বিক যোগাযোগ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব সফলতার প্রশংসা করেন ভিয়েতনামের পরিবহন মন্ত্রী।

ভিয়েতনামের পরিবহন মন্ত্রী বলেন, ‘ভিয়েতনামের মহান নেতা হো চি মিন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উভয়ই তাদের নিজ নিজ দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাই ঐতিহাসিক মহানুভবতায় বাংলাদেশ ও ভিয়েতনাম পরম বন্ধু।’ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়মিত দ্বিপাক্ষিক সফর অব্যাহত রাখা এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে দুই দেশের পারস্পরিক রেলযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে একযোগে কাজ করে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেন ভিয়েতনামের পরিবহন মন্ত্রী।

বাংলাদেশের রেলপথ মন্ত্রী মোঃ জিল্লুল হাকিম তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য ভিয়েতনামের পরিবহন মন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। দ্বিপাক্ষিক সভায় তিনি বলেন, ‘যেকোনো দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি সাধনে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের বিকল্প নেই। সেই বিবেচনায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে দেশের সর্ববৃহৎ যোগাযোগ অবকাঠামোগত প্রকল্প বহুমুখী পদ্মা সেতু নির্মাণ করে রাজধানী ঢাকার সাথে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের ২১টি জেলার মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর করে দিয়েছেন। এই বহুমুখী সেতুর ওপর রেল যোগাযোগ স্থাপন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের আরেকটি যুগান্তকারী সফলতা বলে উল্লেখ করেন রেলপথ মন্ত্রী হাকিম।

অবশেষে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো গভীরতর করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে রেলপথ মন্ত্রী হাকিম ভিয়েতনামের পরিবহন মন্ত্রীকে পারস্পরিক সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের সাদর আমন্ত্রণ জানান।

উল্লেখ্য, সরকারি এই সফরের সময় রেলপথ মন্ত্রী ও বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ভিয়েতনামের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ প্রকল্প পরিদর্শন করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS
ENROLLED AGENT
IRS
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স-একাউন্টিং-নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.
Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com

নামাজের সময়-সূচী

জুলাই	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ফজর	৩.২৩	৩.২৪	৩.২৪	৩.২৫	৩.২৬	৩.২৮	৩.২৯
সূর্যোদয়	৫.২৭	৫.২৮	৫.২৮	৫.২৯	৫.২৯	৫.৩০	৫.৩১
জোহর	০১.০০	০১.০০	০১.০০	০১.০১	০১.০১	০১.০১	০১.৫৯
আসর	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৪	৬.১৪
মাগরিব	৮.৩২	৮.৩২	৮.৩২	৮.৩১	৮.৩১	৮.৩১	৮.৩১
এশা	১০.১১	১০.১১	১০.১০	১০.১০	১০.১০	১০.১০	১০.০৮

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেষ্ট রেট কম ● ইনভেষ্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাষ্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

মহররম মাস প্রেরণার বাতিঘর

(শেষ পাতা থেকে) বর্ণনা করেন, বছর হলো, বারটি মাসের সমষ্টি, তার মধ্যে চারটি হলো অতি সম্মানিত। তিনটি হলো পরপর লাগোয়া জিলক্বদ, জিলহজ্জ ও মহররম আর জমাদুস সানি ও শাবানের মধ্যবর্তী রজব। (বুখারী:৩১৯৭)

ইসলামী ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ও বহুল আলোচিত ঘটনাসমুহ এ মাসেই সংঘটিত হয়েছে। এ মাসেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হলো ১০ মহররম, যা আশুরা নামে অধিক পরিচিত। ইতিহাসের নানা ঘটনায় ভরপুর এ দিনটি। এদিন আল্ল□াহ তা'আলা মুসা আ: ও তাঁর কওমকে রক্ষা করেছেন এবং ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (স:) মদীনায় আগমন করে দেখতে পেলেন ইহুদীরা আশুরার দিন রোযা পালন করছে। নবীজি বললেন, এটি কি? তারা বললো, এটি একটি ভালো দিন। এ দিনে আল্ল□ াহ তা'আলা বনি ইসরাইলকে তাদের দুশমনের কবল থেকে বাঁচিয়েছেন। তাই মুসা (আ:) রোজা পালন করেছেন। রাসুলুল্ল□ াহ (স:) বললেন, মুসাকে অনুসরণের ব্যাপারে আমি তোমাদের চেয়ে অধিক হকদার। অত:পর তিনি রোজা রেখেছেন এবং রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী:১৮৬৫)

আশুরার দিন রোযা রাখার ব্যাপারে রাসুল (স:) অনেকগুলো হাদীস সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি হাদীসের বর্ণনা ছিল এ রকম যে, রাসুলুল্ল□াহ (স:) বলেন,"আশুরার দিনের রোযার ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে আশা করি, তিনি পূর্ববর্তী এক বছরের গুণাহ মাফ করে দিবেন। (মুসলিম) এ দিনটিকে আহলে কিতাব তথা ইহুদী খৃষ্টানরাও বড় সম্মান করে। তাদের থেকে বৈচিত্র আনার জন্য আল্লাহর রাসুল (স:) নবম দিনেও রোযা রাখতে বলেছেন। এদিনে কি হয়েছে এ দিনে কি হবে তা বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় বরং এ মাসে এ দিনে প্রেরণার একটি বাতিঘর রয়েছে, যেটিকে পাশ্চাত্য ও দেশীয় ইসলাম বিদ্বেষী গোষ্ঠী ভেঙ্গে তথায় একটি রঙিন বাতিঘর স্থাপন করেছে। যাতে মুসলমানগণ কোন দিন সে প্রেরণায় উজ্জিবীত হতে না পারে। মুসলমান ষড়যন্ত্রমূলক রঙিন সেই বাতিঘরের ধাঁ ধাঁয় পড়ে ইমামের প্রতি সস্তা ভালবাসা প্রকাশে মাতম করে করে শুধু বুকই পাঠিয়েছে। কিন্তু সঠিক প্রেরণার ইতিহাস তারা জানতে পারেনি এবং নিজেদেরকে সেভাবে উজ্জিবীত করতে পারেনি।

আশুরায় দিনে সংঘটিত অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ট্রাজেটি হলো কারবালার মরু প্রান্তরে ইমাম হোসাইন (রা:) ও তার পরিবারের হত্যাকান্ড। এটি নিছক একটি হত্যাকান্ডই ছিল না, বরং এ হত্যাকান্ডের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাস তার সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্যদিকে মোড় নিয়েছিল। এ হত্যাকান্ড যতটুকু বেদনাদায়ক তার চেয়েও বেদনাদায়ক হলো ইসলাম ও ইসলামী জীবন ব্যবস্থা রাসুল স: কর্তৃক প্রদর্শিত যেই রাস্তা বেয়ে পথ চলছিল, সেটি ইমামের হত্যার মাধ্যমে বাঁকা পথে মোড় নেয়। ইমাম পূর্ব থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাঁকা পথে আরোহনকারী ইসলাম নামক ট্রেনটির ড্রাইভার ট্রেনটিকে বাঁকা পথে নিয়ে যাচ্ছে। খুব সহসাই এর যাত্রীদের গোমরাহীতে নিমজ্জিত করবে। তাই ট্রেনটিকে সঠিক পথে তথা রাসুল স: প্রদর্শিত পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু তিনি এগুতে পারেননি। তিনি শেষপর্যন্ত সপরিবারে শহীদ হন। ইসলামী রাষ্ট্রকে অন্ধকার পথে নিয়ে যাওয়ার আর কোন বাঁধা-বিপত্তি রইল না।

পৃথিবী তার বিশাল বুকে যতগুলো দুঃখ আর বেদনাকে ধারণ করে এখনো ঠিকে আছে এবং যতগুলো মর্মান্তিক ঘটনা বা দুর্ঘটনা ইতিহাসকে বার বার কাঁদায়, তন্মোধ্য শাহাদাতে কারবালা সর্বোচ্চ আসনকে সিক্ত করেছে। প্রতিটি মুসলমান পুরুষ ও নারী হযরত ইমাম হোসাইনের রাঃ শাহাদাতের ঘটনায় আন্তরিক দুঃখ ও বেদনা প্রকাশ করে থাকে। নিঃসন্দেহে এটি আল্ল□ াহ ও তাঁর রাসুল (সঃ) প্রতি ঈমানের স্বাভাবিক প্রতিফলন এবং মানবতার প্রতি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ।

কিন্তু সেই সাথে হৃদয় আরো দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে যখন এমনটি হতে দেখা যায় যে, বিশ্ব মুসলিম ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর শাহাদাতের মুল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে ভূলে গিয়ে বেহুদা সব কাজে লিপ্ত হয়। রাসুল (সঃ) তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে ইসলামের যে গাছটি পরিপূর্ণ মহিরূপে রেখে গেছেন তার প্রথম থেকে শেষ অবদি চাক্ষুস স্বাক্ষী ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়ভাজন হযরত হোসাইন রাঃ। সেই আদর্শিক গাছটির ডাল-পালা ইতিমধ্যে কেটে দেয়া হলো। কিন্তু যখন তার মূল কর্তন ও নতুন একটি বিষবৃক্ষ রোপণ করতে এগোয়, তখন তিনি এর গতি প্রতিরোধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। আর এ জন্যই ইতিহাসের এ মর্মান্তিক অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা যদি ইমাম হোসাইন (রা:) এর মূল চেতনাকে উপলব্ধি না করি, তবে তাঁর প্রতি ভালবাসার পরিবর্তে সুস্পষ্ট জুলুম করা হবে। কিয়ামাতের দিন ইমাম যদি তাঁর রক্তমাখা জামা আর ছোট্র শিশু বাচ্চাদের নিয়ে আল্ল□াহর দরবারে হাজির হয় এবং আমাদের কাছে প্রশ্ন করে বসেন যে, আমি কি আমার ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য শহীদ হয়েছিলাম? তখন আমাদের কি কোন জবাব থাকবে ? সুতরাং আমাদেরকে সঠিক ইতিহাস এবং মহররমের সঠিক শিক্ষা জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমাদের কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। ইমাম যেই চেতনার কারণে তৎকালীন স্বৈরশশাসক ও জালিমশাহীর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন তা নিম্নরূপ:

১. নেতৃত্বের পালাবদলে ভূল :

ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার মুল কথা হলো যে সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন পর্যায়ে পদ দাবী করার বা চেয়ে নেয়া যাবে না, আবার দায়িত্ব এলে তা শরয়ী ওজর ব্যতিত অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরাহ রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল (সঃ) আমাকে বলেছেন ঃ "তুমি নের্তৃত্ব চেয়ে নিবে না। কেননা তুমি যদি চেয়ে নের্তৃত্ব লাভ কর তাহলে তোমাকে উক্ত পদের হাওয়ালা হবে। (সে অবস্থায় তুমি আল□াহর কোন সাহায্য পাবে না।) আর যদি কোন রকম প্রার্থনা করা ব্যতিত তুমি নের্তৃত্ব লাভ করো, তাহলে আল্লাহর তরফ হতে তোমাকে দায়িত্ব পালনে সাহায্য করা হবে।" (বুখারী-মুসলিম) দ্বিতীয়তঃ এটি কেবলমাত্র পুরুষানুক্রমিক বা বংশ পরস্পরায় গদিনশিন হওয়া বা মনোনীত করারও কোন বিষয় নয়। রাসুল (সঃ) বলেছেনঃ "মুসলিম জনগনের সাথে পরামর্শ না করে কেউ কাউকে নেতা হিসেবে বায়আত করলে, সে বায়আত গ্রহণযোগ্য হবে না।" (মুসনাদে আহমাদ) এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের জন্য ইসলাম যে সমস্ত বিষয়কে সামনে রাখার বা বিবেচনা করার ওপর গুরুত্বারূপ করা হয়েছে তা হলো: নেতৃত্বের দায়িত্বভার অর্পনের প্রাক্কালে ব্যক্তির আল্লাহ ভীতি, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য, রাসুল (সঃ) এর প্রতি আনুগত্য, দ্বীনি ইলম, প্রজ্ঞা, আমানতদারী, নের্তৃত্বের গুণাবলী, দূরদৃষ্টি, সুন্দর ব্যবহার ও মেজাজের ভারসাম্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ- "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত, তোমাদের মধ্যে যে আল্লহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু জানেন ও খবর রাখেন।" (সুরা আল হুজরাত-১৩) আল্লাহর কাছে যেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত, তিনিই নেতৃত্ব পাওয়ার অধিক হকদার বলে মনে করি। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের তাক্ওয়া সম্পন্ন সমাজের উন্নতির দুয়ার খুলে দেয়ার ওয়াদাও করেছেন। ইসলাম নেতৃত্ব পরিবর্তন বা নেতৃত্ব বাচাই করার যে নিয়ম বা পন্থা বলে দিয়েছে, এটিই অত্যন্ত সুষমপন্থা। এর মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র সকল প্রকার বিকৃতি থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু এ পন্থা বাদ দিলে সেখানে বিভিন্ন ধরনের বিকৃতি ও স্বেচ্ছাচারিতা বাসা বাধেঁ। ফলে রাষ্ট্র ব্যবস্থার সকল স্তরে অশান্তি আর অস্থিরতা প্রবল আকার ধারণ করে। বিদ্বেষ,পেশীশক্তি, সংকীর্ণ গোত্র বা বংশ মর্যাদা এবং কুৎসীত ঘরোয়া প্রতিদ্বন্ধীতা ও সংঘর্ষ দানা বেধেঁ উঠে। নেতৃত্বের পালাবদলের যে নিয়ম ইসলাম অনুমোদন দেয়নি, তৎকালীন নেতৃত্ব সেই নিয়মের দিকে অগ্রসরমান দেখে হযরত হোসাইন (রাঃ) শঙ্কিত হয়ে পড়েন। যেহেতু ঈমাম ছিলেন একজন বিচক্ষণ, শরীয়তের অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি। হযরত রাসুলে আকরাম (সঃ), হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ফাতিমা (রাঃ) যাকে কোল-পিঠে করে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। যার শৈশব থেকে বার্ধক্য দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে সাহাবায়ে কেরামের উন্নত পরিবেশে। যিনি রাসুল (সঃ) ও আমিরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর থেকে হযরত আলী (রাঃ) পর্যন্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থার মৌলিক বিশেষত্ব নিজ চক্ষে অবলোকন করেছেন। যিনি ভালো করে জেনেছেন এবং দেখেছেন ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্বের পালাবদলের নিয়মতান্ত্রিক রূপরেখা। তিনি তৎকালিন শাসকবর্গের ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক দিক পরিবর্তনের ব্যাপারটি সহসাই বুঝতে পারেন এবং নিজের প্রজ্ঞা দিয়ে এর করুন পরিণতির চিন্তা করেন। তাই তিনি দ্রুতগতিসম্পন্ন দিকবিভ্রান্ত গাড়ী থামিয়ে তার সঠিক লাইনে পরিচালিত করার জন্য নিজের জান কোরবান করে দেন।

২. জুলুম ও স্বৈরশাসকের প্রতিরোধ:

অবৈধভাবে নেতৃত্বের পালাবদলের কারণে তৎকালীন নেতৃত্ব জুলুমতন্ত্র কায়েম করে। ইসলামী রাষ্ট্রের সকল স্তরে বিভিন্ন ধরনের বিকৃতি, স্বেচ্ছাচারিতা, অশান্তি আর অস্থিরতা প্রবল আকার ধারণ করে। বিদ্বেষ, পেশীশক্তি, সংকীর্ণ গোত্র বা বংশ মর্যাদা এবং কুৎসিত ঘরোয়া প্রতিদ্বন্ধীতা ও সংঘর্ষ দানা বেধেঁ উঠে। স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ চরমভাবে অসহায়, মানবিক অধিকার বঞ্চিত দাসানুদাসে পরিণত হতে থাকে। রাজতান্ত্রিক শাসনের ফলে জনগণের ওপর মর্মস্পশী স্বৈরচারী শাসন পরিচালনা হতে থাকে এবং আলাহর বিধি-বিধানকে বিভিন্নভাবে অবহেলিত হতে থাকে। রাষ্ট্রের সহায়তায় মদ ও বারের আসন জমজমাট হতে থাকে। যেসব প্রতিষ্ঠানে আলাহর নাম উচ্চরিত হয়, সেগুলো গুরুত্বহীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য সর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালানো হয়। তৎকালীন রাষ্ট্রশক্তি একটি স্বৈরাতন্ত্রে পরিণত হয়ে চরম অহংকারী ও সীমালংঘনকারীতে নিমজ্জিত হয়। যা চিন্তা করা হতো, তার যুক্তিকতা সকলকেই মেনে নিতে থাকে। যখন বলে দিয়েছে, তখন আর সে বিষয়ে জনগণের কিছু বলবার সুযোগ থাকে না। তার কথাই হবে আইন, জনগণ তা অকুণ্ঠিত মনে ও নির্বাক চিত্তে মেনে নিতে হবে। তার শাসনের যাঁতাকলে জনগণ নির্বোধ বনে যাচ্ছে। কেউ তার স্বাধীন বিমুক্ত চিন্তা-বিবেচনা শক্তিও প্রয়োগ করতে পারছে না। ফলে হযরত হোসাইন (রাঃ) শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে স্বৈরশাসকের গতিরোধ করতে গিয়ে শহীদ হন।

৩. বর্তমানের স্বৈরতন্ত্র :

আন্তর্জাতিক স্বৈরাচারঃ একটি হলো আন্তর্জাতিক স্বৈরাচার। সে দুর্দণ্ড প্রতাপ নিয়ে বিভিন্ন অজুহাত তথা 'গণতন্ত্র পুণরুদ্ধার' 'সন্ত্রাস দমন' ইত্যাদি সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে দেশে যেখানে যেটি প্রযোজ্য সেটি ব্যবহার করে মূলতঃ তারাই সন্ত্রাস করে যাচ্ছে এবং জোর পূবর্ক নিজেদের স্বৈরতান্ত্রিক ও জুলুমতান্ত্রিক চিন্তাধারা অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার কোশেশ করছে। অন্যদিকে মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে গায়ের জোরে পৃথিবীর মানবতার সাথে পাশবিক আচরণ করছে।

(বাকি অংশ ২১ এর পাতায়)

তারা যেন কলি যুগের রাজকন্যা-রাজপুত্র

বিনোদন ডেস্ক:
বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সমাগমে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অবশেষে বিয়ে করলেন ভারতের আম্বানিপুত্র অনন্ত আম্বনি ও রাধিকা মার্চেন্ট। শুক্রবার (১২ জুলাই) বিয়ের আসরে নববধূ রাধিকা যেন কলি যুগের রাজকন্যা। আর বরবেশে অনন্তকে রাজপুত্র থেকে কোনো অংশে কম লাগেনি।

হিন্দুস্তান টাইমস এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিয়ের দিন রাধিকা মার্চেন্ট সেজেছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মার্চেন্ট পরিবারের ঐতিহ্যবাহী গয়নায়। গলায় জোড়োয়ার চোকার এবং হীরে পান্নার মিশেলে তৈরি পাঁচ লহরি হার পরেছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিল ম্যাচিং টিকলি, কানের ঝুমকো, হাতে রতনচুরের সঙ্গে সাদা লাল এবং হীরের চুরি।

তবে গলায় যে নেকলেসটি পরেছিলেন সেটি ২০২০ সালে বিয়ের জন্য পরেছিলেন রাধিকার দিদি অঞ্জলিও। এছাড়া বিয়ের দিন রাধিকা আবু জানি সন্দীপ খোসলার ডিজাইনকরা একটি বেইজ লেহেঙ্গা পরেছিলেন। সঙ্গে মাথায় ছিল ম্যাচিং ওড়না। হাতে লম্বা লাল রঙের ভরাট জারদৌসি কাজের ওড়না নিয়েছিলেন তিনি।

এদিকে বিয়েতে কমলা শেরওয়ানিতে বর সেজেছিলেন অনন্ত আম্বানি। তিনি যে পশুপ্রেমী, সেটাও ধরা পড়েছে তার বিয়ের সাজে। বুকের বাঁদিকে একটি হাতির ব্রোচ পরেছেন আম্বানী-পুত্র। মাথায় লাল পাগড়ি, কপালে তিলক বরের বেশে দারুণ মানিয়েছে অনন্তকে। এছাড়া এ জুটির প্রাণিপ্রেম তাদের বিয়ের প্রথম আয়োজন থেকেই চোখে পড়ছে। বিয়েতে কনের ফটোশুটের চারপাশে ময়রের হাঁটাচলা দেখে তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই বলে মনে করছে কেউ কেউ। কয়েক মাস প্রি-ওয়েডিং উৎসবের পর, অনন্ত-রাধিকার বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো মুম্বইয়ের জিও ওয়ার্ল্ড ড্রাইভে।

আড়াই হাজার পদের খাবার আয়োজন

বিনোদন ডেস্ক:
বছরের শুরু থেকেই আম্বানি বাড়ির বিয়ে নিয়ে চলছে চর্চা। বংশের ছোট ছেলের বিয়ে নিয়ে প্রবল উত্তেজনা ভারতের সবচেয়ে বিত্তশালী পরিবারের। প্রথমে জামনগর, পরে ইউরোপে। এরপর জুলাই মাসের শুরু থেকে একটানা চলতে থাকা প্রিওয়েডিং। শুক্রবারই (১২ জুলাই) চার হাত এক হয়। একাধিক হাই-প্রোফাইল অতিথি এসেছেন মুম্বাইতে। জিও সেন্টারে বসে বিয়ের আসর। ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে, ঠাকরে পরিবার এবং দেবেন্দ্র ফড়নবিসরা। চলুন জেনে নেওয়া যাক কী ছিল আম্বানি বাড়ির বিয়ের মেন্যুতে।

আম্বানিদের বিয়ের রাজকীয় আয়োজনের মতো, বিয়ের খাবারও যাতে কেউ কখনো ভুলতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর মুকেশ আম্বানি। ভারতসহ বিভিন্ন দেশ থেকে ২৫০০-রও বেশি খাবার ছিল। নীতা আম্বানির আয়োজনে থাকছে কাশীর বিভিন্ন ধরনের চাট। স্ট্রিট ফুড, যা আট থেকে আশি সবারই প্রিয়, তাকেই বিয়ের খাবারে শামিল করেছেন তারা।

গত মাসে নীতা আম্বানি বিখ্যাত কাশী চাট ভান্ডারে গিয়েছিলেন এবং তাদের কিছু বিখ্যাত চাট চেখে দেখেন। যার মধ্যে অন্যতম ছিল 'টমেটোর কী চাট'। এএনআই শেয়ার করেছে- মেন্যুতে ছিল পানি পুরি, দহি ভাল্লা, ভল্লা পাপড়ি, মিক্স চাট, দহি পুরি, চুরা মটর, পাপড়ি চাট, সিঙাড়া, গুলাব জামুন, টিক্কি আর ছানা কচুরি।

খবর অনুযায়ী, মুকেশ আম্বানি আন্তর্জাতিক অতিথিদের জন্য ইন্দোনেশিয়ার একটি ক্যাটারিং কোম্পানির পরিষেবা নিয়েছেন। মেন্যুতে নারিকেল থেকে তৈরি ১০০টিরও বেশি খাবার রয়েছে। মেন্যুতে আরেকটি উল্লেখযোগ্য অন্তর্ভুক্তি হলো মাদ্রাজের বিখ্যাত ফিল্টার কফি।

২০২৪ সালের মার্চ মাস থেকেই শুরু হয়েছিল অনন্ত-রাধিকার বিয়ের তোড়জোড়। প্রথমে জাম-নগরে আর পরে ইতালিতে বিলাসবহুল ক্রুজ ভাড়া করে আয়োজন করা হয়েছিল প্রাক-বিবাহ অনুষ্ঠানের। কনিষ্ঠ পুত্রের বিয়ে উপলক্ষে প্রায় ৫০০০ কোটি টাকা খরচ করেছেন মুকেশ।

ইতিহাসের সবচেয়ে ব্যয়বহুল বিয়ে!

খরচ ৫০০০ কোটি রুপি

বিনোদন ডেস্ক: অম্বানি বাড়ির ছোট ছেলের বিয়ে, উদযাপন যে রাজকীয় হবে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কতটা রাজকীয় হতে চলেছে, জামনগরে প্রথম প্রাক-বিবাহ উদযাপনে তার আভাস পাওয়া গিয়েছিল। ইটালির বিলাসবহুল ক্রুজে দ্বিতীয় উদযাপনও ছিল বিলাসিতায় মোড়া। প্রাক-বিবাহেই যদি এমন রাজকীয় আয়োজন থাকে, তা হলে বিয়েতে কী হবে! বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন অনেকেই। ফোর্বসের রিপোর্ট বলছে, ছোট ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে ৫ হাজার কোটি রুপির বেশি খরচ করেছেন মুকেশ অম্বানি। এবং যা নাকি অম্বানিদের বার্ষিক আয়ের মাত্র ০.৫ শতাংশ।

মেয়ে ইশার বিয়েতেও এত টাকা খরচ করেননি মুকেশ-নীতা। ইশার বিয়েতে ৭০০-৮০০ কোটি রুপি খরচ হয়েছিল। তবে আয়োজনের দিক থেকে তাক লাগানো বিয়ে এই প্রথম, তা নয়। এর আগেও এমন অনেক বিয়ে হয়েছে, যা অম্বানিদের সাথে পুরোদস্তর পাল্লা দেয়।

তালিকায় কারা?

১৯৮১ সালে ইংল্যান্ডের তৎকালীন যুবরাজ চার্লস এবং যুবরানি ডায়ানার বিয়ে, গত কয়েক দশকের সবচেয়ে আড়ম্বরপূর্ণ বলে মনে করা হয়। রাজপরিবারের বিয়ে। তাই আক্ষরিক অর্থেই রাজকীয় ছিল। চার্লস এবং ডায়ানার বিয়ের অনুষ্ঠানে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৩০০০ অতিথি। তবে বিয়ের অনুষ্ঠান টিভিতে সম্প্রচারিত হওয়ায় ৭৪টি দেশের প্রায় ৭৫ কোটি নাগরিক সাক্ষী থাকতে পেরেছেন ঐতিহাসিক মুহূর্তের।

সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল গির্জায় বিয়ে হয়েছিল চার্লস এবং ডায়ানার। বিয়েতে ডায়ানা যে গাউন পরেছিলেন, তা পুরোটাই মুক্তার তৈরি। প্রায় ১০ হাজার মুক্তো বসানো গাউনে। বিয়েতে প্রায় ২৭টি কেক কাটা হয়েছিল। রাজপরিবারের বিয়ের খরচ নির্দিষ্ট অঙ্কে বাঁধা মুশকিল। তাই নির্দিষ্ট অঙ্কে বিয়ের খরচ প্রকাশ্যে আসেনি। তবে বিয়ের আয়োজনের খরচ নিয়ে অনুমান করতে বাধা নেই।

একই মঞ্চে দুই ছেলের বিয়ের আয়োজন করেছিলেন সাহারা গ্রুপের কর্ণধার সুব্রত রায়। সুব্রতের দুই ছেলে সুশান্ত এবং সীমান্ত রায় একসাথেই নতুন জীবন শুরু করেছিলেন। মশকরা করে অনেকেই বলেছিলেন, খরচ বাঁচাতেই দুই ছেলের একসাথে বিয়ে দেন সুব্রত।

তবে সেটা যে সত্যি নয়, তা পরে স্পষ্ট হয় বিয়ের খরচ পপ্রকাশ্যে আসায়। ২০০৪ সালে সুব্রতর বড় ছেলে সুশান্ত বিয়ে করেন লখনউয়ের ব্যবসায়ী-কন্যা রিচাকে। ৬ দিন ধরে বিয়ের অনুষ্ঠান চলেছিল। অতিথিদের জন্য প্রায় ২৭টি প্রাইভেট জেট এবং ২০০টি মার্সিডিজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

অভিনেত্রী চাঁদনি তুরের সাথে গাঁটছড়া বাঁধেন ছোট ছেলে সীমান্ত। দুই ছেলের বিয়েতেও ঢেলে আয়োজন করেছিলেন সুব্রত। বিভিন্ন রিপোর্ট জানাচ্ছে, দুই সন্তানের বিয়ের আয়োজনে প্রায় ৫৬০ কোটি রুপি খরচ করেন সুব্রত।

২০১৬ সালে সাবেক নেতা এবং ভারতীয় শিল্পপতি গলি জনার্দন রেড্ডি, মেয়ে ব্রাহ্মণীর বিয়ে দেন হায়দ্রাবাদ নিবাসী ব্যবসায়ী রাজীব রেড্ডির সাথে। এই বিয়ের অনুষ্ঠানেও চোখ ধাঁধিয়েছিল গোটা দেশের। একটানা পাঁচ দিন ধরে বেঙ্গালুরুর বিলাসবহুল প্রাসাদে বিয়ের আসর বসেছিল। বিয়ের অতিথি তালিকায় রাজনীতিবিদ থেকে বলিউড তারকা থেকে- বাদ ছিল না কেউ। শোনা যায়, প্রায় ৫০ হাজার অতিথির উপস্থিতিতে চারহাত এক হয়।

নিমন্ত্রণের কার্ড বাবদ খরচ হয়েছিল নাকি কয়েক কোটি রুপি। সেখানে গোটা বিয়ের খরচ নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছিল। তবে বিভিন্ন সূত্রে জানা গিয়েছিল, জনার্দন মেয়ের বিয়েতে প্রায় ৫৫০ কোটি রুপি খরচ করেন।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত শিল্পপতি লক্ষ্মী মিত্তল। ২০০৪ সালে লক্ষ্মীর মেয়ে আনিশা মিত্তল বিয়ে করেন ব্যবসায়ী অমিত ভাটিয়াকে। একমাত্র মেয়ের বিয়েতে ঢেলে খরচ করেছিলেন লক্ষ্মী। আনিশা-অমিতের বিয়ের আয়োজন দেখেও এমনভাবে চোখ ছানাবড়া হয়েছিল অনেকের। বিয়ের অনুষ্ঠান হয়েছিল প্যারিসে। এই বিয়ে নিয়েও হইচই পড়ে গিয়েছিল চারদিকে। বিয়ের খরচ থেকে আয়োজনের খুঁটিনাটি সব কিছু নিয়েই একটানা আলোচনা চলেছিল। রিপোর্ট বলছে, মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে ২৫০ কোটি রুপি খরচ করেছিলেন লক্ষ্মী।

তবে টাকার অঙ্ক নিয়ে নানা মতামত রয়েছে। অনেক সংস্থার দাবি, ২৫০ নয়, কন্যার বিয়েতে এর চেয়ে অনেক বেশি টাকা খরচ করেছিলেন লক্ষ্মী। অনেকের দাবি, ৫৫০ কোটি রুপির ধারেকাছে খরচ হয়েছিল।

সুব্রত রায়, লক্ষ্মী মিত্তল ছাড়াও, অন্য এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যবসায়ী সুনীল ভাসওয়ানির মেয়ের বিয়ের আয়োজনও হইচই ফেলেছিল। স্টালিয়ন গ্রুপের অধিকর্তা এবং সংযুক্ত আমিরাতের ব্যবসায়ী সুনীল মেয়ে সোনমের বিয়েতে ঢেলে খরচ করেন।

সোনম বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন মুম্বাইয়ের ব্যবসায়ী কমল ফাবিয়ানির সাথে। অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় সোনম এবং কমল বিয়ে করেন। সেখানকার বেলভেডিয়ার প্যালেসেই বিয়ে সম্পন্ন হয় তাদের। অতিথি আপ্যায়ন থেকে বরকনের সাজগোজ, খাওয়াদাওয়া থেকে উদযাপনের খুঁটিনাটিড় সব কিছুই বিলাসিতায় মোড়া ছিল। শোনা যায়, সুনীল মেয়ের বিয়েতে প্রায় ২৪০ কোটি রুপি খরচ করেছেন। সূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা

আম্বানী পুত্রের বিয়ে নিয়ে বিশ্বজুড়ে কৌতুহল ছড়িয়ে পড়ে। আম্বানী পুত্র অনন্ত ও রাধিকার চিত্র আকছেন এক ভারতীয় পথশিল্পী। ছবি বিবিসি বাংলা

তারার মেলা বসেছিলো আম্বানিপুত্রের বিয়েতে

বিনোদন ডেস্ক:
ভারতের মুম্বাইয়ের জিও ওয়ার্ল্ড কনভেনশন সেন্টারে চলছে দেশটির শীর্ষ ধনকুবের মুকেশ আম্বানির ছেলে অনন্ত আম্বানির রাজকীয় বিয়ের অনুষ্ঠান। শুক্রবার (১২ জুলাই) সন্ধ্যায় শুরু হয় এই আয়োজন। রাতেই মালাবদলের মধ্য দিয়ে আম্বানির ঘরে বধূ হয়ে উঠবেন রাধিকা। এর আগে প্রি-ওয়েডিং সেলিব্রেশনেও হলিউড ও বলিউডের খ্যাতিমান তারকারা এক ছাদের নিচে জমায়েত হয়েছিলেন। তাক লাগানো সেই অনুষ্ঠানের পর এবারও বিয়ের মূল অনুষ্ঠানে এর ব্যতিক্রম হয়নি। রাজনীতি থেকে শুরু করে রূপালি পর্দার নামীদামী তারকাদের মেলা বসেছে সেখানে।

প্রায় ৫ হাজার কোটি রুপি খরচ হচ্ছে বিয়ের এই আয়োজনে। লাল গালিচায় শুক্রবার (১২ জুলাই) সন্ধ্যা থেকেই পা ফেলেছেন হলিউড-বলিউডের সব রথী-মহারথীরা। বিভিন্ন সাজ, পোশাক-আশাকে বিয়েতে আসা অতিথিদের চমকে দেন তারা। বিকেল গড়ানোর সঙ্গেই ছেলের বরযাত্রীতে সোনার মঙ্গল প্রদীপ হাতে নেন নীতা আম্বানি। এরপর পুরো পরিবারকে নিয়ে অতিথি আপ্যায়নে বেশ ব্যস্ত হন মুকেশ-নীতা। একে একে আসতে থাকেন তারকা অতিথিরা। স্ত্রী গৌরী খানকে নিয়ে অনুষ্ঠানে যান শাহরুখ খান। শাহরুখকন্যা সুহানা খান এবং ছেলে আরিয়ানকেও দেখা যায়। এরপর বোনকে নিয়ে হাজির হন সালমান খান। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বামী নিক জোনাসকে সঙ্গে নিয়ে বিয়ের আসরে পৌঁছান প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফও সেখানে সবার নজর কাড়েন। ক্যাটরিনার পরনে ছিল লাল শাড়ি, ভিকির পরনে শেরওয়ানি।

অনুষ্ঠানে সপরিবারে এসেছেন দক্ষিণী ছবির সর্বকালের সেরা তারকা রজনীকান্ত, ভারতের সাবেক ক্রিকেট অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি সহ আরও অনেকে। অপরদিকে সাইফ আলী খান ও কারিনা কাপুরকে দেখা না গেলেও সাইফপুত্র ইব্রাহিম ও কন্যা সারা আলি খানকে দেখা গেছে এই বিয়েতে।

বিয়ের এই আসরে এসেছেন তারকা রেসলার ও হলিউড অভিনেতা জন সিনা। পাঞ্জাবের শিখদের মতো পাগড়ি পরেছেন তিনি। এসেছেন হলিউডের আরেক নামী তারকা কিম কার্দাশিয়ানও।

এর আগে অনন্ত-রাধিকার প্রি-ওয়েডিং সেলিব্রেশনে সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান, রজনীকান্ত। ছিলেন কারিনা কাপুর-সাইফ আলি খান, রণবীর সিং-দীপিকা পাড়ুকোন থেকে আলিয়া ভাট-রণবীর কাপুর, অজয় দেবগন-কাজল, ভিকি কৌশল-ক্যাটরিনা কাইফ, বরুণ ধাওয়ান-সিদ্ধার্থ মালহোত্রা, শ্রদ্ধা কাপূররাও। শুধু অভিনেতা-অভিনেত্রীই নন, মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস, মেটা'র সিইও মার্ক জাকারবার্গ, ব্ল্যাকরকের সিইও ল্যারি ফিঙ্ক, ডিজনির সিইও বব ইগার, অ্যাডবের সিইও শান্তনু নারায়ণ, ডোনাল্ড ট্রাম্পের কন্যা ইভাঙ্কা ট্রাম্প, ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা'র চেয়ারম্যান ব্রায়েন থমাস ময়নিহান ও ভুটানের রাজা-রানির মতো ব্যক্তিরাও ছিলেন সে অনুষ্ঠানে।

প্রসঙ্গত, তিন দিন ধরে চলবে অনন্ত-রাধিকার এ বিয়ের উৎসব। বিয়ে শেষে শনিবার (১৩ জুলাই) হয় শুভ আশীর্বাদ। আর ১৪ জুলাই অনুষ্ঠিত হয় রিসিপশন।

দেশের ৮০ শতাংশ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী দুর্নীতির সাথে জড়িত

নিউইয়র্কে মির্জা আজম এমপি

নিউইয়র্ক (ইউএনএ):
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পদক, সাবেক প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম এমপি বলেছেন, দেশ দূর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের চেয়ে ৮০ শতাংশ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দুর্নীতির সাথে জরিত। এছাড়াও তিনি দাবী করেন যে, শেখ হাসিনাকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন কর্মকান্ডকে আরো জোরদার এবং তার হাতকে আরো শক্তিশালী করার জন্য প্রবাসের দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের প্রতি আহ্বান জানান।

কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পদক ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম এমপি তার পরিবার নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রে সফর করলেন। বুধবার তিনি ঢাকার উদ্দেশ্যে নিউইয়র্ক ত্যাগ করেন। যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে তিনি একাধিক সভা-সমাবেশ ও সম্বর্ধনা সভায় যোগ দেন। খবর ইউএনএ'র।

মির্জা আজম এমপি মঙ্গলবার (৯ জুলাই) সন্ধ্যায় যোগ দেন বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন যুক্তরাষ্ট্র শাখা আয়োজিত মতবিনিময় সভায়। জ্যাকসন হাইটসের একটি রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের মিয়া। মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ কনসাল জেনারেল নাজমুল হুদা সহ কমিউনিটির উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (বাকসু)-এর সাবেক জিএস প্রদীপ রঞ্জন কর, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ প্রতিদিন-এর নির্বাহী সম্পাদক লাবলু আনসার, মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডার ইউএস-এর সাধারণ সম্পাদক রেজাউল বারী, ঢাকাস্থ চট্টগ্রাম সমিতির সাবেক সভাপতি গিয়াস উদ্দিন স্বপন, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন যুক্তরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাহাবউদ্দিন চৌধুরী লিটন, সিনিয়র সদস্য নজরুল ইসলাম বাবু, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ ফজলুল হক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সভায় মির্জা আযম বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের চেয়ে ৮০ শতাংশ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দুর্নীতির সাথে জরিত। দেশের শতকরা ৯০ ভাগ স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানগণও দুর্নীতিবাজ বলেও তিনি দাবী করেন। তিনি দূর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

মির্জা আজম অভিযোগ করে বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে বহুবার আওয়ামী লীগ সভাপতি জননেত্রী শেখ হাসিনা-কে হত্যার চেষ্টা করেছে। ভবিষ্যতেও শেখ হাসিনাকে হত্যার পরিকল্পনা চলছে এবং তা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র থেকেই। সভায় এমনও দাবি করেন মির্জা আজম। তিনি বলেন, বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানাতে বিএনপি-জামায়াত নানা ষড়যন্ত্র করছে। সম্মিলিতভাবে এই ষড়যন্ত্র রুখতে হবে।

যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মির্জা আযম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের কথা তুলে ধরে বলেন, বাংলাদেশে এমন উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৩০ সালের পরে আর কাউকে বিদেশে আসতে হবে না। তিনি বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশ হলে, সবাই দেশে ফিরে যেতে পারবেন।

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
লংআইল্যান্ডের ব্যবসার মালিকগণ এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন
১০ হাজার ডলারের রিভেট
নতুন বছর উপলক্ষ্যে ৫০% সেল

তোফায়েল চৌধুরী
স্টেটের অর্থায়নে হিটিং ও এয়ারকান্ডিশন সিস্টেম সম্পর্কে জানতে আজই যোগাযোগ করুন
এই অত্যাধুনিক সিস্টেম-এ আপনার হিটিং বিল প্রায় ৫০% কমাতে সাহায্য করবে
আমাদের কল করুন
914-202-9828 / 914-222-9477 / 914-989-0089
GREE MECHANICAL YONKERS
Gree Mechanical Yonkers
1900 Central Park Ave, Yonkers, NY 10710

GRAND OPENING!
JACKSON HEIGHTS OFFICE
GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com
ফ্রি কনসালটেশন
74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

Naresh Gehi, Esq.
ইমিগ্রেশন ▪ ব্যাংক্র্যাপসি ▪ ক্রেডিট কার্ড মেটার ▪ ডিভোর্স ▪ চাইল্ড কাস্টডি ▪ চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন ▪ সিটিজেনশিপ ▪ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।
• Do you want apply for a green card? • Are you being deported? • Are you having credit card problems?
• Are you unable to pay your debts? • Has your bank account been sealed?
• Are you getting harrassed by creditors?
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.
Call: 718-263-5999
• তুলনামূলকভাবে কম ফি • সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days
আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।

Suryia Rahman, Esq

সফলতার ২৮ বছরে
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা
বর্ষ ২৮ : সংখ্যা ৪২ : সোমবার, আষাঢ় ৩১ ১৪৩১
মহররম ৮ ১৪৪৬ Vol. 28 Issue 42 : July 15 USA.
Free in NY, Other State $1.

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন-২০২৪
সেলিম-আলী প্যানেল চূড়ান্ত, নোয়াখালীর সিদ্ধান্তহীনতায় থমকে আছে পাল্টা প্যানেল

নিউইয়র্ক (ইউএনএ):
যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের 'আমব্রেলা' সংগঠন হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচন ঘিরে সদস্যপদ নবায়ন শেষ হয়েছে। গত ৩০ জুন রোববার ছিলো সদস্য নবায়নের শেষ দিন। এদিন উৎসবমুখর পরিবেশে সদস্য নবায়ন প্রক্রিয়া শেষ হয়। এদিনের হিসেবে নতুন ১৭ হাজার ১৮৭জন সদস্য ফরম নবায়ন করা হয়। এতে সোসাইটির আয় হয় ৩ লাখ ৪৩ হাজার ৭৪০ ডলার। প্রাথমিক হিসেবে সোসাইটির মোট সদস্য হচ্ছে ১৮ হাজার ৩৩০ জন। এরাই হবেন সোসাইটির ভোটার। এরমধ্যে আজীবন সদস্য ৮৫৩জন। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী অক্টোবরে বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের দ্বি-বার্ষিক (২০২৪-২০২৫) নির্বাচন। খবর ইউএনএ'র।

এদিকে সোসাইটির নির্বাচন ঘিরে কমিউনিটিতে নানা জল্পনা-কল্পনা চলছে। সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম ও সাবেক কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে 'সেলিম-আলী' প্যানেল গঠন চুড়ান্ত হলেও বর্তমান সভাপতি ও গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি আব্দুর রব মিয়ার নেতৃত্বাধীন নোয়াখালীবাসীর সিদ্ধান্তহীনতায় থমকে আছে পাল্টা প্যানেল।

সংশ্লিস্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। উল্লেখ্য, গত নির্বাচনে সোসাইটির ভোটার ছিলেন ২৭ হাজার ৫৫০জন। অতীতের মতো এবারের নির্বাচনেও বৃহত্তর নোয়াখালীবাসী ছাড়াও বৃহত্তর সিলেটবাসী, চাঁদপুরবাসী, চট্টগ্রামবাসী ও মুন্সীগঞ্জ-বিক্রমপুরবাসী সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠনগুলো নেপথ্যে ভূমিকাও গণ্য হচ্ছে।

জানা যায়, অগামী অক্টোবরে অনুষ্ঠিতব্য বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচনে সভাপতি পদে বর্তমান সভাপতি আব্দুর রব মিয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম ও বর্তমান সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকীর নাম আলোচনায় রয়েছে। অপরদিকে সাধারণ সম্পাদক পদে সোসাইটির সাবেক কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী ছাড়াও বর্তমান কোষাধ্যক্ষ নওশেদ হোসেন, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিন্টুর নাম আলোচনায় উঠার পর এবার কমিউনিটির পরিচিত মুখ রেজাউল করীম চৌধুরীর নাম উঠে এসেছে। জানা গেছে, নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরুর দিকে আতাউর রহমান সেলিম নিজেকে সভাপতি প্রার্থী করে সর্বাজনীনভাবে একটি প্যানেল গঠনের চেষ্টা করেছিলেন। এজন্য তিনি (*বাকি অংশ ১১ এর পাতায়*)

চায়না টাউনের গিফটশপগুলোতে মন্দাভাব
ভাটা পড়েছে কর্মসংস্থানে

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:
নিউইয়র্কের বাণিজ্যিক রাজধানী ম্যানহাটানের ডাউনটাউনের 'চায়না টাউন' খ্যাত ক্যানেল স্ট্রিটসহ আশেপাশের এলাকায় পর্যটকদেরকে কেন্দ্র করে প্রায় দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে গড়ে ওঠে গিফটশপ। বিশেষ করে প্রতি বছর গ্রীষ্মে এসব গিফটশপগুলো মুখর থাকতো পর্যটকদের আনাগোনায়। প্রতিদিন কয়েক লক্ষাধিক ডলারের বাণিজ্য হতো এসব গিফটশপে। কিন্তু চলতি বছরে এসব গিফটশপে মন্দাভাব বিরাজ করছে। এতে ভাটা পড়েছে কর্মসংস্থানেও।

সরেজমিনে চায়না টাউন খ্যাত ক্যানেল স্ট্রিটসহ আশেপাশের এলাকার গিফটশপে গিয়ে দেখা যায় ক্রেতা তুলনামূলক কম থাকায় অলস (*বাকি অংশ ১২ এর পাতায়*)

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব বাফেলো'র নির্বাচন
'শিমুল-তাজু' প্যানেল জয়ী

সভাপতি সাধারণ সম্পাদক

নিউইয়র্ক (ইউএনএ):
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব বাফেলো'র নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (১৪ জুলাই) অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে 'শিমুল-তাজু' প্যানেল জয়ী হয়েছে। নির্বাচনে 'রাইন-শাহেদ' নামে আরো একটি প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচনে সভাপতি পদে শিমুল হাসান ১৪ ভোটের ব্যবধানে গাউসুল আনোয়ার রাহিম-কে পরাজিত করে নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনে শিমুলের প্রাপ্ত ভোট ৬০০। অপরদিকে সাধারণ সম্পাদক পদে আব্দুল মান্নান তাজু ১০৫ ভোটের ব্যবধানে মোহাম্মদ এ হাসনাত শাহেদকে পরাজিত করে নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনে তাজু'র প্রাপ্ত ভোট ৬৪৭। খবর ইউএনএ'র।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক ষ্টেটের বাফেলো সিটি এখন প্রবাসী (*বাকি অংশ ১১ এর পাতায়*)

স্বাস্থ্য সুরক্ষা
সঞ্চয়ে ভালো ঘুম!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:
স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ঘুমের বিকল্প নেই। ভালো ঘুমে শরীর ঠিক, মন ঠিক, সব কাজে মনোযোগ বাড়ে। অসুখ থাকে না। ঘুমানোর জন্য অনেকে নানা রকম ওষুধ সেবন করেন। সে ক্ষেত্রে বৃদ্ধ অবস্থার কথা ভিন্ন। কিন্তু গবেষকরা জানিয়েছেন নতুন কথা। তারা বলেন, আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ যারা প্রতি মাসে জমাতে পারেন তাদের ভালো ঘুম হয়। এই মানুষেরা ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক বেশি আশাবাদী থাকেন। যুক্তরাজ্যের ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটির (*বাকি অংশ ২৩ এর পাতায়*)

৪০০ কোটির পিয়ন পালিয়ে আমেরিকায়

ঢাকা ডেস্ক:
পালিয়েছেন জাহাঙ্গীর আলম। ৪০০ কোটি টাকার মালিক বনে যাওয়া আলোচিত সেই পানি জাহাঙ্গীর এখন যুক্তরাষ্ট্রে। আলোচনা-সমালোচনার মধ্যেই তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। তিনি বর্তমানে নিউইয়র্কের ওজোনপার্কে একটি বাসায় অবস্থান করছেন। 'পানি জাহাঙ্গীর'-এর বড় ভাই মো. মীর হোসেন গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত (*বাকি অংশ ১৩ এর পাতায়*)

মহররম মাস প্রেরণার বাতিঘর

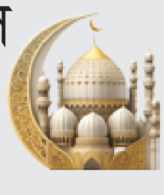

জাফর আহমাদ

আরবী বর্ষ পরিক্রমার প্রথম ও সম্মানিত মাস মহররম। এটি 'আশহারুল হুরুম' হারামকৃত মাস চারটির একটি। মহররম মানে সম্মানিত। নামের মাধ্যমেই সম্মানিত ও মর্যাদা পরিস্ফুট হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন হতে আল্লাহ তা'আলা আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, তখন হতেই তাঁর নিকট মাসগুলির সংখ্যা লিপিবদ্ধ রয়েছে বারটি। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। ইহা নির্ভূল ব্যবস্থা। সুতরাং তোমরা এ মাস সমুহে নিজেদের ওপর জুলুম করো না। (সুরা তওবা: ৩৬) হযরত আবু বাকারাহ (রা:) নবী করীম (স:) থেকে (*বাকি অংশ ২৯ এর পাতায়*)

নতুন সদস্য ২৫৯০
জালালাবাদ এসোসিয়শনের সদস্য সংগ্রহ সম্পন্ন

জালালাবাদ এসোসিয়শন অব আমেরিকা ইনক্ এর সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:
শাহীন কামালী ও মইনুল ইসলাম নেতৃত্বাধীন জালালাবাদ এসোসিয়শন অব আমেরিকা ইনক্ এর সদস্য সংগ্রহ সম্পন্ন হয়েছে। গত ১৪ জুলাই রোববার ছিলো সংগঠনের সদস্য ও ভোটার নিবন্ধনের শেষ দিন। এদিন পর্যন্ত জালালাবাদ এসোসিয়শন অব আমেরিকার সদস্য হয়েছেন সর্বমোট ২,৫৯০ জন। সংগঠনের আজীবন সদস্য হয়েছেন ৪৯২ জন। নিউইয়র্কের এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউতে অবস্থিত সংগঠনের নিজস্ব কার্যালয় 'জালালাবাদ ভবন'-এ সদস্য ও ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। আগামী আগস্ট মাসে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জালালাবাদ এসোসিয়শন অব আমেরিকার কোষাধক্ষ্য মইনুজ্জামান চৌধুরী।
(*বাকি অংশ ১৫ এর পাতায়*)

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল

এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে (*বাকি অংশ ২৭ এর পাতায়*)

এক স্লিপ

সালাহউদ্দিন আহমেদ:
১৯৮৪ থেকে ২০২৪, দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর পর দুই বন্ধুর দেখা। আমরা এক পৃথিবীর মানুষ হলেও আমি এক মহাদেশের মানুষ আর অনুপম গোস্বামী আরেক মহাদেশের মানুষ। আমি থাকি আমেরিকার নিউইয়র্ক আর অনুপম থাকে অষ্ট্রেলিয়ার সিডনী। টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী বিন্দুবাসিনী সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম আমরা। দু'জনই ছিলাম অষ্টম শ্রেনী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাশ ক্যাপ্টেন। তারপর উচ্চ শিক্ষার জন্য বেড়ে গেল আমাদের দূরত্ব......। বেড়াতে এসে কাকা পিনাক গোস্বামী'র লং আইল্যান্ডের (*বাকি অংশ ১১ এর পাতায়*)

TiME television

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169Fax: 718 482 9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com